কোচবিহার সাহিত্যসভা গ্রন্থাবলী সংখ্যা—১

মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের গ্রন্থাবলী।

প্রথম খণ্ড

গীতাবলী।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল, এম্, এ, বি, এল্,
সরস্বতী, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাভূষণ, ভারতী
সম্পাদিত।

কোচবিহার সাহিত্যসভা হইতে
খাঁ চৌধুরী আমানতউল্ল্যা আহমদ
কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

১৩২৭

প্রথম সংস্করণ।

সম্পাদকের নিবেদন।

কোচবিহার-সাহিত্য-সভা প্রতিষ্ঠিত হইলে সর্ব্বপ্রথমে কোচবিহারের প্রাচীন পুঁথির অনুসন্ধান রক্ষা ও মুদ্রণ কার্য্য আবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হয়। কোচবিহার ষ্টেট্ লাইব্রেরী ও কোচবিহারস্থ দ্বারআফিসে যে সমস্ত পুঁথি ছিল সেগুলি দৃষ্টে কোচবিহারাধিপতি মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ রচিত গ্রন্থগুলির পরিচয় প্রদান করিয়া কোচবিহার-সাহিত্য-সভার এক অধিবেশনে "মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের গ্রন্থাবলী" নামক এক প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলাম। ঐ প্রবন্ধ পরে "অর্চ্চনা" নামক মাসিক পত্রিকায় (১৪ বর্ষ,২৯, ৫৯ ও ৯১ পৃষ্ঠায়) ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়।

এই প্রবন্ধ পঠিত হওয়ার পর, বর্ত্তমান কোচবিহারাধিপতি শ্রীশ্রীমহারাজ ভূপ বাহাদুর কোচবিহার-সাহিত্য-সভার প্রতি মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের গ্রন্থাবলী মুদ্রিত করিবার ভার অর্পণ করেন। সভা কর্ত্তৃক আমার উপর এগুলির সম্পাদন ভার অর্পিত হয়।

আমার প্রবন্ধে আমি মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গীতানুরাগ সঙ্গীত পটুতা ও সঙ্গীত রচনার কথা উল্লেখ করিয়াছিলাম। কিন্তু ঐ প্রবন্ধ রচনার সময় মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের রচিত গীতাবলী সংগ্রহ করিতে পারি নাই। সাধারণ সঙ্গীতসংগ্রহ পুস্তকের মধ্যে এক খানিতে মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের ভণিতাযুক্ত দুইটি সঙ্গীত পাইয়াছিলাম, কিন্তু উহা যেরূপ ভাবে মুদ্রিত হইয়াছিল, তাহা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা গিয়াছিল যে সে গুলি বিকৃত ও খণ্ডিত ভাবে সংগ্রহ মধ্যে স্থান পাইয়াছে। তৎকালীন আমার মনে আশা ছিল যে বিশেষ চেষ্টা করিলে লোক মুখে কয়েকটি সঙ্গীত সংগৃহীত হইতে পারিবে। অবশ্য লোকমুখে প্রচলিত সঙ্গীত যে অবিকৃত থাকিবে তাহা আমিও আশা করি নাই। কোচবিহার ষ্টেট্ লাইব্রেরী, দ্বারআফিস বা অন্য কোথাও মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের গীতাবলীর সংগ্রহ পুঁথির আকারে পাই নাই।

এই প্রবন্ধ পাঠের পর সৌভাগ্যক্রমে কোচবিহার ষ্টেট কাউন্সিলের মহাফেজখানার প্রাচীন দপ্তরগুলির মধ্য হইতে একখানি খাতা আবিষ্কৃত হইয়া পড়ে। উহাতে মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের বহু সঙ্গীত নকল করা রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া গেল। বঙ্গসাহিত্যের দিক দিয়া এ আবিষ্কারের বহু মূল্য বুঝিয়া সর্ব্বাগ্রে মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের গ্রন্থাবলীর মধ্যে এই গীতাবলীই প্রথমভাগ বলিয়া সন্নিবিষ্ট করিয়া মুদ্রিত করা গেল।

পুঁথির পরিচয়।

যে খাতাখানি আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার প্রারম্ভে একটি সূচী আছে। উহাও আমরা অবিকল মুদ্রিত করিলাম। তৎপরে "শ্রীশ্রীদুর্গা রক্ষা কর। শ্রী বম ভোলা।" এই কথার পর গীতগুলি নকল হইয়াছে। পুঁথির শেষে, শেষ গানটি নকলের পর নিম্নলিখিত মন্তব্য দেখিতে পাওয়া যায় "নকল শোধ মারফৎ বিপিনবিহারী সরকার সন ১২৬৫ সন তাং ২৭ কার্ত্তিক!"

সূচী হইতে অবগত হওয়া যায় যে, এই খাতাখানিতে ১৭৮টি গান নকল করা ছিল। এই ১৭৮টি গানের প্রথম পংক্তিগুলি সূচীতে প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু খাতার সব পৃষ্ঠাগুলি পাওয়া যায় নাই। খাতার মধ্যে ১০ হইতে ১৫ পর্য্যন্ত সঙ্গীতগুলি নাই। খাতার যে পৃষ্ঠা বা পৃষ্ঠাগুলিতে এই সঙ্গীত গুলি লেখা ছিল তাহা হারাইয়া গিয়াছে। গানগুলি অবশ্যই ছিল, নহিলে সূচীতে তাহার প্রথম পংক্তিগুলি থাকিত না। সূচী হইতে অবগত হওয়া যায় যে এই নষ্ট সঙ্গীতগুলির প্রথম পংক্তি যথাক্রমে—

১০ নং "কি ঘটা মদৎকটা মাথায় জটা কারো
ওমা কালী তারা কি বিরাজ কৈর‍্যাছ মৃতাঙ্গে।"

১১ নং "হায় জেমন নীলমণী নিল কাদম্বিনী
জিনী আমাবশী নিশী অঞ্জন কেশপাশে।"

১২ নং "হরহৃদি শরজে কে বিরাজে নিলকমল"

১৩ নং "ভবার্ন্নব তরণী তরণী নাম কালীতারা।"

১৪ নং "ও কে বিপরিত হেরি হর উরে বিরাজ মা।"

১৫ নং "আমি মিছা ভাবনা করি আমার আমার কোথা।"

এই সঙ্গীতগুলি যদি কাহারও জানা থাকে তাহা হইলে জ্ঞাপন করিলে আমাদের সংগ্রহটি সম্পূর্ণ হইতে পারে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে ১৭৮টি গানের মধ্যে ৭টি গান নাই। বাকি ১৭১টি গানও সব মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ বিরচিত নহে। তিনটি সঙ্গীতে দুর্গাপ্রসাদ নামক এক ব্যক্তির ভণিতা পাওয়া যায়। ৬৬, ১৬৪ ও ১৬৯ সংখ্যক গীত দুর্গাপ্রসাদের রচনা। এই দুর্গাপ্রসাদ কে তাহা ভণিতা হইতে নিশ্চিত করিয়া বলিবার উপায় নাই। ১৬৪ সংখ্যক গানের শীর্ষদেশে "দুর্গ্গাপ্রশাদি ভবানী বিশয়" লিখিত আছে। ইহা হইতেও বুঝিতে পারা যায় যে, দুর্গাপ্রসাদ এই গীতের রচয়িতা।

নদীয়া জেলার অন্তর্গত উলাগ্রামে দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় নামক এক কবি "গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী" নামক এক গ্রন্থ রচনা করেন। ঐ গ্রন্থে দুর্গাপ্রসাদ নিম্নলিখিতরূপে নিজ পরিচয় দিয়াছেন :—

"নবদ্বীপ নিবসতি নরেন্দ্র ভূপতি পতি
গোষ্ঠীপতি পতি যারে বলে।
তাঁর অধিকারে ধাম দেবীপুত্র আত্মারাম
মুখুটী বিখ্যাত মহীতলে॥
খড়দহ ফুলে সার বশিষ্ঠ তুলনা যাঁর
জায়া অরুন্ধতী ঠাকুরাণী।
কি দিব উপমা তাঁর শিব শিবা অবতার
ব্যবহারে হেন অনুমানি॥
তাঁহার তনয় দীন শ্রীদুর্গাপ্রসাদ ক্ষীণ
যার দারা হরিপ্রিয়া সতী।
প্রত্যাদেশ হয় তারে ভাষাগান রচিবারে
স্বপনে কহিলা ভগবতী॥
কোটি চন্দ্র আভা যেন জাহ্নবীর রূপ হেন
ব্রাহ্মণবালিকা বেশ ধরি'।
নানা আভরণ গায় রতন নূপুর পায়
বিচিত্র বসন খানি পরি॥

কহেন করুণাময়ী শুন হরিপ্রিয়া কই
ভাষায় আমার গান নাই।
তোমার পতিরে কবে প্রকাশ হইবে তবে
বাঞ্ছা যা করিবে দিব তাই ॥
সুস্বপ্ন দেখিয়া সতী প্রভাতে উঠিয়া অতি
ভক্তিভাবে পতিরে কহিলা।
নিবাস উলায় যার শ্রীদুর্গাপ্রসাদ তার
কথা শুনি ভাবিতে লাগিলা ॥"

রামগতি ন্যায়রত্ন রচিত "বাঙ্গলা ভাষা ও বাঙ্গলা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব" নামক গ্রন্থে আছে ;—"দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রপৌত্র বা বৃদ্ধ প্রপৌত্র অদ্যাবধি উলায় বাস করেন। প্রচলিত হিসাব ধরিয়া তাঁহাদের ৪।৫ পুরুষের সময় মোটামুটি গণনা করিলে উক্ত পুস্তকের বয়ঃক্রম প্রায় ১০০ বৎসর হয়।"

"গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী বোধ হয় অন্নদামঙ্গলের ঠিক্ পরেই রচিত। এই গ্রন্থ তত উৎকৃষ্ট কবিত্বশক্তিসম্পন্ন নহে, কিন্তু ইহা প্রাচীন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিলক্ষণ প্রচলিত ও অনেকের শ্রদ্ধাস্পদ এবং মনসার ভাসান, চণ্ডী ও রামায়ণের ন্যায় ইহাও চামর মন্দিরা সহযোগে সঙ্গীত হইয়া থাকে।"

"গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণীতে পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দই প্রায় সমুদয়, তোটক বা অন্যবিধ ছন্দ দুই একটি যাহা আছে, তাহা তত বিশুদ্ধ নহে।"

"সূর্য্যবংশীয় রাজা ভগীরথ তপস্যা দ্বারা প্রসাদিত করিয়া স্বর্গ হইতে গঙ্গাকে পৃথিবীতে আনয়ন পূর্ব্বক কপিলশাপদগ্ধ পূর্ব্বপুরুষদিগের উদ্ধার সাধন করেন, ইহাই গ্রন্থের মূল বিবরণ। তবে অনুষঙ্গ ক্রমে অন্যান্য অনেক বিষয়েরও বর্ণন আছে। গ্রন্থকার কবিকঙ্কণ চণ্ডীর অনুকরণে গঙ্গার উভয় পার্শ্ববর্ত্তী অনেক গ্রাম নগরাদির বর্ণন করিয়াছেন এবং তন্মধ্যে চাকদহের বর্ণন প্রসঙ্গে বঙ্গদেশ-বাসীদিগের প্রতি অনেক বিদ্রূপ করিয়াছেন। যাহা হউক এই গ্রন্থের ভাষা তত সুশ্রাব্য এবং ছন্দও তত পরিশুদ্ধ হয় নাই, কিন্তু স্থানে স্থানে কবিত্বশক্তির কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়।"

গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণীকার দুর্গাপ্রসাদ ও গীতাবলীর রচয়িতা দুর্গাপ্রসাদ এক কিনা তাহা নিশ্চিতরূপে বলিবার কোন উপায় নাই। দুর্গাপ্রসাদের যে তিনটি সঙ্গীত এই সংগ্রহের মধ্যে স্থান পাইয়াছে তন্মধ্যে প্রথমটিতে (৬৬ নং) কালীর চণ্ডমূর্ত্তি সংস্কৃতবহুল শব্দের প্রয়োগে বেশ গাম্ভীর্য্যের সহিত বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয়টিতে (১৬৪ নং) ভক্তের কাতর নিবেদন সরল ভাষায় প্রকটিত। তৃতীয়টিতে (১৬৯ নং) একটি সুন্দর উপমার প্রয়োগ বিদ্যমান। গানগুলি বোধ হয় মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের বিশেষ প্রিয় ছিল নহিলে তাঁহার নিজ গীত সংগ্রহের মধ্যে এগুলি স্থান পাইত না।

দুর্গাপ্রসাদের গান ব্যতীত, ৬৪, ৭০, ১০৪, ১৩৩ ও ১৬৬ সংখ্যক গীতের ভণিতায় রচয়িতার নাম নাই। বাকি সমস্ত গানের ভণিতায় 'হরেন্দ্রনারায়ণ, 'হরেন্দ্র' "ভূপ" 'নররাজ' প্রভৃতি হইতে এগুলি যে মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণেরই রচিত তাহা আমরা নিশ্চিতরূপে জানিতে পারি। যে গুলিতে ভণিতা নাই, সে গুলিরও ভাষা দেখিয়া ঐগুলি যে হরেন্দ্রনারায়ণের রচনা তাহাও আমরা নিঃসন্দেহরূপে বলিতে পারি।

পুঁথি ছাপাইবার সময় কোন প্রকার সংশোধন পরিবর্ত্তন বা পরিবর্জ্জন করা হয় নাই। পুঁথির বর্ণাশুদ্ধি পর্য্যন্ত অবিকৃত রাখিয়া মুদ্রিত হইল। ইহার সুবিধা এই যে সম্পাদকের অজ্ঞতা, অনবধানতা বা ভ্রমবশতঃ পুঁথির প্রকৃত পাঠ বিকৃত হইবার কোন সম্ভাবনা রহিল না। টীকাগুলি পৃষ্ঠার তলদেশে পৃথক রূপে বিন্যস্ত হইয়াছে। বলা বাহুল্য টীকা আমার নিজ লিখিত। মূল পুঁথিতে কোন টীকা নাই।

এই গীতাবলীর প্রচারে বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসের এক নূতন উপাদান সংগৃহীত হইবে। বঙ্গসাহিত্যের গীতিশাখায় যে সকল প্রাচীনতম গীতরচয়িতার নাম উল্লেখযোগ্য, মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ তাঁহাদের মধ্যে একজন। এক রামপ্রসাদের কথা ছাড়িয়া দিলে, এ পর্য্যন্ত যে সকল সঙ্গীত রচয়িতার নাম পাওয়া গিয়াছে তাঁহাদের সকলেই প্রায় মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের সমসাময়িক বা পরবর্ত্তী। মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকাল ১৭৮৩—১৮৩৯ খৃঃ। বঙ্গজ কায়স্থ কুলোদ্ভব জয়নাথ ঘোষ মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের অধীন কর্ম্মচারী ছিলেন। ইনি জয়নাথ মুনসী নামে পরিচিত। ইনি কোচবিহার রাজবংশের এক ইতিহাস রচনা করেন। তাহার নাম "রাজোপাখ্যান"। এই গ্রন্থ মুদ্রিত হয় নাই। রংপুর

সাহিত্য-পরিষদের গ্রন্থাগারে ঐ গ্রন্থের একখানি পুঁথি রক্ষিত আছে। কোচবিহারের শ্রীযুক্ত মহারাজকুমার ভিক্টর নিতেন্দ্রনারায়ণ মহোদয় এই পুঁথির এক নকল আনাইয়াছেন। এই পুঁথির প্রত্যক্ষ খণ্ডে মহারাজ হরেন্দ্র নারায়ণের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনা অতি বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে। এই গ্রন্থের এক ইংরাজী অনুবাদ রেভারেণ্ড রবিন্‌সন কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রচারিত হয়। এই অনুবাদ অনুসারে ১১৮৬ সালে মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের জন্ম ১১৯০ সালে তাঁহার রাজ্যপ্রাপ্তি ও ১২৪৬ সালে তাঁহার পরলোকগমন ঘটিয়াছিল।

শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে' প্রাচীন প্রসিদ্ধ গীত-রচয়িতাদের নিম্ন লিখিতরূপে কাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন :—

কবিওয়ালা রামবসু ১৭৮৬—১৮২৮ খৃঃ
কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য ১৮০০ খৃঃ
রামদুলাল রায় ১৭৮৫—১৮৫১ খৃঃ
দেওয়ান রঘুনাথ রায় ১৭১০—১৮৩৬ খৃঃ

এতদ্ব্যতীত মির্জ্জা হুসেন আলি ও সৈয়দ জাফরখাঁ রচিত শ্যামাসঙ্গীতও পাওয়া গিয়াছে। পাঁচালীওয়ালাদের মধ্যে যাঁহারা শ্যামাবিষয়ক গান রচনা করিয়াছেন দাশরথি রায় (১৮০৪—১৮৫৭ খৃঃ) তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ। হরুঠাকুর (১৭৩৮—১৮১৩ খৃঃ) নিত্যানন্দ দাস (১৭১১—১৮১৩ খৃঃ) রামনিধি রায় বা নিধুবাবু (১৭৪১—১৮৩৪ খৃঃ) প্রভৃতি বৈষ্ণবগীতি ও প্রেমগীতিকারদিগের বিস্তৃত তালিকা দিবার প্রয়োজন নাই। কারণ মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ শ্যামাবিষয়ক সঙ্গীতই বহুল পরিমাণে রচনা করিয়া গিয়াছেন। যে গুলি শ্যামাবিষয়ক নয়, সে গুলিও ভক্তিরস মূলক ; প্রেম-ঘটিত নহে। উদ্ধৃত গানগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের নবাবিষ্কৃত গীতাবলী কত মূল্যবান। বঙ্গ সাহিত্যের গীতিশাখার প্রাচীনতম যুগের ইতিহাসের এগুলি অপরিহার্য্য উপকরণ।

এতদিন কিন্তু মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের নাম বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাসে দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। দীনেশবাবু 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে' লিখিয়াছেন "বঙ্গদেশের কয়েকজন রাজা ও মহারাজাও শ্যামাবিষয়ক সঙ্গীত রচনা

করিয়াছেন। প্রচলিত সঙ্গীত সংগ্রহগুলিতে কৃষ্ণনগরাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, শিবচন্দ্র, শম্ভুচন্দ্র, শ্রীশচন্দ্র, নাটোরাধিপতি রাজা রামকৃষ্ণ প্রভৃতি রাজন্যবর্গের রচিত বলিয়া অনেক গান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।” (৩য় সংস্করণ ৭২৮ পৃষ্ঠা) ইহার মধ্যে মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের নামোল্লেখ নাই।

কোচবিহারে পর্য্যন্ত যখন মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের রচনার কথা অল্প দিন পূর্ব্বেও প্রায় অজ্ঞাত ছিল, তখন অন্যত্র তাহার নাম না থাকিবারই কথা। যত্নের অভাবে কোচবিহারের বহু প্রাচীন পুঁথি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অধিবাসীদিগের গৃহ তৃণাচ্ছাদিত বলিয়া অগ্নিকাণ্ডে বহু পুঁথি ধ্বংস হইয়াছে। সুখের বিষয় কোচবিহার সাহিত্য-সভা প্রাচীন পুঁথি রক্ষা ও প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই চেষ্টার প্রথম ফল স্বরূপ মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের গীতাবলী প্রকাশিত হইল।

মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের গীতাবলীর আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে তাঁহার শিক্ষা, সঙ্গীতপটুতা ও ভগবদ্‌ভক্তির ইতিহাস অবগত হওয়া অবশ্য প্রয়োজনীয়। জয়নাথ মুনসী “রাজোপাখ্যানে” হরেন্দ্রনারায়ণের বিদ্যারম্ভের এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন :—

“শুভলগ্নে শুভক্ষণে শ্রীশ্রীভূপতির বিদ্যারম্ভ হইয়া শ্লোকাদি অভ্যাস করার কারণ হরিশঙ্কর চক্রবর্ত্তী নিযুক্ত হইলেন। কিছু দিবসান্তর পার্সী বাঙ্গলা শিক্ষা নিমিত্ত বহুবেত্তা বহুদর্শী নৃসিংহ মুনসী নিযুক্ত হইলেন।” (প্রত্যক্ষ খণ্ড ষষ্ঠ অধ্যায়)

হরেন্দ্রনারায়ণ যখন নাবালক তখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমল। হেন্‌রি ডগ্‌লাস্ সাহেব কোচবিহারে তাঁহার তত্ত্বাবধান করিতেন। জয়নাথ লিখিয়াছেন :—

“শ্রীশ্রীমহারাজার পার্সী ও বাঙ্গলা ও অন্যান্য শিক্ষার্থে সাহেব অনেক যত্ন করিতে লাগিলেন। অষ্টাহের দিবস মহারাজার যাহা শিক্ষা হইত তাহার পরীক্ষা দিতেন। তিন মাসান্তর অক্ষর দেখার নিমিত্ত পার্সী ও বাঙ্গলা লিখিত গভর্ণর কৌঁছিলে প্রেরিত হইত। পার্সী পড়ার কারণ মৌলবী মেহের আলি ও লিখানের কারণ লালাস্বরূপ সিংহ খাষনবীস (১) নূতন প্রবৃত্ত হইল। আর অল্প দিবসেই নানা বিদ্যাতে অভ্যাস হইতে লাগিল।” (প্রত্যক্ষ খণ্ড, সপ্তম অধ্যায়)

---

(১) শব্দটি সম্ভবতঃ “খোষনবীস” হইবে। খোষনবীস অর্থাৎ সুলেখক।

ক্রমে "শ্রীশ্রীমহারাজ ভূপ বাহাদুরের বাল্যকাল অতীত হইয়া কৈশোর
হইয়াই পার্সীতে বাঙ্গালাতে স্বচ্ছন্দ আর খোসখৎ অক্ষর হইল। সকলেই দেখিয়া
ব্যাখ্যা (১) করেন। বরং পার্সীতে এমন খোসনবীস লেখক সন্নিকট নাহি।"
(প্রত্যক্ষ খণ্ড, অষ্টম অধ্যায়)

বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া নিজহস্তে রাজভার গ্রহণ করার পর তাঁহার সভায়
"যে সকল লোক...হুজুরে যাইত, নানাশাস্ত্র নানা পুরাণের ধর্ম্মপ্রসঙ্গ আলাপ
হয়।...আর ভূপতির তখন হইতে কবিতাশক্তি। সংস্কৃত পুস্তক সকল ভাঙ্গিয়া
ভাষা পদ করিতেন। (প্রত্যক্ষ খণ্ড, ত্রয়োদশ অধ্যায়)

মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ রচিত রামায়ণ (সুন্দরকাণ্ড), মহাভারত
(শল্যপর্ব্ব), পদ্মপুরাণ (ক্রিয়াযোগসার), বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ প্রভৃতি বহু গ্রন্থের
অনুবাদ পাওয়া গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত তাঁহার রচিত দুইটি "উপকথা"ও
বিদ্যমান। এগুলির মধ্যে 'ক্রিয়াযোগসার' ছাপা শেষ হইয়া আসিয়াছে।
বাকিগুলিও ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে।

বাল্যকাল হইতেই সঙ্গীতের প্রতি হরেন্দ্রনারায়ণের অনুরাগ ছিল এবং
তিনি বিশেষ যত্ন সহকারে সঙ্গীত শিক্ষা করিয়া গীতবিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছিলেন।
জয়নাথ লিখিয়াছেন "গান বাদ্য সকলি শিক্ষা করিলেন এবং তাল মান ও রাগ
রাগিনী এমত বুঝিতে লাগিলেন যে, উত্তম উত্তম গায়ক সকল সশঙ্কিত হইয়া
হুজুরে গান করেন।" (প্রত্যক্ষ খণ্ড, অষ্টম অধ্যায়) তাঁহার বয়ঃপ্রাপ্তির পর
যে সময়ে তিনি পুরাণাদির অনুবাদে প্রবৃত্ত হন, সেই সময় সঙ্গীতও রচনা
করিয়াছিলেন। জয়নাথ লিখিয়াছেন "নানাপ্রকার গান সকল তাল মান রাগ
রাগিনী প্রভৃতি সৃষ্টি করিতেন। (প্রত্যক্ষ খণ্ড ত্রয়োদশ অধ্যায়)।

ইহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে, একদিকে সংস্কৃতে অভিজ্ঞতা হেতু
তাঁহার সঙ্গীতগুলি যেমন স্থলবিশেষে গম্ভীর শব্দ সম্পদে ভূষিত হইয়াছে,
অন্যদিকে সঙ্গীতশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি থাকাতে যথোচিত রাগরাগিনীবদ্ধ হইয়া
সেগুলি শ্রুতি সুখকর হইয়াছে।

যে কয়েকটী সঙ্গীত পাওয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে ১৩টি আগমনী-
বিষয়ক, ৩টি দুর্গাস্তব, ২টি শিবস্তুতি, ২টি সরস্বতী বন্দনা, ৩টি লক্ষ্মীবন্দনা,
১টি কৃষ্ণকালীবিষয়ক ও ১টি নারদ-হিমালয় সংবাদ। বাকী সবগুলিই শ্যামা-
সঙ্গীত। আমরা একে একে এই সঙ্গীতগুলির আলোচনা করিব।

---

(১) প্রশংসা।

আগমনী সঙ্গীত প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে বহু দেখা যায়। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে অন্ধানুগতিকতা বড় প্রবল ছিল। কতকগুলি বাঁধা বিষয় লইয়া সকল কবিই কিছু না কিছু লিখিয়াছেন। বারমাস্যা, চৌত্রিশ অক্ষরে স্তুতি প্রভৃতি বহু কাব্যে বহুপ্রকারে লিখিত দেখিতে পাওয়া যায়। এই এক স্রোতের প্রবাহে অতি অল্প লেখকই মৌলিকতা প্রদর্শন করিতে পারিয়াছেন। সত্যবটে, ভারতচন্দ্রের ন্যায় শক্তিশালী লেখক যাহাদের অনুকরণ করিয়াছেন, তাহাদের যশ অপহরণ করিয়া নাম ডুবাইয়া দিতে পারিয়াছেন, কিন্তু সে ক্ষমতা সকলের ছিল না। কাব্যে যেমন, সঙ্গীতেও তেমনি বাঙ্গালা দেশের কতকগুলি বাঁধা বিষয় ছিল। বঙ্গের তৎকালীন সমাজ-প্রথাই সেই বাঁধা বিষয়ে উৎসাহরস সিঞ্চন করিত। আগমনী সঙ্গীত এই বাঁধা বিষয়গুলির মধ্যে একটী।

"বঙ্গদেশের কতকগুলি গভীর প্রাণের কান্না ছিল, শিশু কন্যার পিতৃগৃহ হইতে গমন, দুধের মেয়ে অষ্টম বর্ষে গৌরী সাজিয়া গৃহ ছাড়িয়া যাইত, তাহার ধূলিখেলা সাঙ্গ করিয়া অবগুণ্ঠনবতী যুবতী বধূর অভিনয় করিতে হইত, মাতৃ-বিরহে বালিকা ঘোমটাঢাকা সুন্দর মুখখানি চক্ষু জলে প্লাবিত করিয়া পথের পানে তাকাইয়া থাকিত; মায়ের রাত্রিও সুখে প্রভাত হইত না;—ক্রোড়ের শিশু হারা মা স্বপ্ন দেখিয়া পাগলিনীর ন্যায় কাঁদিয়া বলিতেন—

'উমা আমার এসেছিল।
স্বপ্নে দেখা দিয়ে, চৈতন্য করিয়ে, চৈতন্যরূপিণী কোথায় লুকাল॥'

বহুদিনের অশ্রুসিক্ত এই বিরহ ব্যাপারের পর যখন বালিকা ফিরিয়া আসিত, তখন কত সুখ—

'আমার উমা এলো বলে রাণী এলোকেশে ধায়।'

এই সকল গানের সরল কথায় শ্রোতা অশ্রুজলে গলিয়া পড়িতেন। এগুলির রঙ্গভূমি বস্তুতঃ কৈলাস বা হিমালয়পুরী নহে, প্রতি গৃহস্থের হৃদয় ইহার অনুভূতিক্ষেত্র। গানগুলি শ্রোতার হৃদয় ছুঁইত ও চক্ষু অশ্রুপূর্ণ করিত—ইহা গৃহস্থের ধূলিমাখা আঙ্গিনার কথা, কিন্তু ইহার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত নির্ম্মল স্বর্গের প্রতি—কারণ স্বার্থশূন্য পবিত্র স্নেহ-পৃথিবীর কথা হইয়াও স্বর্গের কথা।" (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৩য় সংস্করণ ৩২১—৩২২ পৃঃ)

এই মাতৃস্নেহের বিকাশের চিত্রই বাঙ্গালার চিরনবীন আগমনী সঙ্গীতগুলি। শারদীয়া পূজার আগমনে বাঙ্গালার পল্লীতে পল্লীতে আগমনী সঙ্গীতের তানে যে

নরনারীর হৃদয় ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে তাহার মূল কারণটী এইখানেই লুক্কায়িত। আজ গৌরীদানের প্রথা বিরল হইলেও প্রবাসী পুত্রকন্যার প্রতীক্ষা ঘরে ঘরে জাগিয়া উঠে। গিরিরাণীর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে আপন আপন প্রাণের সন্তানের মিলন সম্ভাবনা ফুটিয়া উঠে। তাই এখনও আগমনী গীত বাঙ্গালা দেশ মজায়, বাঙ্গালীর প্রাণ মাতায়।

মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণও আগমনী গীত রচনা করিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বে রামপ্রসাদ যে পথে চলিয়াছিলেন, হরেন্দ্রনারায়ণও সেই পথের অনুসরণ করিয়াছেন। এই সঙ্গীতসংগ্রহে গানগুলি বিষয় অনুযায়ী সজ্জিত নাই, কিন্তু সঙ্গীতগুলি বিষয় অনুযায়ী সাজাইয়া লইলে আমরা একে একে আগমনীর সকল অংশেরই বিকাশ দেখিতে পাইব।

রামপ্রসাদের 'উমা আমার এসেছিল' সঙ্গীতের ন্যায় হরেন্দ্রনারায়ণ রচনা করিয়াছেন—

"ব্যাকুলিত হিয়া নাথে সম্বোধিয়া
কহিছে কান্দিয়া নগেন্দ্ররাণী
আজির শপনে দেখ্যাছি নয়নে
আমার ভবনে আইল ভবানী।
তার তৃনয়নেতে জলধারা আমায় বলে উঠ গো জননী।
আমি আশ্যাছি জনমতুখিনী।" (১৪ পৃষ্ঠা)

বহুপত্নীক নির্গুণ কুলীনের করে কন্যা সম্প্রদান করিলে মাতার যে ক্লেশ ও ব্যাকুলতা হয় তাহা নিম্নলিখিত গীতাংশে প্রকটিত।

"জামতা পাগল কি তার সম্বল
খাএণ গরল অভরণ ফণী
নামে সুরধনী অপর রমণী
জটামাঝে রাখেন এমণ গুনী। (১৫ পৃঃ)

"আমার জামাতা বিহিণ মমতা সর্ব্বত্র সমতা দেখেণ তিনী
আহার তাহার চুর্ণ ধুতুরার সিদ্ধিঘোটা আর হে নগমণি। (১৬ পৃঃ)
"জামাতার গুণ শুন কি না শুন খেপা সে দারুন উলঙ্গ বেড়ায়
শ্মশানে বিহার ভূত সঙ্গে তার চিতাভস্ম ফনী অভরণ গায় ॥" (৫৯ পৃঃ)

মাঝে মাঝে কন্যার দারিদ্র্য ও ক্লেশের স্মৃতির উদ্রেকে মাতার খেদোক্তি বাহির হইতেছে—

"তার দুখে যায় দিন সুখভোগহিন গিরিন্দ্র নিবেদিব কত
পতিব্রতা আমার সুতা পতিধর্ম্মে রত অবিরত
অন্ন আচ্ছাদন হিন পঞ্চানন অজিন বসন বাঘাম্বর পরে
আমার গৌরী সেরূপ সদা দিন যাপেন ফলমূলাহারে
ইকি হৈতে পারে।
যার রত্ন-অট্টালয় সর্য্যা রত্নময় চরণ সেবে সহচরী
তার সয়ন বেলামূলে কবু শ্মশানে এই দুখে মরি
জন্ম সৌভাগিণী রাজার নন্দিনী সে জন ভিকারিনী বলিব কারে।"
(১৭ পৃঃ)

"আমি শুন্যাছি লোকের মুখে গৌরীর দিন যায় দুখে
ভিকারী পতি সঙ্গ হৈয়্যা
নিজে সে ভাঙ্গড় ফিরে জগতে উলঙ্গ হৈয়্যা।
কুরঙ্গনয়না পদ্মপত্রেক্ষণা আমার দুহিতা সে যে বিমলা।" (১৬ পৃঃ)

"ত্রিভুবনে ধন্যা আমার সে কন্যা
রূপে গুণ্যাবন্যা কি দশা তার
দিনান্তে আহার ফলমুল তার
বিধির অবিচার হে নগমনী" (১৪ পৃঃ)

"ভব বিভবরিহিন তপে তনু ক্ষিণ নিশীদিন শ্মশানেতে
জটাকেশ যোগীর বেশ মাখে চিতাভস্ম অঙ্গেতে
নবনীকোমলা কোটী চন্দ্র কলা মা তুমি অবলা জন্মদুখিনী।
তোমার কপালে লিপী এই ধারা দুখে আমি হইলাম মাত্র সারা।" (২ পৃঃ)

এই সব দুঃখকষ্টের স্মৃতির পর স্বপ্নদর্শনে কন্যার জন্য উৎকণ্ঠিতা হইয়া—

"নগেন্দ্র চরণ করিয়া বন্দন মেনকা রাণী
কান্দিয়া কহিছে নয়ণ বহিছে পরাণ দহিছে স্মরা নন্দিনী
শুণ নগেন্দ্র নিবেদি তোমারে আণ যাইয়া আমার উমা মারে
দেখিতে চাই তারে।" (১৭ পৃঃ)

"গিরিরাজ আন উমা মারে
চিরদিনান্ত রে দেখিতে চাই তারে।" (১৬ পৃঃ)

শুধু অনুরোধে যখন হইল না তখন মেনকা তিরস্কার করিতে লাগিলেন—

"গত সম্বৎসর ওহে গিরিবর মনেতে না কর প্রাণ উমারে
ধন্য দেখি ইকি তোমারে তুমি কি শুখে আছ নাথ ঘরে
তারে মজাইয়া দুঃখ পারাবারে।
তুমি পাশাণ পাশাণ হৃদয় তোমার এ তাপে তাপিতে কি পারে।" (৫৯ পৃঃ)

মেনকা গিরিরাজকে যখন এইরূপ অনুরোধ ও তিরস্কার করিতেছেন, তখন গিরিরাণীও মাতার নিকট যাইতে ব্যাকুলা। তিনি স্বামীর নিকট অনুমতি চাহিতেছেন—

"ভবে সম্বোধন কর্যা নিবেদণ করে ভবাণী……
যদি আজ্ঞা হয় দয়াময় তবে জাইতে চাই জণকভবনে
কর অনুমতি কৃপা মনে।" (৩১ পৃঃ)

শিব অনুমতি দিলেন।

"শুন্যা ভবানী ভারতী ভব তুষ্ট মতি বলিছে উমা সম্বোধিয়া
চল চল সুমঙ্গলে হে বিমলে ত্বরা আইশ জাইয়া।" (৩১ পৃঃ)

পতির অনুমতি পাইয়া উমা পিতৃগৃহে যাত্রা করিলেন।

"ভবনিদেশণে উমা হর্ষমনে করে গমন।
হৈল তিণলোকে শুভজয়ধ্বণি শ্রীহরেন্দ্রনারায়ণ ভনে।" (৩১ পৃঃ)

পিতৃভবনের নিকটস্থ হইলে তাঁহার পিতার নিকট সংবাদ গেল।

"নগরে কোলাহল শুমঙ্গল জয়ধ্বনি
ভবভবনে গিরীরাজ আইল ভবরাণী।
চল সত্বর জাইয়া বর হরগেহিনীরে।
আগ ভবণে হের নয়নে তার বিভূতিরে।" (২৫ পৃঃ)

মেনকা তখন জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

"কি আনন্দ গিরি হে বলনা শুনি কিসের জয়ঘোষনা
তেজিয়া কৈলাস হৈয়া উল্যাষ আইলে কি ত্রিলোচনা।" (৬৮ পৃঃ)

উমা আসিতেছেন জানিয়া পাগলিনীর ন্যায় মাতা কন্যাকে দেখিতে বাহির হইলেন।

"হায় ধায়্যা হেরিয়া রাণী ভুবনে ভবানী বরিয়া লইল পুরেতে
আরম্ভিল আশী যত পুরবাসি বরিসে ফুল পুংহিতে" (৩৮ পৃঃ)

তখন :—

"অনেধের নয়ন হারাবার ধন পাইয়া উমারে
ধাইয়া ক্রোড়িয়া মেনকা গৌরীমুখ হেরি দুখ উথলে
কান্দিয়া বলে বল কেমন আছো মা ভিকারী সে ভবের ভবনে
আইস মা মা আইস মা।
উমা তোমা বিনে আমি নিশীদিনে বুঝি না এ দিবা কি রজনী
মনে বুঝতে পাই প্রাণ যেন ঘটে নাই ওহে ভবানী
আইল তোমায় পাইয়া মা পাইল যেন জীবন জীবনে।" (১৬ পৃঃ)

আবার :—

"কান্দ্যা গিরিরাণী কহিছে উমা দিনান্ধ হৈয়াছি না দেখ্যা তোমা
আমার দেহ হৈয়াছে প্রাণছাড়া হারা হৈয়াছি নয়নের তারা।
শুন ভিকারী শঙ্করদারা।" (২ পৃঃ)

তারপর মিলনানন্দে বিভোর হইয়া মেনকা গিরিরাজকে বলিলেন :—

"আজি সুপ্রভাত ওহে নগনাথ প্রসন্ন বিধি চিরদিনান্তরে
পাইলাম যেন করে হারাবার নিধি সে ভবতারিণী আইল ভবনে
আমার প্রাণে প্রাণ পাইল গেল দৈন্য হৈলাম ধন্য আজি জগে
এই উমা লাগিয়া যোগ যাগ ক্রিয়া নারায়ণ প্রিতে করিলাম যত
হইল সফল সে কর্ম্ম সকল অবিচ্ছেদ খেদ হইল গত
হের আঁখি ভরি চন্দ্রবদনে"

এই মিলনানন্দের উপরেই যবনিকা পড়ুক।

মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের শ্যামাসঙ্গীতগুলি আলোচনা করিবার পূর্ব্বে তাঁহার ধর্ম্মজীবনের ইতিহাস অনুসন্ধান করা আবশ্যক। জয়নাথ ঘোষের রাজোপাখ্যান হইতে মহারাজের ধর্ম্মানুরাগের নিম্নলিখিত পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। হরেন্দ্রনারায়ণ নিত্যকর্ম্মের মধ্যে "আহ্নিককালীন নিত্য হোম, নিত্য পুরাণ শ্রবণ, তণ্ডুল আর স্বর্ণদান অনন্তরে ফোটা দিয়া রাজঅলঙ্কার পরিয়া রাজবেশ ধারণ করেন"।

(প্রত্যক্ষ খণ্ড ১০ম অধ্যায়) উৎসব বিশেষে হরেন্দ্রনারায়ণের ক্রিয়া নিম্নলিখিত রূপে বর্ণিত হইয়াছে :—

"শারদীয় পূজা দ্বিতীয়ার দিবস কুলাচারমতে দেও-দেখা অর্থৎ ভূপতি শ্রীশ্রীপ্রতিমা দর্শন করেন। ঐ দিবস হইতে প্রত্যহ 'শোওয়ারী' করিয়া প্রত্যহ নাচরঙ্গ দেখেন। সাহেব লোক আর বিবিলোক নানাস্থান হইতে আসিয়া তামাসা দেখেন। মহাষ্টমীর দিবস বৃহৎ পূজা এই শ্রেণী :—এক দিবসে সহস্র পাঁঠা একশত মহিষ কাটা যায়। রক্তের নদী নির্ম্মাণ হয়। পূজার বস্ত্র আভরণ তৈজস রাশিপ্রমাণ। মিষ্টান্ন রচনা অপরিমিত। এক দিবসে এগারবার পূজা হয়। প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ করিয়া নিশাপূজান্তক পূজা ও বলির নিবৃত্তি নাই। অন্যান্য বাদ্য বাহির্ভূত একশত ঢাক নিরূপিত আছে। এবং নহবৎখানার খোচার বাদ্যে তোপের শব্দে আর লোকের কলরবে জ্ঞান হয় যে খণ্ড প্রলয় উপস্থিত। নৃত্য গীত বাদ্য স্থানে স্থানে হয়। কোন খানে কত হইতেছে লোকে ধৈর্য্য ধরিতে পারে না। ছয় সাত লক্ষ হোম আর শত শত ব্রাহ্মণ চণ্ডীপাঠ করিতেছেন। নৃপতি অন্য প্রকার অর্চ্চনা করিয়া স্বর্ণপুষ্পের ও রজতের পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া সাতবার প্রদক্ষিণ করিয়া প্রণাম করেন। মণ্ডপের সম্মুখে জগমোহন ঘরে কদলী পত্রের উপর উপবেশণ প্রথা। কতকখানে কত প্রকার সভা। কত কত অশ্চর্য্য অদ্ভুত লেখাতে অক্ষম। ফলে এমত সমারোহ কেহ কখনও কোথাও দেখেন নাই পূজা সমাপনে বিজয়া দশমীর দিবস যাত্রা ও রাজ-অভিষেক হয়। সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। রাজছত্র ও দণ্ড ধারণ করে।" (প্রত্যক্ষ খণ্ড, দশম অধ্যায়) অদ্যাপি কোচবিহারে ইহার অনুরূপ উৎসব হইয়া থাকে।

হরেন্দ্রনারায়ণ বহু দেব দেবী প্রতিষ্ঠা করেন, মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করেন ও দেবসেবার জন্য ভূমিসম্পত্তি দান করেন। এ সকলের মধ্যে বিশেষভাবে ঈশ্বর নৃসিংহ ঠাকুর, ঈশ্বর গোবর্দ্ধনধারী ঠাকুর, ঈশ্বরী ভবানী ঠাকুরাণী, ঈশ্বরী সিদ্ধেশ্বরী ঠাকুরাণী, ঈশ্বরী ধূর্ণেশ্বরী ঠাকুরাণী, ঈশ্বরী বৃক্ষোদ্ভবা ঠাকুরাণী, ঈশ্বর কোটেশ্বর ঠাকুর, ঈশ্বর হিরণ্যগর্ভ শিব, ঈশ্বরী কালী (গোঁসাইগঞ্জ), ঈশ্বর জগন্নাথ ঠাকুর ঈশ্বর রাধাবল্লভ ঠাকুর, ঈশ্বর কৃষ্ণ বলরাম ও লক্ষ্মীনারায়ণ ঠাকুর ও ঈশ্বর জগেশ্বর ঠাকুর উল্লেখযোগ্য। এগুলির বিশেষ বিবরণ শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী রচিত The Cooch Behar State and its Land Revenue Settlement নামক গ্রন্থের Supplementএ দ্রষ্টব্য।

জয়নাথ ঘোষ হরেন্দ্রনারায়ণ কর্তৃক জয়তারা ও আনন্দময়ী নামক দুই কালী মূর্ত্তি স্থাপনের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

"ঐ সনে (১২০৫ বঙ্গাব্দ) ধাতুময় শ্রীশ্রীজয়তারা মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া প্রকাশ করিলেন।" (প্রত্যক্ষ খণ্ড, দশম অধ্যায়)

"সন ১২২৮ সন বাঙ্গালায় শ্রীশ্রীমহারাজ ভূপ বাহাদুর মনোহর প্রাসাদেতে বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে আত্মমনোরথগত ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডোদরী বিজ্ঞানদীপঙ্করী আদ্যাশক্তি প্রকাশ করিয়া শ্রীশ্রীআনন্দময়ী কালী নাম রাখিলেন।"

হরেন্দ্রনারায়ণের সভাসদ্ কবি ব্রজসুন্দর সংস্কৃত হিতোপদেশ বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদ করিয়াছিলেন। ঐ অনুবাদের পুঁথিতে (কোচবিহার ষ্টেট্ লাইব্রেরীতে এই হস্তলিখিত পুঁথি রক্ষিত আছে) হরেন্দ্রনারায়ণের কালী পূজার নিম্নলিখিত বর্ণনা আছে:—

"কিবা পুরী নির্ম্মাইছে নৃপতি কেশরী।
বিরাজে তাহার মাঝে রাজরাজেশ্বরী॥
বিনীত তনয় দেখি স্নেহ করি মনে।
শিব সনে ভগবতী আসিছে আপনে॥
সিংহাসনে শিবের হৃদয়-সরোবরে।
অমল কমল পদতল শোভা করে॥
ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান নিতম্ব বসনা।
মুক্তকেশী চতুর্ভুজা শাণিত দশনা॥
তাহার মন্দিরে উপহার দ্রব্য গণ।
দধি দুগ্ধ ঘৃত মধু কুসুম চন্দন॥
সুধারস প্রায় সব্যঞ্জন অন্নরাশি।
সুবর্ণভাজনে কত আছেন প্রকাশি॥
ধরাপতি তারিণীচরণ করি ধ্যান;
নিত্য হোম করে নিত্য দেয় বলিদান॥
নিত্য নৃত্যগীত মহোৎসব পুরঃসরে।
বিহার-নৃপতি ভগবতী পূজা করে॥"

জয়নাথ ঘোষও এই আনন্দময়ী কালীর পূজার বিষয় লিখিয়াছেন :—

"ইহার সেবার কিদৃশ বাহুল্য তাহার বর্ণনা বাহুল্য। প্রায় নিয়তই পর্ব্ব-পূজার মত পূজা হইতে লাগিল এবং ভূপতি ঐ দেবালয়ের পশ্চাৎভাগে জলাশয় দিয়া তত্তীরে অপূর্ব্ব গৃহাদি নির্ম্মাণ করতঃ প্রায় তথাতেই বাস করিতে লাগিলেন। এবং কখনও কখনও ঈশ্বরীর সম্মুখে আসিয়া সতত সঙ্গীতপ্রসিদ্ধ যে সকল শ্যামাবিষয়ক গান তাহা গাথকদিগের দ্বারা শ্রবণ করিয়া তদ্‌গতচিত্তে আনন্দ-অশ্রুতে পরিপূর্ণলোচন হইয়া জগন্মাতা আনন্দময়ীকে ভূয়োভূয়ঃ অবলোকন করিতে থাকেন এবং সর্ব্বদা কালীস্মরণ ও কালীমনন ও কালীআশা ও কালীভরসা কালীধ্যান কালীজ্ঞান বই আর জানেন না।" (প্রত্যক্ষ খণ্ড অষ্টাদশ অধ্যায়)

ভক্তিভাবে বিভোর হইয়া হরেন্দ্রনারায়ণ যে সকল সঙ্গীত রচনা করিয়া-ছিলেন তাহা তাঁহার নিযুক্ত গায়কগণ গান করিত। "গাথকবর্গ যাহারা সর্ব্বদা হুজুরের কৃত ভবানী বিষয়াদি গান করিত।" (প্রত্যক্ষ খণ্ড, ঊনবিংশ অধ্যায়)

নিজস্থাপিত কালীমূর্ত্তি সম্বন্ধেই হরেন্দ্রনারায়ণ গাহিয়াছেন "অপরূপ এ বিহারে তারা বিহরে।" (৩৫ পৃঃ) হরেন্দ্রনারায়ণ ভাবের বশে কালীর নানাবিধ মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন। কখন ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি দেখিয়া গাহিয়াছিলেন—

"নীল ঘনঘটা শ্রীঅঙ্গ ছটা ভেদি ব্রহ্মা কটা উগ্মৃত
সরুধির শিরে রুচির মালা আজ ঘন লম্বিত।······
তপণ দহণ শশাঙ্কশহ নয়ণ-ত্রয় শোভে
বিমুক্ত কুন্তল শৌরভে অতি ভ্রোমরা ভ্রমে লোভে।
রথরথীরাজি গজ বাজিরে অদণ করিছে বদণে।
হায় অধরে রুধিরধারা ধারা সারা বহিছে
ত্রিনয়নে থেরে দহন দেখ দনুজে দহিতেছে
মরি ভয় হেরি বামার রূপ গ্রাশিছে বরুথিনী
প্রমাদঘটীনী রুধিরতটিনী বহিছে তরঙ্গিনী
শিবা শব করে অশিব রব পরাভব পাব এ রনে।" (২৯, ৩০ পৃঃ)

কখনও দুর্গার শান্তমূর্ত্তি দেখিয়া গাহিয়াছিলেন—

"কোটী শরদিন্দু নিন্দি শ্রীমুখশোভা
অতসী কুসুমদাম শ্রীঅঙ্গ আভা।" (৪ পৃঃ)

ভক্তের বিবিধ প্রকার উক্তি হরেন্দ্রনারায়ণের গানে দেখিতে পাওয়া যায়। সাধনার প্রথম অবস্থায় ভক্ত রূপ ধ্যান করে। স্বর্গবাস, মুক্তি প্রভৃতি কামনা করে।

"ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম চতুর্ব্বর্গ প্রদা নাম
ভোগ মোক্ষ করে তার এই নাম জপে যারা।"

আবার কখনও সাংসারিক দুঃখ বিপদে দেবতার শরণাপন্ন হয়,-

'বিষমে দুর্গমে রক্ষ বাক্য বলে জারা
ঐ নামে সে বিষমে রাখেন সে জগে।"

প্রথম অবস্থায় শাস্ত্র প্রমাণ হইতে মনকে বুঝাইতে হয়,—

"ও নামে অজ্ঞান হরে ভবশিন্ধু ত্রাণ করে
বেদাগমে প্রমাণ ইহার দেখ লিখা আছে।" (৪৭ পৃঃ)

ক্রমে সাধক ভগবানের অতি নিকটে গিয়া পড়েন। তখন আর এরূপ স্তব স্তুতি চলে না। কখনও ক্ষোভের সুরে বলেন—

"ছিল বড় আসা মনে হৈল না কার্য্য কারণে
ভাসাইলে আশৃত জগে নিরাকুল পারাবারে।
আমার জা হবার হৈল তোমার কলঙ্ক রৈল
শ্রীহরেন্দ্র কহে কপাল কে কোথা এড়াইতে পারে।" (৬৫ পৃঃ)

কখনও ক্রোধপরবশ হইয়া কটূক্তি করেন :—

"তাহে দেখি বিপরির্ত প্রতারনা জথোচিত
এই কি উচিত তোমার কও গো করুণাময়ি।
দিন দয়াময়ি নাম সে বুঝি তামশ ধাম
শ্রীহরেন্দ্রে কহে বড় দুষ্‌খেত কটু কয়ি।" (৬৪ পৃঃ)

"হরেন্দ্র ভাসিছে হাসিছে সড়রিপু তারা
পদাশৃতে প্রপঞ্চনা এইটা কি তোর বাপের ধারা।" (৫৫ পৃঃ)

যাগ যজ্ঞাদি নানাবিধ কর্ম্ম করিতে আর মন যায় না। ভক্তিযোগই সর্ব্বাপেক্ষা সহজসাধ্য। সাধক তখন বলেন :—

"বহুশাস্ত্রে বহুধর্ম্ম লিখে নানাবিধ কর্ম্ম
মা কিন্তু পরম আয়াষে সিদ্ধি অতঃপর ভাল না বাসী
কহিছে হরেন্দ্রে মর্ম্ম শ্যামা আমার সর্ব্বধর্ম্ম
ঐ পাদপদ্মে আমার গয়া গঙ্গা বারাণসী।" (৯ পৃঃ)

রামপ্রসাদের "আর কাজ কি আমার কাশী ?" গীতের সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া হরেন্দ্রনারায়ণ গাহিয়াছেন :—

"আমার যত ধর্ম্ম যত কর্ম্ম যত অভিপ্রায়
তোমার চরণে সমর্পণ সমুদায়।
তোমার নাম লইয়া যদি আমার এজে প্রাণ জায়
তবে কি করিবে বেদসাস্ত্রে গয়া আর গঙ্গায়।" (৪৫ পৃঃ)

শেষে সাধক এমন এক অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হন যে তখন আর মুক্তি বা অন্য কোন কামনায় ভগবানের প্রাপ্তি প্রার্থনা করেন না। এই কামনাহীন যথার্থ অনুরাগ অতি দুর্লভ ও অতি উচ্চ শ্রেণীর সাধকদেরই সম্ভব। নিধুবাবু নিষ্কাম প্রেমের যে সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন :—

"ভাল বাসিবে বলে ভালবাসিনে।
আমার স্বভাব এই তোমা বই আর জানিনে॥"

সেইরূপ ভক্তও ভগবানে বিভোর হইয়া পড়েন। তখন তাঁহার আর কোন কামনা থাঁকে না। সেই ভাবের এই সঙ্গীত হরেন্দ্রনারায়ণের কণ্ঠে নির্গত হইয়াছিল :—

"তুমি ভাল বাশ বা না বাশ এহি দুরাত্মায়
আমি ভালবাসি জেন সদাকাল মা তোমায়।
জখন রাখ যে ভাবেতে শুখেতে কিঁম্বা দুষ্খেতে
কিঞ্চিত চলিত চিত হয় জেন না তারা তায়।
শ্রীহরেন্দ্র ভূপে ভণে য়ন্য আশা নাস্ত্রিক মনে
এ দেহপতনে স্থান পাই জেন ঐ রাঙ্গা পায়॥" (৫২ পৃঃ)

হরেন্দ্রনারায়ণ সাধনার জন্য প্রধানতঃ কালীর উপাসনা অবলম্বন করিলেও তাঁহার ভেদ বুদ্ধি ছিল না। তিনি গাহিয়াছেন :—

"তৃগুণাত্মীকা ত্রিলোকমাতা তুমি কালী ব্রঁহ্ম শনাতনী......
তৃতা যুগেতে শূর্য্যবংশে অবতীর্ন্ন হৈলে
বিখ্যাত হৈছিল তোমার নাম তারা শ্রীরামনারায়ণ বল্যে......
দ্বাপরে শ্রীনন্দনন্দন হৈয়্যা বৃন্দাবনে
নাশীলে কংশাশূরে অন্য দুষ্ট বহুজনে
যুগে যুগেতে এইরূপেতে তুমি পুরুষ প্রকৃতি হৈয়া
রাখিছ ভুমীভার হরেন্দ্রে এ পদ প্রচারে।" (৮৪ পৃঃ)

আবার অন্যত্র—

"হায় মৎস্য ক্রুর্ম্ম বরা আদি দশরূপ আর
কালী তারা আদি দশ মহাবিদ্যা আর
প্রিথিবী আকাশ শুন্য অনল অনিল
স্থাবর জঙ্গম রবি শশাঙ্ক শলিল
তাহি ব্রহ্মময়িময় কহিছে হরেন্দ্র রায়।" (৪ পৃঃ)

হরেন্দ্রনারায়ণের অন্যান্য গ্রন্থের ভণিতা হইতেও এই প্রকার উদার ভাবের পরিপোষক পংক্তি উদ্ধৃত হইতে পারে। হরেন্দ্রনারায়ণের বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণের অনুবাদের এক স্থানে আছে :—

"অধ্যায়ের অবসানে সভাসদ জন।
বল রাম নাম সবে ভরিয়া বদন ॥
যেহি রাম সেই তারা সেই আদ্যাশক্তি।
এক ভাবে ভাবিলে মিলিবে ভক্তি মুক্তি ॥"

এই সংগ্রহের মধ্যে দুইটি গীত সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ কাশীধামে গমন করেন ও ১৮৩৯ খৃঃ (১২৪৬ বঙ্গাব্দে) কাশীধামেই তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হয়। এই কাশীবাসের সঙ্কল্প মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের মনে আগে হইতেই উদিত হইয়াছিল। কাশীবাসীকে সম্বোধন করিয়া তিনি গাহিয়াছেন—

"আমারে সদয় হৈয়া গমণ কর কাশীবাশী
তোমার দর্শনে ক্ষয় হৈল আমার পাপরাশী।" (৪৫ পৃঃ)

কাশী যাত্রার পূর্ব্বে হরেন্দ্রনারায়ণ স্কন্দপুরাণের ব্রহ্মোত্তর খণ্ডের অনুবাদ আরম্ভ করেন। এই অনুবাদ তিনি নিজে সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই। শেষাংশ তাঁহার আজ্ঞায় কীর্ত্তিচন্দ্র রচনা করেন। সেই কীর্ত্তিচন্দ্রের ভণিতা হইতে জানা যায় ;—

"সেহি শিবঅংশে শিববংশে অবদাত।
শ্রীহরেন্দ্র মানবেন্দ্র দেবেন্দ্র সাক্ষ্যাত ॥...
সেহি মহীপতি কাশী গমনের আগে।
বেহারেতে বিচরিতে অতি অনুরাগে ॥
স্কন্দপুরাণীয় ব্রহ্মোত্তর খণ্ড নাম।
ত্রিনেত্রের চরিত্র পবিত্র পুণ্যধাম ॥

বর্ণানুক্রমিক সূচী।

[বন্ধনীর মধ্যে গানের সংখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে]

অ

আ

গ

ঘ

চ

জ

ধ

ন

প

ব

গীত পত্রাঙ্ক

ভ

ম

র

শ

তার সার্দ্ধ সপ্তদশ অধ্যায় পয়ার।
আপনে ভূপালচন্দ্র করিতে তয়ার॥
বারাণসী গমন ঘটিল নৌকাপথে।
যাত্রাবধি পৈল ভূপ নানা আবাল্যেতে॥
সেহি হেতু বৃষকেতু-গুণ-সঙ্কীর্ত্তণ।
বিরচিতে না পারিয়া নৃপতিরতন॥
অঙ্ক বাণ ঋষি শশী শাকে নিদাঘেতে।
বৃষরাশি মাঝে গ্রহরাজ প্রকাশিতে॥
পাটনা উত্তর গঙ্গাদ্বীপ মিথিলাতে।
গণ্ডকী সঙ্গম তথা পবিত্র ভূমিতে॥
বৈশাখ অবধি জ্যৈষ্ঠ এহি দুই মাস।
সেই স্থানে নরপতি করিতে নিবাস॥
একদিন এ দীনেরে সদয় অন্তরে।
কৃপাময় নররায় সাদরে আমারে॥
ব্রহ্মোত্তর খণ্ডের অপর অধ্যা-গণ।
আজ্ঞা দিল পদ তার করিতে রচন॥ (হস্তলিখিত পুঁথি হইতে উদ্ধৃত)

এই কাশীযাত্রা বিষয়েই হরেন্দ্রনারায়ণ গাহিয়াছিলেন—

"চল মণ কাশী হও অবিরত কাশীবাসী।
কাশী মহাশ্মশাণ যথা ঈশাণ বিরাজমাণ সর্ব্বদা।
অন্নপূর্ণারূপে যথা বিরাজেণ মুক্তদা
চল এমণ ধামে মণরে আমার জুক্তিকামে পাবে কীর্ত্তী অবিনাশী॥"
(৭৮ পৃঃ)

মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের বিস্তৃত জীবনী ও রচনাবলীর সমালোচনা, তাঁহার সমগ্র গ্রন্থাবলী মুদ্রিত হইয়া গেলে বিশদরূপে প্রদত্ত হইবে। সেই জন্য গীতাবলীর ভাষা বা রচনাপ্রণালীর সমালোচনা এখানে বিস্তৃতরূপে মুদ্রিত হইল না। বাঙ্গলার সাহিত্যিকগণ হরেন্দ্রনারায়ণের গীতগুলির সম্যক্ আলোচনা ও বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার উপযুক্ত স্থান নির্দ্দেশ করেন ইহাই প্রার্থনা।

———

শুচী

ভূতপূর্ব্ব কুচবিহারাধিপতি মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর।

(প্রাচীন চিত্র হইতে)

শ্রীশ্রীদুর্গা রক্ষা কর।

শ্রীবম ভোলা।

আগমনী

(১)

শুন গিরীরাজ (১) সগণপরে উমা জয়ঙ্কুনী করে অমরে

বাজে শজল (২) জলদ গভীর দেব দুন্দুভি (৩) বিনা (৪) মুরজ শপ্তস্বরা। চিং

আসীতেছেণ (৫) ভবরাণী ভববন্দিনী তব নন্দিনী জিনী (৬)। ধুয়া

চল চল সুমঙ্গল (৭) সকল সহকারে কুলপুরহিত (৮) পুরস্বরে (৯)

বর লাইয়া (১০) হরপৃয়া (১১) উমা গারে

চিরদিনান্তরে আণ তারে ঘরে

কর ধন্য ধরা হে নগমনী (১২)

হবে ধন্য তব এ ভবন

হবে ধন্য ভুমি আল্যে (১৩) ব্রঁহ্মশনাতনী (১৪)।

তখন নগেন্দ্রনিকেতণে ভবানী-আগমণে

ভাশীল (১৫) তৃভূবন (১৬) আনন্দশাগরে

মাএর (১৭) এরূপ অপরূপ হেরয়া (১৮) পরে

ভাবনা জা (১৯) মণে সেইরূপ দর্শণে

শ্রীহরেন্দ্র চায়্যা (২০) রৈল (২১) অমনী (২২)

বহে নয়ণে নির (২৩) ধারা শারা (২৪) প্রেমে হাশে কান্দে কত লোটায়া অবনী।২

---

১ গিরিরাজ ২ সজল ৩ দুন্দুভি ৪ বীণা ৫ আসিতেছেন ৬ যিনি ৭ মাঙ্গলিক দ্রব্য ৮ পুরোহিত ৯ পুরঃসরে ১০ বাইয়া ১১ হরপ্রিয়া ১২ নগমণি ১৩ আসিলে ১৪ ব্রহ্মসনাতনী ১৫ ভাসিল ১৬ ত্রিভুবন ১৭ মায়ের ১৮ হেরিয়া ১৯ যাহা ২০ চাহিয়া ২১ রহিল ২২ অমনি ২৩ নীর ২৪ সারা।

আগমনী।

নং ২

কান্দ্যা (১) গিরিরাণী কহিছে উগা — দিণান্ধ হৈয়াছি ণা দেখ্যা (২) তোমা
আমার দেহ হৈয়াছে (৩) প্রাণছাড়া — হারা হৈয়াছি নয়নের তারা। চিতাল॥

শুণ ভিকারী (৪) শঙ্করদারা। ধুয়া॥

ভব বিভববিহিন (৫) তপে তনু ক্ষিণ (৬) নিশীদিণ (৭) শ্মশাণেতে
জটাকেশ যোগীর বেশ মাখে চিতা ভস্ম অঙ্গেতে
নবনী কোমলা কোটী চন্দ্র কলা মা তুমি অবলা জন্ম শুখিনী। (৮)
তোমার কপালে লিপী (৯) এই ধারা দুখ্খে (১০) আমী (১১) হইলাম মাত্র সারা।
নারদের বাক্যে ভুল্যা (১২) মা তোমায় হাতে তুল্যা (১৩)
কর্য্যাছি(১৪) নিক্ষেপণ জেমণ(১৫) অনলে পতি পাগল তোমায় দিলেণ পাগলে
ভুপে কহে রাণী তুমি কি অজ্ঞানী
জ্ঞান যোগদ্বারা ধ্যাণ ধারনে
ইনি আদ্যাশক্তি পরাত্পরা জিনী (১৬) ব্রহ্মময়ি কালী তারা। ২

ভবানীবিশয় টপ্পা।

৩।

মনবাঞ্চা (১৭) তোমার কেমণ কও হৈলে কেণ এমোন। (১৮) ধুয়া।
পাশরিলে শ্রীনাথ বল্যাছে জেমোণ জেমোণ। (১৯) চিতাল।

---

১ কাঁদিয়া ২ দেখিয়া ৩ হইয়াছে ৪ ভিখারী ৫ বিভব-বিহীন = অর্থহীন ৬ ক্ষীণ ৭ নিশিদিন ৮ দুখিনী ৯ লিপি ১০ দুঃখে ১১ আমি ১২ ভুলিয়া ১৩ তুলিয়া ১৪ করিয়াছি ১৫ যেমন ১৬ যিনি ১৭ বাঞ্ছা ১৮ এমন ১৯ মহাদেব যাহা যাহা বলিয়াছেন তাহা ভুলিলে।

বিশয়মদেতে অন্ধ   না বুঝিলে ভাল মন্দ
পরিনাম মাত্র ডুবাইলে,
কর্ত্তব্য তোমার জাহা (২০)   মণ না করিলে আহা
হিতে বিপরিত (২১) জ্ঞাণ এ আর ক্ষেমোণ ।
কালী জদি (২২) দেয় কুল (২৩)   অকুল (২৪) পাথারে কুল
তবে কি করিতে পারে কালে
জপ এহি কালী নাম   জপে পাবে মোক্ষধাম
শ্রীহরেন্দ্র কহে তারা কপাল কি এমন ।

ভবানীবিশয় ।

নং ৪

শরদে শারদারূপ হের নয়নে
দ্বিজরাজে দিচ্ছে লাজ চন্দ্রমাবদনে । চিতান ।
দানবদলনী উমা মানব ভবনে হায় ।
হেরয়্যা (১) প্রান জুড়ায় নয়নেতে কত সুখ পায় । ধুয়া ।
হায় মহিষমর্দ্দিনী মহাদেবমহিলা
পূরূষ (২) প্রকৃতিরূপা অচিন্তলীলা (৩)
হরিহর বিরিঞ্চিতে নারে বুঝিতে ।
অনন্ত সহস্রমুখে নারে কহিতে
ভক্তজনে ভাব দ্বারা ভাব্যা (৪) কিছু বুঝিতে পারি ।

---

২০ যাহা ২১ বিপরীত ২২ যদি ২৩ কূল ২৪ অকূল ।
১ হেরিয়া ২ পুরুষ ৩ অচিন্ত্য লীলা ৪ ভাবিয়া ।

কবি ভবানীবিশয়।

নং ৭

ধন্য শরদ রিতু (১) হৈল ধন্যতরা ধরা
মনুজপুরে দেখ বিরাজে দনুজহরা॥ চিতাল।
আশ্যাছ (২) জদি তবে পুরাওগো বাশনা তারা। ধু।
আমি অকৃতি আমা প্রতি হের হরজায়া
ভার্য্যা (৩) সুকর্ম্ম দহে মর্ম্ম শুন মহামায়া
বিশয়মদেতে অন্ধ হৈয়াছি ভজনহারা
ভবজলধি অতি দেখিতেছি শুদুস্তরা। ১
কি মন্দমতি নাহি মতি আমার তোমার পদে
হরেন্দ্রে কহে দিন গওাইলাম (৪) মা মোহমদে
জিবন (৫) জলের বিম্ব তরা (৬) তদ্সু হবে সারা (৭)
কোন রূপেতে তারা মুক্ত করো্যা ভবকারা (৮) ২

ভবানী বিশয়

বসন্ত রাগ

নং ৮

জেমত (৯) অগ্রণ জিমুত (১০) সবিদ্যুত গগণে
তেমনী (১১) রমনীরূপা কে রণাজনে
বিবশনা কে লোলরশনা সমরে একায় (১২)
কালান্তক কালরূপা কামান্তক—উরে হায়। ধুয়া

---

১ ঋতু ২ [illegible] ৩ ভাবিয়া ৪ কাটাইলাম ৫ জীবন ৬ ত্বরা ৭ শেষ ৮ সংসারকারাগার হইতে মুক্ত কর ৯ যেমত ১০ জীমূত ১১ তেমনি ১২ একা

তড়িতজড়িত হাসী (১৩) তড়িতগামিনী
নখরনিকরে জেন নিশাকরশ্রেনী
নূকরকিঙ্কিনী ক্ষিন (১৪) কঙ্কালে বিরাজে
বামে অশী (১৫) ভালে শশী কি শোভা হইয়াছে তায়। ১

গম্ভির গরজে জেন অসনী (১৬) সম্পাত
বিদির্ন্ন (১৭) করিছে ধরা পরিছে (১৮) নির্ঘাত
ফুটীল (১৯) ব্রহ্মাণ্ড বুঝি ঘটীল প্রমাদ
টুটীল বিবাদের সাধ (২০) বামায় হেরয়া প্রাণ জায়। ২

নিবেদী (২১) দনুজরাজ জানিবে নিশ্চয়
পাব পরাভব রণে জাব যমালয়
শ্রীহরেন্দ্রে কহে ওহে দিতীসুতচয়
কর্য়া ত্যজ রক্ষা হবে শরন পস শ্যামাপায়। ৩

নং ৯

অজ্ঞান—অঞ্জনহরা জ্ঞানপ্রদা শক্তি পরাত্পরা
জার নাম নইলে মুক্তি মিলে ভবার্ন্ন ব জায় তরা (১)। চি

ঐ কালীর নামটী জপ্যা (২) মন হৈয়াছে মোর পাগলপারা
হৈয়াছ ভাল গড়ন মন হৈয়না ও নামছাড়া। ধু
জদি কত ভাগ্যে ঐ অনুরাগে হৈছ খাড়া॥
তবে হবে পুর্ন আসা বুঝ আর কি আছে ইহার বাড়া। ১
দেইখতেছ অনিত্য এ শংসার জেমন ধারা
ভূপে ভাবে ভয় কি কালীর নামে দিবে যমে তরা। ২

---

১৩ হাসি ১৪ ক্ষীণ ১৫ অসি ১৬ অশনি ১৭ বিদীর্ণ ১৮ পড়িছে ১৯ বিদীর্ণ হইল ২০ বিরোধের সাধ ঘুচিল (দৈত্যদের উক্তি) ২১ নিবেদন করি

১ তরিয়া ২ জপিয়া

নং ১৬

আমার মনের মতন মন আর তারা কি আর হবে ভবে। ধু

আমি বুঝি ঐ মনে নিরএতে টান্যা (৪) লবে। চি

ভয়স্থান আছে কত শোকস্থান কত শত

তাতে রত অবিরত জ্ঞানহত মন মা

বৃথা কাজে জাপি দিন তব পদে শ্রদ্ধাহিন

হৈলাম মাত্রে পাপে ক্ষণ আমার গতি কিশে হবে। ১

না জানি ভজন পুন্য ভক্তিস্থানে জান্যো শুন্য

তমু (৫) মনে মানি ধন্য এ আর কেমন মন মা।

শ্রীহরেন্দ্রে ভূপে ভাষে আমায় দেখ্যা কালে হাসে

তারিলে এই অধম দাসে তারা নাম সফল ভবে। ২

নং ১৭

অহিক (১) পারত্রিকপ্রদা তারা তোমার কিবা নাম। ধুয়া

স্মরিতে স্ফুরিত হয়ে পূর্ন করে মনস্কাম। চিতান

বিষমে দুর্গমে তারা রক্ষ বাক্য বলে আরা (২)

ঐ নামে সে বিষমে (৩) রাখেন লে জনে

ও নামের মহিমা যত তারা তা বলিব কত

দুর্দিনগহনহুতাশন (৪) নাম অনুপাম (৫)। ১

ও নামে অজ্ঞান হরে বৈরাগ্য প্রদান করে

ভক্ত নরে মুক্ত করে ভববন্দ হনে (৬)

শ্রীহরেন্দ্রে কহে তারা কি আছে ও নামের বাড়া

ঐ নাম লইয়া যায়া হৈ (৭) জেন পরিনামে। ২

৪ টানিয়া ৫ তমু ১ ঐহিক ২ যাহারা 'রক্ষা কর' এই বাক্য উচ্চারণ করে ৩ বিষম বিপদে
৪ দুর্দিনরূপ বনে অগ্নিস্বরূপ ৫ তুলনারহিত ৬ হইতে ৭ হই।

ভবানীবিশয় বিহাগ।

নং ১৮

আমার অন্তরে সদা বিরাজ করে মুক্তকেশী। ধুয়া
বাম করে অশী (৮) মাএর ভালে ভাল শিশুশশী। চিঃ
ইকলে (৯) ও রূপ মনন পুলকে পুরয় মন
মা আমি হই ধন্য দূরে জায় দন্য (১০)
আনন্দসাগরে ভাশী। ১
বহুসাস্ত্রে বহুধর্ম্ম লিখে নানাবিধ কর্ম্ম
মা কিন্তু পরম আয়াষে সিদ্ধি অতঃপর ভাল না বাশী (১১) ২
কহিছে হরেন্দ্রে মর্ম্ম শ্যামা আমার সর্ব্বধর্ম্ম
ঐ পাদপদ্মে আমার গয়া গঙ্গা বারানশী। ৩

ভবানী বিশয়।

নং ১৯

ইকি (১) বিপরিত হেরি হর—উরে বিরাজ মা। ধুয়া
তনু অনুপমা মনোরমা শ্যামা গুণধামা। চিঃ
ভববন্ধে মুক্ত শেই তোমারে জান্যাছে জেই (২)
নিরয়নিবাষ তার জেনা জানে তোমা। ১
বহু জানিলে কি হয় জদি শার না জানয়
শ্রীহরেন্দ্র ভূপে কয় সেই বেটা ভোমা (৩) ২

---

৮ অসি ৯ করিলে ১০ দৈন্য ১১ অতঃপর বহুক্লেশে সিদ্ধিলাভ আর ভালবাসি না
১ একি ২ যে তোমাকে জানিয়াছে ৩ মূর্খ

ভবানী বিশয়।

নং ২০

তারা রক্ষা করে জারে কে তারে কি কৈরতে (৪) পারে। ধুয়া।

দুর্দ্দিনের কি কথা তথা সমন তার সঙ্গে নারে। চিতাল।

কিবা দুঃখে কিবা সুখে তারা নাম লইলে মুখে

শেল বাজে পাপের বুকে পাপে তাপে তারে ছাড়ে। ১

শ্রীহরেন্দ্র কহে কালী কর্ম্মভোগ ভাল ভোগাইলী

সকল দফার হৈল শেষ সমনে ডাইকাছে (৫) আমারে। ২

তথা

নং ২১

আমি দেখিতেছি অতি বিষম এই ভবার্ণব। ধুয়া।

তোমার তনয় হৈয়া কি মা নিরয়গামী হব। চিতাল

আমার জেমন মন করিব কি বিজ্ঞাপন

সকল জান না জান কি অধিক্ কিবা কব। ১

হৃদপদ্মে তব নাম জপে জে জন অবিশ্রাম

শ্রীহরেন্দ্র কহে কালী তার কি দুর্ঘত (৬)। ২

ভবানী বিশয় সারঙ্গ রাগিনী।

নং ২২

আমি এত দুখে দুখি কেন তোমার তনয় হৈয়া। ধুয়া।

অহিকে (১) জা হবার হৈল কি হবে তা কৈয়া। চিতাল।

দিবানিশী কর্ম্মভোগ ভুগীতেছি অবিয়োগ (২)

সহেনা অন্তরে দুখ কত রব শৈয়্যা (৩)। ১

৪ করিতে ৫ ডাকিয়াছে ৬ দুর্গত। ১ ঐহিক ২ অনবরত ৩ সহিয়া

তাহে পাপপথগামি তারা নিরবধি আমি
পঞ্চত্ব পাইলে সমনদুতে জাবে লৈয়্যা। ২
ভরসা ঐ তোমার নাম নামে নিবে নিজধাম
শ্রীহরেন্দ্রে কহে দিনের দিন গেল বৈয়্যা (৪)। ৩

ভবানী বিশয়

নং ২৩

ইহ পরকালে কালী কেবল ভরসা তোমার। ধুয়া
অনন্যশরণ আমি অন্তের্য্য (৫) লও আমার ভার। চিং
আমি নির্গুন মা নরাধম ত্বম গুনাশ্রয় মম
নাহি পাপী মোর শম ত্রিভুবনে আর মা। ১
শুকৃতি মানব জারা নিজগুনে তরে তারা
আমি অভাজনে কি দ্যা (৬) শুজিব (৭) সমনের ধার।
তারা আমি আত্ম বিবরণে নিবেদিলাম শ্রীচরণে
কর অখন (৮) জা লয় মনে করিয়া বিচার মা।
ওনামে কলঙ্ক জেন পরিনামে না থাকেন
শ্রীহরেন্দ্রে কহে কালী অধিক কথা নাহিক কওার (৯)। ২

ভবানী বিশয়

নং ২৪

কেরে আনন্দে আনন্দময়ী রণে রাজিছে।
অপরূপ রূপে শিব শবে শাজিছে। ধুয়া।

---

৪ বহিয়া ৫ অভাজা ৬ কি দিয়া ৭ শুধিব ৮ এখন ৯ কহিবার

মাএর ক্ষিণ (১) কঙ্কালে কিঙ্কিনী দেখ নব কর শ্রেণী
আউলিয়া (২) কেশের বেণী দিগপাষ ঢাক্যাছ (৩)। ১
দেখ শিধুপানে বিধু মুখি হৈয়াছে পরম শুখি
শ্রীহরেন্দ্রে কহে হেরয়া (৪) দুখ গিয়াছে। ২

ভবানী বিশয়।

নং ২৫

দুরাত্মা মন কেন কালী পদে মজনা। ধুয়া।
অনিত্য চিন্তা মিথ্যা মায়া মোহ ত্যেজনা। চিতান।
পেয়্যাছ দুলভ জনম (৫) অবহেলা কেন কর তায়॥
এইবারে এইবার দিন বয়্যা জায় (৬)।
সতর্ক থাক কালে করিছে দিন গননা
জাগন্ত ঘরে কভুঁ চুরি হৈতে পারে না॥ ১
তুমি আমার হৈয়্যা আমারে ডুবাইলী মন একেবারে
কব কি আর দুরাচার মন তোমারে
হরেন্দ্রে কহে মানা করি তা ত মানলা
পরিনাম জান্যা শুন্যা (৭) কি কারণ বা বুঝ না। ২

---

১ ক্ষীণ ২ আলুলায়িত ৩ ঢাকিয়াছে ৪ হেরিয়া ৫ দুর্লভ জন্ম পাইয়াছ ৬ বহিয়া যায় ৭ জানিয়া শুনিয়া

রামপ্রসাদী সুর ভবানী বিষয়।

নং ২৬

কোনরূপে কেউ দেখুক মা মুর্ত্তি তোমার।

মনের মতন দরশন হৈতেছে আমার। ধুয়া।

মনে মুল মানুষের ভববন্ধ মোচনের

মণের গুণে নিরয় জায় মনমুল সকল প্রকার। ১

বলীলাম সার কথা ইথে কিছু নাঞি (৮) অন্যথা

শ্রীহরেন্দ্র কহে কালা মনে লওাও (৯) জেমন জার। ২

নং ২৭

জুড়াইল মোর যুগল নয়ন রূপদর্শণে। ধুয়া।

সভয় ছিলাম অভয় হৈলাম সমন হণে (১)। চিঃ।

দুরে গেল দন্য (২) যত পাপরাশী হৈল হত

ধন্য হৈলাম অন্য খেদ নাঞি কিছু আর আমার মনে। ১

শ্রীহরেন্দ্রে নিবেদিছে আমার মনে দেড় (৩) নিছে

পুর্ন্ন হবে আশা আমার বাশা পাব শ্রীচরণে। ২

কবি।

নং ২৮

নাচিছ হরহৃদে ইকি (৪) তোমার বিবেচনা। ধুঃ।

পর মা বশন (৫) ত্যেজ আশব-অশন (৬) ত্রিলোচনা। চিঃ.

প্রশান্তরূপ ধর প্রণয়ে মা কৃপা কর

প্রলয় হৈতেছে মহী মহীধর শশাগর

---

৮ নাহি ৯ লওয়াও ১ হইতে ২ দৈন্য ৩ দৃঢ় ৪ একি ৫ বস্ত্র পরিধান কর ৬ মদ্যপান ত্যাগ কর

রশ্মাতল জাইছে (৭) ধরা পদভরা আর সহে না।

ক্ষুব্ধ হৈয়াছে জগত আয়ু দেখ সে জে বায়ু বহিছে না। ১

নয়নানলে দগ্ধ হৈছে (৮) দেখ শৃষ্টি (৯) যত

ত্রিলোকপালিনী তুমি তোমার কোলে ত্রিলোক হত

নরেন্দ্রে ভাশে ত্রাশে রবি শশী প্রকাশে না

সম্বর এরূপ কর অমরে নরে শান্তনা (১০) ২

আগমনী

নং ২৯

ব্যাকুলিত হিয়া নাথে সম্বোধিয়া

কহিছে কান্দিয়া নগেন্দ্র রাণী

আজির (১) শপনে দেখ্যাছি (২) নয়নে

আমার ভবনে আইল ভবানী।

তার তৃনয়নেতে (৩) জলধারা আমায় বলে উঠ গো জননী। চিতাল

আমি আশ্যাছি (৪) জনম দুখিনী। ধুয়া

ত্রিভুবনে ধন্যা আমার সে কন্যা

রূপে শুলাবন্যা কি দশা তার

দিনান্তে আহার ফলমূল তার

বিধির অবিচার হে নগমনী

নারদে কি কব কিবা শক্তি তব

পিতা হৈয়া (৫) হত্যা করিলে নন্দিনী। ১

---

৭ যাইতেছে ৮ হইতেছে ৯ সৃষ্টি ১০ সান্ত্বনা। ১ অদ্যকার ২ দেখিয়াছি।
৩ [illegible] ৪ আসিয়াছি ৫ হইয়া

[illegible] শ্মশান   ভি ক্ষুর সম্বল
খাএণ (১৭) গরল আভরণ (১৮) ফণী
মাথে সুরধনী (১৯)   অপর রমণী
জটামাঝে রাখেন এমন গুণী।
ভূপে ভাণীছেণ   শিবনিন্দা কেণ
করিতেছ মোহমণে মহারাণী।   ২

কবি আগমনী

নং ৩০

অম্বরে জয়রব মহোৎস্বব করিছেণ অমরে
সামবেদদ্বারা স্তুতি করে সিদ্ধ মুনিবরে।
কত সুরাঙ্গনা   সুলোচনা   পয়মানন্দে নাইছে (১)। চিং
বিনা (২) বাঁশী কেউ বাজাইছে (৩)
উমাচরিত্র অতি পবিত্র গাথা মুখে গাইছে (৪)। ধুয়া
মৃদু মধুর হাইশছে (৫)।
হায় শুগভির ধির   অতি শ্রবণে রুচির
শুপর্ব্বে কি অপূর্ব্ব শুণ দামামা বাজাইছে ১০
হায় শুরভি (৬) শিতল (৭) মন্দ মন্দবহ (৮) বইছে (৯)
কত শুমঙ্গল হৈছে (১০)।
নগেন্দ্রণিকেতণে   ভবানী-আগমনে   আনন্দ ত্রিভুবনে
শুখশিন্ধু (১১)-নীরে ভাইশছে (১২)
হায় প্রেমানন্দে ভূপ হয়েছে   কাইন্দছে (১৩) কভ হাইশছে (১৪)
আহি উমা বল্যা (১৫) ডাইকাছে (১৬)।   ২

---

১৭ ভক্ষণ করেন ১৮ আভরণ ১৯ সুরধুনী ১ নাচিতেছে ২ বীণা ৩ বাজাইতেছে ৪ গাহিতেছে ৫ হাসিতেছে ৬ সুরভি ৭ শীতল ৮ বায়ু ৯ বহিতেছে ১০ হইতেছে। ১১ সুখসিন্ধু ১২ ভাসিতেছে ১৩ কাঁদিতেছে ১৪ হাসিতেছে ১৫ বলিয়া ১৬ ডাকিতেছে

আগমনী

নং ৩১

অণ্ধের শয়ন হারাবার ধণ (১) পাইয়া উদ্ধারে

ধাইয়া জাইয়া মেনকা গৌরীমুখ হেরি দুখ উথলে

কান্দিয়া বলে বল কেমণ আছো মা ভিকারি সে ভবের ভবণে চিং

আইশ মা মা আইস মা। ধুয়া।

উমা তোমা বিণে আমি নিশী দিণে বুঝিণা এ দিবা কি রজনী

মণে বুঝতে পাই প্রাণ জেণ ঘটে নাই ওহে ভবাণী

আইজ তোমায় পাইয়া মা পাইল জেণ জীবণ জীবনে। ১

আমার জামাতা বিহিণ মমতা সর্ব্বত্র সমতা দেখেণ তিনী

আহার তাহার চুর্ণ ধুতুরার সিদ্ধিঘোটা আর হে গগনী

ভুণে ভণে হে রানী হৈছ (২) ধন্য মিথ্যা ভাবিছ কেনে। ২

তথা

নং ৩২

গিরিরাজ আন উমা মায়ে চিরদিনাণ্তরে দেখিতে চাই তারে। ধু

আমি শুন্যাছি (৩) লোকের মুখে গৌরীর দিণ জায় দুখে

ভিকারী পতি সঙ্গ হৈয়্যা। (৪)

নিজে সে আকড় ফিরে জগতে উলঙ্গ হৈয়্যা।

কুরঙ্গনয়না পঙ্কজনেত্রা (৫) আমার দুহিতা সে জে বিমলা

বালা (৬) হরেন্দ্রে কহিতেছে রানী ভাল মিল্যাছে (৭) উভয় সব

প্রকারে। ১

---

১ হারানিধি ২ হইয়াছ ৩ শুনিয়াছি ৪ হইয়া ৫ কমলদললোচনা ৬ বালিকা ৭ মিলিয়াছে।

তথা

নং ৩৩

নগেন্দ্র চরণ করিয়া বন্দন মেনকা রাণী

কান্দিয়া কহিছে নয়ণ (১) বহিছে পরাণ দহিছে শ্যামা (২) নন্দিনী

শুণ নগেন্দ্র নিবেদি তোমারে আণ আইয়া আমার উমা মারে

দেখিতে চাই তারে।

তার দুঃখে (৩) জায় দিণ সুখভোগহিন গিরিন্দ্র নিবেদিব কত

পতিব্রঁতা আমার শুতা (৪) পতিধর্ম্মে রত অবিরত

অন্ন-আৎস্বাদণহিণ (৫) পঞ্চাণণ অক্কিণ বশণ বাঘাম্বঁর পরে

আমার গৌরী সেহিরূপ সদা দিণ জাপেণ (৬) ফলমুলাহারে

ইকি (৭) হৈতে পারে। ১

জার রত্ন-অট্টালয় (৮) সর্য্যা(৯) রত্নময় চরণ সেবে সহচরী।

তার সয়ণ বেল্যমুলে (১০) কবু (১১) স্মশাণে এই দুঃখে মরি

জন্ম-সৌভাগিনী রাজার নন্দিনী সে জণ ভিকারিনী বলিব কারে

শুন্যা হরেন্দ্রে কহে শুণ রানী কালা ব্রঁহ্মময়ী জান্য (১২) তারে

খেদ কর কারে। ২

শুরট বিহাগ আমেজ

নং ৩৪

জাগ ঘুমাইছ কত মণ দুরাচার রে। ধুয়া।

মোহ নিদ্রাবশে কত অবশ হৈয়াছ রে। চিতাল।

পাছে আছে কাল চোর তাহে ভয় নাহি তোর।

---

১ নয়নের জল ২ শ্যামা ৩ দুঃখে ৪ সুতা ৫ অন্ন আস্বাদন-হীন ৬ যাপন ৭ এ কি ৮ অট্টালিকা ৯ শয্যা ১০ বিষমূলে ১১ কভু ১২ [illegible]

কি জানি কখণ চুরি করে প্রাণধণ রে।

অর্দ্ধ নিশী গেল বৈয়্যা (১৩) কালী-নাম মুখে লৈয়্যা (১৪)

শ্রীহরেন্দ্রে কহে বা কি নিশী কর ভোর রে। ১

ভবানীবিশয়।

নং ৩৫

ডাকিছেণ দিণে (১) দিণদয়াময়ী দয়া কর। ধুয়া।

অপাঙ্গে করূণাময়ি অজ্ঞাণ-অঞ্জণ হর। চিতাল

বিহিণ-ভজণ মণ পাপে অনুক্ষণ

পরিতাপে মরি কেমণে এইবার হব পার ভব ঘোরতর। ১

নিভান্ত কৃতান্তভিতে চিত চমকিত হিত হবে কিশে।

শ্রীহরেন্দ্রে ডাকে কালীকে কালভয় হর। ২

ভবানী বিশয়

নং ৩৬

হায় কালোরূপে মণ জার করয়াছেণ (২) আলো। ধুয়া

কি কুলিণ কি গুণিণ কিবা মন্দ ভালো

রূপে মণ জার আলো। চিং

ভাগ্যবশে ও চরণ পায় কদাচিত জণ

জে পদ ভাবত যোগী শঙ্কর হইল ও সে শব কৌপীন। ১

কহিছে হরেন্দ্র রায় এড়াইবে সে যম-দায়।

রোগ শোক হরে তার পরিণাম ভালো ভবার্ণবে সে তরিল। ২

---

১৩ বহিয়া ১৪ লইয়া। ১ দীনে ২ করিয়াছেন

তথা

নং ৩৭

না ভাব্যা (৩) কালী কিসে রৈলে ভুল্যা (৪) মূড় (৫) মণ। ধুয়া।

ঠেকিছ কালের হাতে চল বুঝ্যা শুঝ্যা (৬) মণ। চিতাল।

হৃদে মণিময় পুরে   বিরাজিছে হর-উরে

কৃতান্তদলনী ব্রহ্মময়ি পে শ্যামা

যোগাশনে শুমনণে হের আখি মুধ্যা (৭) মণ। ১

কর্য্যা (৮) সে রূপ দর্শণ   এড়াইয়া ভববন্ধণ

শ্রীহরেন্দ্রে কহে ফাকি (৯) দিয়া কালেরে

কালীপদে কর বাশা আশাপুর্ন হবে মণ। ২

বিহাগ

নং ৩৮

ও কে নিতম্বিনী নিলনিরদশুবরণী (১০) রণে একাকিনী। ধুয়া।

নিন্দি অমাবসি নিশী (১১)   নিতান্ত শুনিল (১২) কেশী।

নিলকণ্ঠ-উরু-বিহারিনী   কে রমনী।

উলঙ্গ আশব(১৩)-বশে   দেখ বামার কটিদেশে

অপুর্ব্বদর্শণ নরকরকিঙ্কিনী। ১

চান্দমুখে মৃদু হাশে   মানশতিমির নাশে

বামে অসিমুণ্ডধারিনী কে রমনী

শ্রীহরেন্দ্রে কহে কালী   ভাল রূপে মন ভুলালি।

ভুলিলা কেণ আর হে নিস্তারকারিনী। ২

---

৩ ভাবিয়া ৪ ভুলিয়া ৫ মূঢ় ৬ বুঝিয়া শুনিয়া ৭ মুদিত করিয়া ৮ করিয়া ৯ [illegible]
১০ নীল নীরদ বরণী ১১ অমাবস্যা নিশি ১২ বর্জিল ১৩ আসব

রাগ ভৈরব।

৩৯ নং

। হর শিব শঙ্কর শম্ভু জটাধর

স্মরহর হর বরদং (৫) দুখহারি

নিলকণ্ঠ দিগম্বর সুন্দর কৈলাষকন্দর সদা বিহারি। ধুয়া।

সতিপতি গতি-মতি-দাতা ত্রাতা পঞ্চবদন ত্রিলোচণধারি।

স্মশাণ-অশণ-কর উত্তরীধারি গরলকবলকর ত্রিপুরারি। ১

জয় মৃত্যুঞ্জয় ভবভয়হারি নমো পঞ্চানণ নির্ব্বিকারি।

শ্রীহরেন্দ্রে ও পদদ্বন্দে (৬ স্থাণ দিও তবে এ দেহ ছাড়ি। ২

বশন্ত রাগে ভবানী বিশয়

নং ৪০

দিক্কিকুল নাশিছে অট্ট হাশিছে কুলবালা কাম্যান্তক-উরে (২)।

জেণ সুস্থির চপলা ঘোর সমণমদণ বদণে (৩)

দেখ করিছে অদণ (৪) রথ রথিরে। চিতান।

মরি ভয় হেরি বামারে ইভি (৭) পুরিছে ধরনী শাদ গভীরে

শুন শুম্ভ অশুর-অঙ্গনায় হাহাকার ঘোরতর ক্রন্দণ

হত হেরি শুম্ভ নাথ রণ-অজিরে (৮)। ১

অপরূপ কালী রূপ হেরিয়া ভুপ হরেন্দ্রে আনন্দসাগরে

ভাশে হাশে কান্দে অবিরত প্রাবিত নিরে। ২

---

৫ বরদাতা ৬ দুপদ্ম, পদযুগলে।

২ বক্ষ ৩ কালান্তক বদন ৪ গ্রাস ৭ ধ্বনি ৮ প্রাঙ্গণ।

ভবানী বিষয়

নং ৪১

কে মৃতাঙ্গে মৃগাঙ্কমুখি মৃদু হাসিছে।

অপরূপ রূপ মণতম নাসিছে। চিতান।

কে শোড়সি (৭) মুক্তকেশী ভালে জ্বাল বালসসি বামে অসি অমাবসি-নিসি-রূপিণী

উলঙ্গ আসবপানে লাজ ত্যেজ্যাছে (৮)। ১

ঊর্দ্ধ অধ দক্ষ কর বিতরে অভয় বর (৯) কটীতটে নরকরময় কিঙ্কিণি

শ্রীহরেন্দ্রে কহে রূপে মণ মজ্যাছে। ২

নং ৪২

ও মণ দুর কর ভয় সমণ হণে (১)। ধুঃ

থাক ব্রহ্মানন্দে মগ্ন মণে। চিং

ব্রহ্মময়ী কালীরূপ ভাব সদা সুমনণে

জপ নাম অবিশ্রাম সুখে বশ্যা (২) যোগাশণে। ১

রশণা মজ্যাছে আমার কালীণামামৃতপানে

শ্রীহরেন্দ্রে কহে ণাম লিখাইয়াছি শ্রীচরণে। ২

ভবানী বিশয়

নং ৪৩

কৃতান্তদলনী দল ত্বরীত আমায়। ধুয়া।

আমি দিণ (৩) ক্রিয়াহিণ (৪) তণয় তোমার। চিতান।

---

৭ ষোড়শী ৮ মধুপানে লজ্জা ত্যাগ করিয়াছে ৯ দক্ষিণ দিকের ঊর্দ্ধ ও অধঃ করে অভয় ও বর বিতরণ করিতেছে ১ হইতে। ২ বসিয়া ৩ দীন ৪ ক্রিয়াহীন

তুমি ভক্তভয়হরা আদ্যাশক্তি পরাৎপরা।
তুমি মৎস কূর্ম্ম-বরা (৫) নৃসীংহ অবতার। ১
তোমারে না জানে জেহি কদাচারী পাপি সেহি
শ্রীহরেন্দ্রে কহে তুমি ত্রাণ-কারিনী আমার। ২

ভবানী বিশয় শুর (৬) রাম প্রশাদী

নং ৪৪

কালী কি সামান্য মেয়্যা। ধুয়া।
কালী ভুলাইলে মহেশে মুহিনী (৭) হৈয়্যা। চিতান।
দ্বাপরের শেসে নটবর বেসে বৃন্দাবনে আশ্যা (৮) গোপাল হৈয়্যা।
কালী কৈলা গোচারন গোপাঙ্গনাগন মোহিলে মোহণ বাশী (৯) বাজাইয়া। ১
খর্প্পর-পূরীত অতি মণোনিত (১০) বিধুমুখে শুধাপান তেজিয়া
কালী তৃগুণ (১১) ধারিনী হৈয়া নিলমনী খেইলে খিরননী (১২)
গোপে ভুলাইয়া। ২
কহিছে হরেন্দ্রে মজ্যা (১৩) ব্রহ্মানন্দে অভেদ এভাবে মগন হৈয়া
থাক দিবা বিভাবরি মনরে।
কামাদি ছয় অরি পাবে পরাভব জাবে পলাইয়া। ৩

---

৫ মকর ৬ হর ৭ মোহিনী ৮ আসিয়া ৯ বাঁশী ১০ মনোনীত ১১ ত্রিগুণ ১২ ক্ষীর ননী খাইলে ১৩ মজিয়া।

বিহাগ।

নং ৪৫

শ্মশান-ভক-উরে কে কামিনী অট্ট অট্ট হাসে। ধুয়া

মাভৈঃ (১) মাভৈঃ রবে অমরকুলে আশ্বাসে। চিতান

দেখ ইকি (২) অপরূপ ভব-শবহৃদয়ে (৩) লাজ না বাসে (৪)

হাসে আবরিছে দিগবাসে। ১

কহিছে হরেন্দ্র ভূপে মজ্যাছি মা তব রূপে।

ত্রাণ কর কোনরূপে এড়াইয়া ভবপাশে। ২

ভবানীবিশয়।

নং ৪৬

ভবসবে বিরাজিছে কেও মুক্তকেশী। ধুয়া

ভালে ভাল কৈর‍্যাছে আল (৫) বালশশী। চিতান

বৃন্দাবনে কুঞ্জবনে ধারণ করিলে বাঁশী

এবে শিবে শ্যামা অনুপমা বামে শশী। ১

ষোলো কলা বিকশা কে ষোড়শী।

ভূপে কহে হের মোরে কে মহেশী। ২

---

১ মা ভৈঃ ২ একি ৩ [illegible] ৪ লজ্জা পায় না ৫ আলো করিয়াছে

ভবানীবিশয় টপ্পা।

নং ৪৭

এবার লইতে হবে তারা আমার পাপের ভরা। ধুয়া।

তুমি আদ্যা শক্তি ভক্তিমুক্তিপ্রদা ভয়হরা। চিঃ

কৈলাস পাপাচার যত শিষা (৬) তার মা দিব কত

ভাব্যা (৭) ইহা অবিরত হৈয়াছে মণ খেপার পারা (৮)। ১

শ্রীহরেন্দ্রে শ্রীচরণে সপ্যাছি মণ প্রাণ ধণে।

দৃড় (৯) এহি আছে মণে হবনা ওপদহারা। ২

জয়জয়ন্তি আমেজ বিহাগ রাগিনী।

নং ৪৮

জে ভাবেণ ভবরাণী ভয় কি ভবার্ণবে তার। ধুয়া

ভাব কি ভাবণা ভয় কর পরিহার ভুরি ভয় ভরশা তাহার। ১

কহে ভূপে ভজণ ভুল্যাছি মা এবার তাল তাড়াইলে (১০) রৈল কলঙ্ক তোমার। ২

নং ৪৯

৫ কাজ নাহি আর অন্য (১১) জপেতে প্রাণ পূর্ণ ব্রহ্মানন্দেতে।

কালী কালী বল্যা বদনেতে আমি তরিব এ সংসারেতে।

৯ কহিছে হরেন্দ্র ভূপেতে আমি আছি বড় সুখেতে।

---

৬ শীষা ৭ ভাবিয়া ৮ পাগলের মত ৯ দৃঢ় ১০ উড়াইলে ১১ অন্য।

ভবানীবিষয় কবি।

নং ৫০

নগরে কোলাহল শুমঙ্গল জয়ধ্বনী। চিঃ
তব ভবনে গিরীরাজ আইল ভবরানী। ধুয়া
চল সত্বর জাইয়া বর হরগেহিনীরে।
আগ ভবনে হের নয়নে তার বিভূতিরে।
ভূত ভৈরব সঙ্গে নাচে রঙ্গেতে অমনী
কত উলঙ্গ কত অভরন কর্যাছে ফনী (৩) ১
বাজাইছে তাল করতাল কত করছে ধ্বনী।
শঙ্গে শঙ্গিনী নবরঙ্গিনী কত যোগিনী
হরেন্দ্রে কহে গিরী নহে তব এ নন্দিনী
আদ্যা শক্তি মুক্তিপ্রদা কালী তারা বটে ইনি। ২

কবি।

নং ৫১

দেখ সম্পূর্ণ শশী সুখের নিশী কোজাগরে
অমলকমলদলে কমলা বিরাজ করে। চিঃ
দনুজহরা মনুজপুরে ঘরে ঘরে। ধুয়া।
কমল করে করিকুম্ভকুচি কি শোভিছে।
কলঙ্কহিন শশী ভালে ভাল বিরাজিছে।

---

৩ সর্প আভরণ করিয়াছে

অভয়া অভয়প্রদানে ভক্তভয় হরে

দেখ দক্ষ সব্ব্য (১) করে   বিতরে অভয় বরে। ১

নিতান্তরূপে দেখ শান্তরূপে ভ্রান্ত ত্যজ।

শ্রীহরেন্দ্রে কহে ও পদে ভজ ও নামে মজ।

ইনি কালী ব্রহ্মমই (২)   বিরাজিছে রূপাণ্ তরে। ২

ভবানী বিশয়।

নং ৫২

দনুজদলনী উমা মনুজভবনে রাজে। ধুয়া।

মহিষমর্দ্দিনী মণমোহিনীরূপে বিরাজে। চিতান।

শরদে শারদারূপ হের ভুণয়াণ ভর্য়্যা (৩)। ৩

ভাবিলে ভবের দারা ভবার্ণবে জাবে তর্য়্যা (৪)।

জেহি কালী সেহি তারা মহিষমর্দ্দিনী এ জে

অভেদ এরূপ পরিচয় আছে কাজে কাজে। ১

জাহার জেমণ ভাব   সেইরূপে তার হয় লাভ।

মননিষ্ঠা কর্য়্যা ভাব   কহিছেণ নররাজে। ২

ভবানী বিশয় টপ্পা

নং ৫৩

দুখে শুখে সুখে বল মন তারা তারা। ধুয়া।

হবে পূর্ণ কাম অভিলাষ না হইবে হারা। চিতান।

১ দক্ষিণ ও বাম ২ ব্রহ্মময়ী ৩ করিয়া ৪ তরিয়া।

মণ তুমি অবুঝণ (২) বুঝাইছি বুঝ না কেণ
কর জনি মন্ত্র (৩) মণ মুক্ত হবে ভবকারা। ১
তবাধিন হয়া আমি হবো কি পিরয়গামি
শ্রীহরেন্দ্রে কহে আমি তারা বল্যা হবো পারা। ২

তথা শুরু তথা

নং ৫৪

এইবার মুখে ডেক্যা (৪) বল তারিণী বানী। ধুয়া।
বহুগুণ আছে ইথে নাক্রিঙ কিছু হানী। চিতাল।
শোক দুখ শুখ ক্ষেনিক (৫) এ শংষায় মানী
ভুলে না ইথে জেহি জ্ঞানী। ১
হরেন্দ্রে কহে মণ এহিবারে এহিবার
মাণিলে না মণ অভিমানী। ২

নং ৫৫

এইবার মুখে ডাক্যা বল তারিনী বানী। ধুয়া।
এড়াবে সমণ ভয় জাবে বত গ্লানী। চিঃ।
অনিত্ত চিত্ত বিত্ত জীবন জৌবণ এ জে
ভাবনা মণ রে অজ্ঞানী। ১
প্রাণাপণ কর পার এইবারে এইবার
ভুলে জাবে ও মন অভিমানী। ২

ভবানী বিশয় ভয়রোঁ রাগ।

নং ৫৬

জাগরে মণ মোহ তেজ্যা (৬) উঠ কালী তারা নাম মুখে লৈয়্যা (৭)। ধুয়া।

মোহ নিদ্রাবশে মায়ারূপ অলশে হৈয়্যাছ (৮) মোহিত-মন মানব হৈয়্যা (৯)। ১

ধিক মুড় (১০) মন ওরে আর কি বলিব তোরে শ্রীহরেন্দ্র কহে দিন গেল বৈয়্যা (১১)। ২

টপ্পা শুরে ভবানী বিশয়

নং ৫৭

করুনাময়ি কর কৃপা এ দিণহিণে। ধুয়া।

কে তারে এ দিণেরে তুমি তারা বিণে। চিতান।

বিবেকবিহিণ মণ পাপে মতি অনুক্ষণ।

অজ্ঞাণমোহিত চিত্ত বিজ্ঞানবিহিণে। ১

ষড়্‌রূপু-বষ হৈয়া নিজ কর্ম্মফল লৈয়া।

শ্রীহরেন্দ্রে কহে ডুবিতেছি দিণে দিণে। ২

ভবানী বিষয়

নং ৫৮

দুখে শুখে মুখে ডাক্যা বলকারা তারা। ধুয়া।

হবে পূর্ব্ব কাম পরিনাম মোক্ষইবে হারা। চিতান।

---

৬ ত্যাগ করিয়া ৭ লইয়া ৮ হইয়াছ ৯ হইয়া ১০ মূঢ় ১১ বহিয়া।

পিতাস্ত আশ্রিত আমি   চতুর্ব্বর্গ (১) অভিলাষি।

তুমি চতুর্ব্বর্গপ্রদা শক্তি পরাৎপরা।

কহিছে হরেন্দ্র ভূপে   ত্রাণ কর কোনরূপে।

পড়্যাছি মা (২) ভবকূপে,   হৈয়া পথহারা। ২

ভবানীবিষয় সারঙ্গ

নং [illegible]

হৃদে ভাব কালীরূপ মুখে বল ডাক্যা তারা।   ধুয়া।

ঐহিক পারত্রিক (৩) ভবে না হইবে হারা।   চিতান।

ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম   চতুর্ব্বর্গপ্রদা নাম।

ভোগ মোক্ষ করে তার ঐ নাম জপে যারা।

শ্রীহরেন্দ্র ভূপে কয়   অলস উচিত নয়।

শিয়রে সমন ভূপ ত্বরা হবে সারা। ২

ভবানীবিষয় চৌপদী

নং ৬০

নীল ঘন ঘটা   শ্রীঅঙ্গ ছটা   ভেদি ব্রহ্মা কটাউত্থিত (৪)।

নরমুণ্ডির শিরে রুচির মালা আভরণ শোভিত।

অমিতবিক্রমে আক্রমে অরি ভুবনী যোড়শী কে রণে।   চিঃ।

ত্রেপি বাড়িয়ে (৫)   এমন রূপ পড়াণ হের হর-উরে সমরাঙ্গণে।   ধুয়া।

---

১ চতুর্বর্গ ২ পড়িয়াছি ৩ ঐহিক পারত্রিক। ৪ ব্রহ্মাণ্ডভেদ করিয়া উত্থিত। ৫ শান্তি

হায় তিমিরজামিনীযোগে দামিনী খেলে যেন।
হসনে বামার দশনে কান্তি করিছেন হেন।
তপন দহন শশাঙ্ক সহ (৩) নয়নত্রয় শোভে।
বিমুক্ত কুন্তল সৌরভে অতি ভ্রোমরা (৪) ভ্রমে লোভে।
অসুরশিরোরাজি সজ বাজিরে অদন করিছে বদনে। ১

হায় অধরে রুধিরধারা ধারা সারা বহিছে
ত্রিনয়নে খেয়ে (৫) দহন যেথ দনুজে দহিতেছে
মরি ভয় হেরি বামার রূপ গ্রাসিছে বরূথিনী (৬)
প্রমাদঘটানী রুধিরতটিনী বহিছে তরঙ্গিণী
শিবা শব (৭) করে অশিব রব পরাভব পাব এ রনে। ২

হায় কামান্তক-উরবাহিনী কালান্তক কালপ্রায়।
জিনি নীল সমর (৮) মহারাজ নাহি ত্রাণ আর প্রাণ জায়।
হরেন্দ্রে কহিছে শুন হে শুম্ভ তেজ দম্ভ অভিমান।
কালীর চরণে শরণ পসি রক্ষা কর কুল প্রাণ।
ইনী ব্রহ্মময়ী বিশ্বজননী চিন না মূঢ় মোহমনে। ৩

আমেজ বিহাগ

নং ৬১

মৃতাঙ্গে সমররঙ্গে নাচে ত্রিভঙ্গে কে ও কালী। ধুয়া।

বামা লোলরশনা বিকটদশনা বামা বিবসনা শশীভালী। চিং
ভুবনজাল জিনিয়া কাল কেশ বিশাল অতি লম্বিত মা
ভাতিছে ভাল গলে বিশাল নৃশির-মাল পদ চুম্বিত মা।
বামার পদতলে ভানু নয়নে কৃশানু একি রূপে নিশিকুল নাশালি। ১

৩ সূর্য্য, অগ্নি ও চন্দ্রস্বরূপ তিন নয়ন ৪ ভ্রমর ৫ কম্পিত হইতেছে ৬ সৈন্য ৭ শব ৮ যুদ্ধ জয় করিয়া লইল।

সিন্দুর শাভে বিধুবয়ানে মৃদু হাসে ঘনশ্যামা সুন্দরী মা
ভক্তের অভয় বিতরে সদয় শ্রীহরেন্দ্রে কয় রক্ষ শঙ্করী মা।
ভব একি রূপ তায় ভাব্যা (১) হৈলাম সারা ভবের ভাবনা পাশরালি। ২

ভোবানীর উক্তি শিবেক প্রতি

নং ৬২

ভবে সম্বোধণ কর‍্যা নিবেদণ করে ভবানী।
শুণ নাথ গঙ্গাধর হর শঙ্কর শূলপানী।
জদি আজ্ঞা হয় দয়াময় ভবে জাইতে চাই জণকভবনে।
কর অণুমতি কৃপা মনে। ধুঃ।
আমি এক কন্যা তার পুত্র কি কন্যা আর নাহি আর অপর দিগম্বর
মমাগ্রজ কেবল সে জে মৈনাক মহীধর ইন্দ্র হনে (২)
ভয় প্যায়া অতিশয় ভ্রাতা আমার জাইয়া লুকাইয়া জলধির জলে
তিনি রৈয়্যাছেন অতি সংগোপনে। ১
শুন্যা ভবানী ভারতী ভব তুষ্টমতি বলিছে উমা সম্বোধিয়া
চল চল শুমঙ্গলে হে বিমলে ত্বরা আইশ জাইয়্যা।
ভবণিদেশনে উমা হর্শমনে করে গমন।
হৈল তিণ লোকে শুজয়ধ্বণি শ্রীহরেন্দ্রনারায়ণে ভনে। ২

---

১ ভাবিয়া ২ হইতে

রাগিনী জয় জয় জয়ন্তি মল্লার তাল সওারি

নং ৬৩

জয় দে সারদে মা বরদে দিণ-ক্ষণে ভগবতি ভারতী অনুকুল অকিঞ্চণে। ধুয়া

সেতসতদল (১)-পর স্থিত সেতকলেবর পরিধান সেতাম্বর

সোভে সেত-অভরণে।

চাচর চিকুর বেনি রঞ্জিত গঞ্জিত ফনী জিণি কাদম্বিনি

সৌদামিনী সিতি তার কোলে

খঞ্জন গঞ্জণ আখি কি মণরঞ্জন দেখি কিঞ্চিত কুঞ্চিত তদুপরি রঞ্জিত অঞ্জনে॥

বিলোল বেশর (২) দোলে ফনি আসি মনি ছলে দুহে মিলি নাসামুল

নিরেখি আছে যতণে (৩)

কর্ণে সোভে কর্ণপুর (৪) তমরাসি করে দুর

স্মিত-হস্যে সৌদামিনী সোভিছে কত দশনে।

নিতম্ব শুন্দর সেষ সোভে ক্ষিণ মধ্যদেষ

হেরি হরী (৫) লাজে কৈল (৬) প্রবেশ কাননে

লম্বিত কুচভরে বিরাজিত বিনা করে শুমন্দ মধুর স্বরে মগ্না রাগ-আলাপনে।

চরনকমলে কত মগ্ন হৈয়া মধুব্রত গুঞ্জরে সঞ্চরে সদা সৌরবে (৭) সঘনে

শ্রীহরেন্দ্র নারায়ণে বলে মন ও চরনে

ভৃঙ্গরূপে থাক্যো (৮) সদা মত্ত (৯) হৈয়া মধুপানে।

---

১ শ্বেত শতদল। ২ নাসিকাভরণ ৩ সংস্কৃত একটি শ্লোকে নিদ্রাগতা রমণীর নোলকের মুক্তার এইরূপ বর্ণনা আছে—

"নিদ্রাব্যস্তগলদ্বেণীফণসংফণিমণিভ্রমাৎ।
চৌরেণাপহৃতং সর্ব্বং বিনা নাসাগ্রমৌক্তিকম্॥"

অর্থাৎ নিদ্রিতা রমণীর শিথিল কেশপাশ মুখের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। ভুজঙ্গতুল্য ঐ কেশপ্রান্তে নোলকের মুক্তাটি সর্পের শিরে স্থিত মণির ন্যায় দেখাইতেছে। নিদ্রিতা রমণীর শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ শুনিয়া এক চোর মনে করিল নোলকের মুক্তাটি সাপের মাথার মণি—সাপ ফোঁস ফোঁস করিতেছে। চোর এইজন্য রমণীর অন্য অলঙ্কারগুলি অপহরণ করিয়া লইল কিন্তু নোলকের মুক্তাটি লইল না। এখানে অন্যরূপ উপমা ব্যবহৃত হইয়াছে।

৪ কর্ণাভরণ ৫ সিংহ ৬ করিল ৭ সৌরভে ৮ থাকো ৯ মত্ত

সারঙ্গ প্রদা রাগিনী আড়া তেতালী।

নং ৬৪

ভয়ানক গভীর গরজে হিয়ার মাঝে কি হেরিলাম সপনে। ধুয়া

কত কত ভৈরব কত শত ফেরব কত শত যোগিনী লৈয়া জটীলতা পিচাশগণে (১)।

চিতান।

জটিলে ত্রিলোচণী দিকবশণী তীতে কত শত মুণ্ডমালাধারিনী

কত রুধির ধারানণে (২)।

কবি।

নং ৬৫

আমি তারিণীতনয় ত্রিভুবণে গিছে রট্যা (৩)

কামাদি ছয় রিপুরে তালরূপে দেওমা ভাট্যা (৪)। ধুয়া

চরণ ধর্যাছি আট্যা (৫) ভবপাষে জাব ক্যাট্যা (৬)

জাহ্নবীজলে কুতুহলে বশ্যা (৭) যোগাশনে

হর-উরবাহিনী ওরূপ মা ভাব্যা মননে।

কার শঙ্কা দিব ডঙ্কা জদি ইহা উঠে ঘট্যা (৮)

নামের শঙ্গে মহারঙ্গে ব্রহ্মরন্ধ্র (৯) জাবে ফাট্যা (১০)। ১

হরেন্দ্র কহে ইহা নহে জদি কদাচিত

ভুবের বারানশী আছে কি মা অবিদিত

জেখানে শেখানে প্রাণ জাউক কি এ আশ্চর্য্য বটে। ২

---

১ পিশাচ সঙ্গে ২ আননে ৩ রটিয়া গিয়াছে ৪ দূর কর ৫ দৃঢ় করিয়া ধরিয়াছি ৬ ভববন্ধন কাটিয়া যাইব ৭ বসিয়া ৮ ঘটিয়া উঠে ৯ ব্রহ্মরন্ধ্র ১০ ফাটিয়া যাইবে।

নং ৬৬

কভু (১) নাহি হেরি হেন একি নারি ভয়ঙ্কর। ধুয়া

চলিতে চরণভরে কাঁপে ধরণী

নিতান্ত কৃতান্ত বামা কালরূপিণী

মুক্তকেশী শশী ভালে নরশীরমালা গলে

প্রান কাঁপে নিরখিলে গ্রাস করে করিবর। ১

এ বামার শনে (২) রনে প্রানে বাচা (৩) ভার

বুঝিলাম বিবাদের সাধ ঘুচিল আমার

অসম্ভব করে রণে হুহুঙ্কার ঘণে ঘণে

প্রচণ্ড পাবক হেণ সশঙ্কিত কলেবর। ২

ফিরিছে দণুজদলে তমগুণেতে

ক্ষেরিতেছে (৪) হুতাশণ ত্রিনয়নেতে

এ বামার রূপ হেরি চমকিত সুরপুরী

লাজ নাহি দিগম্বরী পদতলে দিগম্বর। ৩

করালবদনা দীগবশনা (৫) কে রনে

দিতিকুলনাশিনী এই নিতেছে মণে

শ্রীদুর্গাপ্রশাদে (৬) ভনে ত্রেড় (৭) ইহা আছে মণে।

অন্তিমে অন্তক ভয় হবনা কভু কাতর। ৪

---

১ কভু ২ সনে ৩ বাঁচা ৪ ক্ষরিত হইতেছে ৫ দিগ্বসনা ৬ ভণিতা দৃষ্টে বুঝা যাইতেছে এই গীতটি মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের রচিত নহে। ইহা দুর্গাপ্রসাদের রচনা। দুর্গাপ্রসাদের রচিত আর দুইটি গীতও এই সংগ্রহে আছে। ৭ দৃঢ়

ভবানী বিষয়

নং ৬৭

অপরূপ এ বিহারে (১) তারা বিহরে। ধুয়া

কালীর খায তালুক কিন্তু মহাকাল-অধিকারে। চিতান।

দক্ষে খড়্গ কতৃধরে দ্বিতিয় উভয় করে

অমল উৎপল নরকপালখর্প্পরবরে। ১

এহি ব্রহ্মরূপী তারা ত্রিভূবণে সারাত্‌সারা

শ্রীহরেন্দ্র ভণে তারা ভুলি না জেণ যমডরে। ২

নং ৬৮

ঘোর সমরে আনন্দমই (২) হর-হৃদিপরে। ধুয়া।

নাচিছে ভুবণমোহিনী গৌরবেরি ভরে। চিং।

ত্রিগুণধারিনী রণে আলো করে তৃভুবণে।

শৌদামি (৩) খেরে (৪) কত ও রাঙ্গা চরনে

জেণ নীল কমলিণী শুনিত (৫)-সাগরে। ১

অট্ট অট্ট হাস্ত মুখে হরহৃদে পদ রেখ্যে

হেরিয়্যে অন্তর জ্ঞান হয় জননী

মুণ্ডমালা গলে বামার অঙ্গী চর্চ্চ করে। ২

ভুবণমনমোহিনী নগনা (৬) হরের রমণী

তিমিরনাশিণী কত ত্রিমির (৭)-বরনী

শ্রীহরেন্দ্র ভূপে বলে ভজ শ্যামা মারে। ৩।

---

১ বিহারে—কোচবিহারে।

২ আর্নন্দময়ী ৩ বিদ্যুৎ ৪ খচিত হইতেছে ৫ শোণিত ৬ নগ্না ৭ তিমির

রাগিণী বিহাগ জলদ্ তেতালা

নং ৬৯

মরি হায় হায় কি হেরিলাম নয়াণে জলদবরণী সব (১)-পরেতে।

নাসিছে তিমিররাশী সে বদন কোটী শশী

ইন্দু নিন্দিত নখ ক্রান্তে

সূরনারি শ্যামা রণে প্রঘট (২) মহিমা জানে

শিব শিব বলিছে কত রঙ্গেতে।

যামিনী বিহরে বামা তাপিনিতাপেতে ঘামে (৩)

হাশিছে নাচিছে কত রঙ্গেতে

শ্রীহরেন্দ্র ভূপের বাণী শোনো গো মা শিবরাণী

কি করিছে পতি পদতলেতে।

ভবানী বিশয়

নং ৭০

মিছে ভাবনা কেনে অশার ভাবনা।

জদি ভবে হবে পার নিতান্ত অন্তরে ভাব করালবদনা। চিং।

এ ভবশাগরে ঘোর মায়ার তুফানে জোর

ডুবাবে তনুতরি এই শে বাশনা। ১।

কালীপদ কর শার জান মা মণ আমার।

ও পদ কাণ্ডারি ধরী সাধরে যতণ করি

অবশ্য হইবে পার কদাচ ভাব্য না (৪)। ২।

১ শব ২ প্রকট ৩ ঘর্মযুক্ত হয়। ৪ ভেবনা

ভবানী বিশয়

নং ৭১

অনাথা কে করে তারে কও হে মহেশী। ধুয়া।

জা ইংসা (১) তোমার তারা হৈতেছে তা দিবানিশী। চিতাল।

জ্ঞানবিহিণ দিণ (২) আমি পাপি কদাচারি।

ত্রাহি মে তারা আমি মজ্যাছি ভবভমণী। ১

হরেন্দ্রে ভাশে ছয় ঋপু (৩) হাঁশে আমায় দেখ্যা

কর তার গুমান (৪) ভঞ্জণ ওহে দিখশনা মুক্তকেশী। ২।

নং ৭২*

মৃতাঙ্গে মৃগাঙ্কমুখি অট্ট অট্ট হাশে।

মাভই (৫) মাভই রবে অমরকুলে আশ্বাষে। চিতাল।

দেখ ইকি অপরূপ কামান্তকহৃদয়ে

লাজ না বাশে হাশে আবরিছে দিগবাষে। ১।

কহিছে হরেন্দ্র ভূপে মজ্যাছি মা তব রূপে।

ত্রাণ কর কোণরূপে এড়াইয়া ভবপাষে। ২।

নং ৭৩

গগণে সঘণ দুন্দুভি শুণ মণমোহণ সুরে

করিছেন স্তুতি দেবনরগণ জে গিরজায়ে

---

১ ইচ্ছা ২ দীন ৩ রিপু ৪ গর্ব্ব ৫ মা ভৈঃ।

* এই গীতটি ৪৫ সংখ্যক গীতেরই পুনরুক্তি মাত্র। দুই এক স্থলে দুই একটি পদ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

কুসুম বরিসে নাচিছে হরিসে যত সুরজনা।
কি আনন্দ গিরি হে বল না শুনি কিসের জয়ঘোসনা।
তেজিয়া কৈলাস হৈয়া উল্যাস (১) আইসে কি ত্রিলোচনা।
হায় ধ্যায়া হেরিয়া রাণী ভুবনে ভবানী বরিয়া লইল পুরেতে
আরম্ভিল আশী (২) যত পুরবাসি বরিসে ফুল পুরহিতে
শ্রীহরেন্দ্র ভূপ অপরূপ বামারূপ ভাবিছিলাম দিনান্তরে
করিছেন স্তুতি শুণ নরগণ জে নিরন্তরে
কত হাসে কান্দে উচ্চস্বরে ডাকে হেণ দিণ আর হবে না।

রাগ ছরাপরদা তাল জল্‌দ তেতালা।

নং ৭৪

তমশি (৩) মহেশি নিণদয়ামই ছয় জণে (৪) আমায় বিসম মায়ায়
মজাইল ছল করি দেহ গেহস্থিত (৫) জণ্‌ মণ ভ্রান্তমেত ও
সুধাময় গরল প্রায় অভিপ্রায় কি শঙ্করি।
ভূপ হরেন্দ্র বাঞ্ছিত মণ মানস সমণদমন।
না হয় জেণ মোরে হরশুন্দরী।

শুর রামপ্রশাদি

নং ৭৫

নিকুঞ্জকুঠিরে বংশীধারী শ্যামা হৈল শ্যাম মুরারী। ধুয়া।
নবনীরহার করি পরিহার বণমালা গলে রৈয়্যাছে পরি

১ উল্লাস ২ আশিষা ৩ তমসি ৪ ছয় রিপু ৫ দেহস্থিত।

নৃকরকিঙ্কিনী তেজি নারায়ণী হৈয়াছেণ পিতবশণধারী ১
সংশয়ভঞ্জণ ভক্তজণমন-— রঞ্জণ কারণ রূপমাধুরী।
শ্রীহরেন্দ্রে ভণে নিরেখি নয়ণে নয়ণের বারি বারিতে নারি। ২

আমেজ বিহাগ রাগিণী

নং ৭৬

দেহি পদপঙ্কজে স্থানং ইশাণী। ধুয়া।
মম গতি মতিস্তং মহেশী মৃড়াণী (১)। চিঃ।
মম শম নরাধম না হবে না হৈয়াছে
শুকুতুদুষ্কৃতিদাহে মোর মণ দহিছে
তাহে নহি দুখি দুখ এ বড় আমার
তার কি এমন হয় মা জার তারিণী। ১
দুরন্ত কৃতান্তভয় নিতান্ত ব্যাকুল মণ
কি হবে করুনামই (২) বল কি করি অখণ (৩)
শ্রীহরেন্দ্রনারায়ন ভজণবিহিণ হিণ
জা কর এবার নিজগুণে ভবরাণী। ২

নং ৭৭

কে ও রূপশী রণে জিণি নিল (৪)-কাদম্বিণী। ধুয়া।
হশণে দশণে নিন্দে কত শত সৌদামিণী। চিত্তান।

---

১ শিবপত্নী ২ করুণাময়ী ৩ এখন ৪ নীল

ভালে ভাল শোভে ইন্দু সহিতে সিন্দুরবিন্দু
জিনি কুমুদিনিবন্ধু শ্রীমুখখানি
অধরে রুধিরধারা সুধানন্দে খেপাপারা (১)
সমরে করিল শায়া (২) তব সব বাহিনী। ১

পেয়্যা তার পদভরা (৩) অধরা (৪) হৈয়াছে ধরা
মুক্তকেশী দিগাম্বঁরা মুণ্ডমালিনী
শ্রীহরেন্দ্র ভূপে কয় এ বামা সামন্য (৫) নয়
আর নামে হরে ভবভয় পদতলে শূলপাণী। ২

বিভাষ রাগিণী।

নং ৭৮

আইজ কাইল কর‍্যা (৬) দেখ গেল মা দিনের (৭) দিন।
কি হবে শঙ্করী বল কি করি অখন (৮) তারা। ধুয়া।

মা এই বারে বার (৯) পুনু (১০) আর কি মানব হব
এ দেহপতনে তুমি কোথা আমি কোথা রব
না হৈল তোমার পদে কিঞ্চিৎ মন মোর
কি গুনে পাইব আমি মৈলে (১১) ও চরন তারা। ১

মা ভাড়াইলে (১২) আমারে আমি কারে এ দুখ্খেরে কব

---

১ পাগলের প্রায় ২ ধ্বংস ৩ চরণের ভর ৪ অধীর ৫ সামান্য।
৬ আজকাল করিয়া ৭ দীনের ৮ এখন ৯ এই বার যা হইল ১০ পুনঃ ১১ মরিলে ১২ প্রতারণা করিলে

কর অবধান এহি নিবেদণ পদে তব

অন্তকালে গঙ্গাজলে কালী কালী কালী বল্যে

শ্রীহরেন্দ্রে কহে জেণ ত্যেজি এ জীবন তারা ! ২

ভবানীবিশয় প্রভাতি

নং ৭৯

চল তনুতরী বৈয়্যা (১) কালী বৈল্যা (২) ভবার্ণবে। ধুয়া।

হৈয়া পার অনায়াসে শুখে কালীপুরে জাবে। চিঃ।

ভক্তির বাদাম নায় (৩) মণ আট্যা বান্ধ (৪) তায়।

পড়িলে তুফাণে তরী পালে লৌকা টান্যা (৫) লবে। ১

শ্রীহরেন্দ্রে কহে হায় চল দিণ বৈয়া (৬) জায়

কালীপুরে কালীরূপ দেখ জাইয়া শিবশবে। ২

ভবানীবিশয় টপ্পা

নং ৮০

বদনে সদা ডাক্যা (৭) কালী বল মন। ধুয়া।

জাবে দুরে পাপ তাপ পলাবে সমন। চিতান।

নিশির সপণ (৮) যথা অশার সংশার তথা

জলের বিম্বুঁর (৯) প্রায় ক্ষেণিক (১০) জীবন। ১

কহিছে হরেন্দ্র ভূপে পড়্যাছি (১১) মা মায়াকুপে

তারিতে হইবে হবে পঞ্চত্ব জখণ (১২)। ২

---

১ বহিয়া ২ বলিয়া ৩ নৌকায় ৪ আঁটিয়া (শক্ত করিয়া) বাঁধ ৫ টানিয়া ৬ বহিয়া ৭ ডাকিয়া ৮ স্বপ্ন ৯ বিম্বের ১০ ক্ষণিক ১১ পড়িয়াছি ১২ যখন পঞ্চত্ব পাইব, তখন ইহাকে তারিতে হইবে।

ভবানীবিশয়

নঃ ৮১

মণরে আমার সদা জপ কালী তারা। ধুয়া।
তেজ (১) মায়া মোহ তারাপদ কর শারা (২)। চিতান।
কালে প্রাণ হর্য্যা (৩) লবে পঞ্চত্বে পাইবে জবে
তখণ তোমার কোথা রবে ধণ জণ দারা। ১
পায়্যাছ (৪) পরম পদ ভজ তাহে ত্যজ মদ
ভয় কী হরেন্দ্রে কহে তারা ণিরাকারা। ২

নং ৮২

কবে হবে এমণ কালী বল্যা (৫) জাবে রে এ জীবণ। ধুয়া
আধমগ্ন তনু জাহ্নবীর সলিলে করপুটে ধৃত করে করিয়া জাপণ (৬)। ১
কর পুর্ন্ন (৭) আশা গেল দিণ দিণের (৮)
শ্রীহরেন্দ্রে কহে কালী জা কর অখণ (৯)। ২

নং ৮৩

আমার কপালগুণে হৈল ইকি (১০) বিপর্য্যয় কি হবে অখন।
বল ওগো হরপ্রিয়া তারা। ধুয়া
কি ফেরে ফেলিলে আমায় দুষ্খে (১১) তনু হৈল সারা। চিতান
আগমে বল্যাছে (১২) শিব তব পদাশৃত (১৩) জীব।
শুখি (১৪) সে জগত মাঝে আমি কি জগতছাড়া। ১
শ্রীহরেন্দ্রে কহে কালী ভাল আমারে ভাড়ালী (১৫)
পাশানন্দিনী (১৬) তুমি রাখিলে তোর বাপের ধারা। ২

---

১ ত্যজ ২ সার ৩ হরিয়া ৪ পাইয়াছ ৫ বলিয়া ৬ জপ ৭ পূর্ণ ৮ দীনের ৯ এখন যাহা কর
১০ একি ১১ দুঃখে ১২ বলিয়াছেন ১৩ পদাশ্রিত ১৪ সুখী ১৫ প্রতারণা করিলি ১৬ পাষাণনন্দিনী

নং ৮৪

মনের মত মণ হৈলে তারা কি ভাড়াইতে পার। ধুয়া।

বৎস্য (১) পাছে গাভি যথা তুমি তথা পাছে তার। চিতান।

তাঁরা আমি কি বলিব তব পদাশৃত জীব শিবতুল্য কিবা শিব

আগমে প্রমাণ তার। ১

শ্রীহরেন্দ্র কহে তভু (২) মিথ্যা নহে ইহা কভু খণ্ডাইতে নার তাহা

জা থাকে কপালে জার। ২

সরস্বতী বর্ন্না

নং ৮৫

বিহিণ-কলঙ্ক শরদ-শশাঙ্ক কুন্দ-কুমদিনী-গঞ্জিত

ক্ষির-ণিরধির ফেণ জেণ অতি মণোল্লিত (৩)।

দেখ শ্রীঅঙ্গ অনঙ্গমোহিণী বিনাপানী বানীরূপ শুভিছে (৪)। চিং।

ণিরেখ (৫) ণয়ান ভরিয়ে রূপ শারদার রূপে মণ-তমরাশী নাশীছে।
ধুয়া।

ব্রহ্ম সনাতনী পতিতপাবনী বিরাজে অবনীমণ্ডলে।

পঞ্চবিধ উপাশকে সেবে পদকমলে

জার জেহি মত ভাব অন্তরে সেহিরূপ তার হৃদে জাগিছে। ১

জ্ঞানপ্রকাশিনী অজ্ঞাননাশিনী হরেন্দ্রে কহে মা বরদা প্রমাদবারিণী

শুন নারায়ন প্রমোদা

অন্তে ঐরূপ দেখি জেণ অন্তরে জে রূপ শ্রীনাথে আমারে বল্যাছে (৬)। ২

---

১ বৎস ২ তবু ৩ মনোহর ৪ শোভিছে ৫ দেখ ৬ বলিয়াছে

সরস্বতী বর্ণনা

নং ৮৬

সুরাশুর নরে (১) জারে নিরন্তরে করে শ্রীচরনবন্দন
সারদা বরদা জ্ঞাণপ্রদা সদা জেহি জন।
ভক্তিমুক্তিপ্রদায়িনী ত্রিলোকজননী রূপে ত্রিভুবনমোহিনী
ত্রাহি মে পতিতপাবনী হে নারায়নী। ধুয়া।
শঙ্খ-শশাঙ্ক-ধবল শ্রীঅঙ্গ নির্ম্মল অমলকমলদলনয়না।
ভালে ভাল সাজে শিশু দ্বিজরাজে হে শরদচন্দ্রবয়না
হে বাকবাদিনী বিনা (২)-নিনাদিণী কৈবল্যদায়িণী শুভপ্রদা
তুমি ভয়হরা শক্তি পরাত্পরা শুণ গো বৈকুণ্ঠবাসিনী। ১
ওমা ভাব-অনুশার আকার তোমার তুমি বট মা নিরাকারা
পরমায়ু ক্ষিণে অন্তিমে দুর্দ্দিণে নহি জেণ মা ঐ চরণহারা (৩)
মণের মতণ রূপে দরশন দিতে হবে হরেন্দ্রে বলে।
সেহি রূপ করি ধ্যাণ পরাণ প্রয়ান করে জেণ হে জননী। ২

নং ৮৭

হৈয়্যাছি (৪) শরনাপন্ন বড় আশা কৈরা (৫) মণে
প্রদোষ-অতিথি আমি স্থিতি দেহি শ্রীচরণে।
ও মা মায়া-অন্ধকার নিশি প্রজ্ঞা-দিবাকরে গ্রশী (৬)
গ্রাশীছেণ মণ-শশী মা কোথা জাব কেমণে। ১
ও মা বিজ্ঞান-ভানুরূদয় (৭) এ রজনী কর ক্ষয়
শ্রীহরেন্দ্র ভূপে কয় কি না হয় মা তোমা হণে (৮)। ২

---

১ সুরাসুরনরে ২ বীণা ৩ যেন ঐ চরণ হারা না হই ৪ হইয়াছি ৫ করিয়া ৬ মায়ারূপ অন্ধকার রাত্রি প্রজ্ঞারূপ সূর্য্যকে গ্রাস করিয়া ৭ বিজ্ঞানরূপ সূর্য্যের উদয় দ্বারা ৮ হইতে

নং ৮৮

আমার যত ধর্ম্ম যত কর্ম্ম যত অভিপ্রায়
তোমার চরণে সমর্প্পণ সমুদায়।
তোমার নাম লইয়া জদি আমার এ জে প্রাণ জায়
তবে কি করিবে বেদসাস্ত্রে গয়া আর গঙ্গায়। ১
শুণ রে মন বর্ব্বর ইহাই ভাল কর দেড় (১)
তবে কি না হবে কহে শ্রীহরেন্দ্র রায়।

নং ৮৯

আমারে সদয় হৈয়া গমণ কর কাশীবাশী। ধুয়া।
তোমার দর্শনে ক্ষয় হৈল আমার পাপরাশী। চিতান।
থাকিলে মণ ও চরণে দেড়তা (২) থাকিলে মনে
হায় হায় তবে অজ্ঞানমেঘেরে কাট্যে (৩) উদয় হবে জ্ঞানশশী। ১
ভূপে ভাষে দয়াময় ভাব হৈলে কি না হয় হায় হায়।
আমি এই মণে বুঝিতে পাই তবে ত সর্ব্বত্র কাশী। ২

ভবানীবিশয়

নং ৯০

হায় তার কি সমণের ভয় মা জার শ্যামা হয়। ধুয়া।
অতুল অপ্রাপ্য চরণ তার কি উপমা হয়। চিতান।

---

১ দৃঢ় ২ দৃঢ়তা ৩ কাটিয়া।

কিবা দিবাবিভাবরি ঐ নাম স্মরণ করি
অন্তরে বিরাজে আমার শ্যামা গুণধামা হয়। ১
শ্রীহরেন্দ্র ভূপে কয় ভবে কিবা আছে ভয়
অন্তে জাব তারাধামে বাজাইয়া দামা (১)। ২

নং ৯১

জেজণ দেড় (২) কর‍্যাছে (৩) কায়মণে
তারা তেজিতে পার নাকি সেহি জনে। ধুয়া।

কার্য্যে পরিচয় এ কথার প্রত্যয় দৈবকথা কোথা
কে দেখে ণয়নে চিতান।

তারা ইহাই বুঝিতে পাইলে সকল তার ভাগ্যে মিলে
কি কব বিদিত চরনে
শ্রীহরেন্দ্রে কয় - তার কি ভবভয়
নাম লিখা আছে জে ও রাঙ্গা চরনে। ১

নং ৯২

দেড় (২) জদি থাকে মনে কি না হয় ভাই তারানামে। ধুয়া।
দুল্লভ (৫) তাহার নহে ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কামে। চিতান।
নানাবিধ বিভিশিখা (৬) কত হয় আশী উপগত
স্থির থাক্যো ভালমত শুভ হবে পরিণামে
কামাদি অমিত্র তায় সদা মন্দ চেষ্টা পায়
কহিছে হরেন্দ্র রায় নামের গুনে ণিবে ণিজ ধামে। ২

১ বাজনা ২ দৃঢ় ৩ করিয়াছে ৫ দুর্লভ ৬ বিভীষিকা।

ভবানী বিশয়

নং ৯৩

ও মণ কালী ব্রহ্মময়ী নাম মুখে জেণ সদা বলে। ধুয়া।
কালীপদাম্বুজ হনে (১) মন জেণ নাহি টলে। চিতান।
ও নামে অজ্ঞাণ হরে ভবশিন্ধু ত্রাণ করে
বেদাগমে প্রমান ইহার দেখ লিখা আছে
ত্যজ মন অন্য কাম জপ নাম অবিশ্রাম
দেগান্তে পাইবে স্থান ঐ রাঙ্গা পদতলে। ১
জন্ম মৃত্যু বারম্বার তবে না হইবে আর
এড়াবে সকল দুয্‌খ হনে ইহা দেড় (২) জান্য
তবে কুল দিল কালী কালে দিয়া হাতাতালী (৩)
শ্রীহরেন্দ্রে কহে কালীপুরে জাবে কতুহলে।

তথা
নং ৯৪

সঙ্গের শঙ্গিনী নবরঙ্গিনী শবে
আশবে মগনা ত্রিলোচনা কে তবে
চারু শ্যামা কামান্তকহৃদে রাজিছে। চিতান।
রাকাচন্দ্রাননা ঐ দিগ্বশনা নাচিছে
আউলা (৪) কেশপাশে দেখ সমরধরনী ঘিরা্যা নিঞাছে। ধুয়া।
অমরে অভয় দিচ্ছে চান্দ মুখেতে হাশীছে
হায় রে এ জে অতুল দানবকুল অনায়াশে নাশিছে। ১
শুণ কালীজয়ধ্বনী পুরিল অম্বর অবনী
হায় রে শ্রীহরেন্দ্র কুমতি মন্দ প্রেমানন্দে ভাশিছে। ২

---

১ হইতে ২ দৃঢ় ৩ হাততালি ৪ আলুলায়িত।

নং ৯৫

তুমি জাণ সবারে তোমারে কে জাইন্তে (১) পায়। ধুয়া।
জদি জানে কেহ ত্রিণী পঞ্চত্বে শিবত্ব পায়। চিতান।
আমি জানিলাম না তোমায় করুণা কৈলে না আমায়
অকৃপা আমারে এতই কি পরম অন্যায়। ১
হাশাইলে ষড়-ঋপুরে সকল আশা গেল দুরে
শ্রীহরেন্দ্রে কহে কালী বল্যা জেন এই প্রান জায়। ২

নং ৯৬

দুর্গা নাম জপ্যা জদি দুর্গতি না জাইবে
কি গুণে দুর্গা নাম ধর তবে। ধুয়া।
নিগমে আগমে কয় জেবা দুর্গা নাম লয়
তার নাহি ভবভয় শে এ ভবে তরিবে। ১
শ্রীহরেন্দ্রভুপে কয় শিবাজ্ঞা কি মিথ্যা হয়
ভজণের ভক্তি মুল ভাবে ভবে তরিবে
দুর্গা নাম অভেদ ভাব জেঁ ভাবিবে। ২

নং ৯৭

মা হৈয়া নিষ্ঠুর এত কত দুখ দিছ আর। ধুয়া।
কুপুত্র সংশারে হয় কুমাতা কোথায় কার। চিতান।
কপালের লিপি জাহা তারা অ খণ্ডাবে তাহা
মাত্র এহি খেদ বড় শড়-ঋপু হাশাইলে

---

১ জানিতে

দিয়া তারা হাতাতালি বোলে কর্ম্মফল পালী (২)
মরি এহি দুখ খে আমি তুমি তারা মা আমার। ১
ব্রহ্মময়ী মা যাহার ভোগ মোক্ষ করে তার
মা শিবের সে কথা হৈল অন্যথা কেন
শ্রীহরেন্দ্রে কহে তারা ডুবিল সাধের ভরা
কালীসুত নাম ধর্য়্যা পরিনাম কলঙ্ক-হার। ২

রাগিনী প্রভাতি ভবানীবিশয়।

নং ৯৮

ইকি রূপ বিপরিত বিরূপাক্ষ-হৃদে রাজে। ধুয়া।
নৃকরকিঙ্কিনী তনুপরে শুকিঙ্কিনী রাজে। চিতান।
অধরা (১) হৈয়াছে ধরা পাইয়্যা বামার পদভরা
শবরূপ ভব পদতলে বিরাজে। ১
অমরে বিতরে অভয় হৈতেছে রব কালী জয় জয়
রূপ হের্য়্যা হৈলাম ধন্য ভনিছে হরেন্দ্র রায়। ২

ভবানীবিশয়।

নং ৯৯

তোমার কালরূপে অতি ভাল আলো কর্য়্যাছে। চিতান।
ও রূপ হের্য়্যা আমার নয়ণ ভুল্যাছে। ধুয়া।

১ পাইলি ২ অধীরা

কোটীজন্মার্জ্জিত পাপ যত দর্শনে হইয়াছে হত

তপণতনয়ভয় দুরে গীয়াছে। ১

আমার আজন্মবাঞ্ছিত জাহা তারা পুরাইলে তাহা

শ্রীহরেন্দ্রে কহিছে আশা পূর্ন হৈয়্যাছে। ২

ভবানীবিশয় রামপ্রশাদী স্থর।

নং ১০০

কর্ম্মভোগ কে ভোগেনা এ সংশারে। ধুয়া।

না বুঝ্যা কেবল দোষ মা দেও তোমারে। চিতান।

সূত্রে গাথা মালা যথা ও মা কর্ম্মসুত্রে প্রাণি তথা

নিশ্চয় এহি কর্ম্ম ত্যাগ কর‍্যাছে মা কোথা কারে। ১

বর্য্যিত (১) হৈয়া ভক্তিযোগে ক্রুটী হৈছে নানা কর্ম্মভোগে

শ্রীহরেন্দ্র কহে কালী সমনে ডাক্যাছে আমারে। ২

নং ১০১

চল মন কালী বল্যা মুক্তিপথে

সুখে চড়্যা জ্ঞানরূপ দিব্য রথে। ধুয়া।

ধর্ম্ম কর্ম্ম নিষ্টা দেড় (২) এই চারিরে ঘোরা (৩) কর

শ্রীগুরু সারথি তার নাঞিক চিন্তা কোন মতে। ১

শ্রীহরেন্দ্র কহে দুর নহে সে জে কালীপুর

হৃদে রাজে ব্রহ্মময়ি অচিরে পাবে দেখিতে। ২

---

১ বর্জ্জিত ২ দৃঢ় ৩ ঘোড়া

কাব লক্ষ্মীবিশয়।

নং ১০২

সম্পূর্ণ সুধাংশু (১) শরদ নিশী কোজাগরে
দানবদলনী দেখ মানবঘরে বিরাজ করে। চিতান।
কমলা কমল করে কমলমুখি কমলপরে। ধুয়া।
ভালে ভালো করা্যাছে আলো হায় দেখ শিশু শশোধরে (২)। পরধুয়া।
তরুণঅরুনপ্রায় অতুল রাতুল শ্রীচরন
নখরনিকর জেন খণ্ড রোহিণীরমন (৩)
ইশদহাস্য চন্দ্র-আশ্য হেরো্যা মনের তিমির হরে
দক্ষ সব্য (৪) করে দেখ বিতরে অভয় বরে। ১
প্রধান বিদ্যা ইনি আদ্যাশক্তিস্বরূপিনী
ভোগমোক্ষদা সারদা ব্রহ্মসনাতনী
ভূপে ভাষিছে ভাবিয় ভাবে মোক্ষ অন্তঃপরে
ভাবে যারা সকল সিদ্ধি ভাবে ভবার্ণবে তারে। ২

ভবানীবিশয়।

নং ১০৩

কও ত্রিলোচনা ইকি বিবেচনা আমায় প্রপঞ্চণা (৫) এমন কেনে
ইথে বুঝি মা দয়া হবে না। ধুয়া
তারা বারম্বার নেৎকার অপার কত ভোগাও আর নির্দয় মনে
জনম মরন দুখ অপহন কর ত্রিলোচন এইবার হনে (৬)

১ পুর্ণচন্দ্র ২ শশধর ৩—চন্দ্র ৪ দক্ষিণ ও বাম ৫ প্রবঞ্চনা ৬ হইতে

তবে আমার এভার দিব না। ১

তারা আমি মতিভ্রম জপ যোগ ক্রম অজ্ঞাত অজ্ঞান পাপাত্মা আমি

নির্বাণদায়িনী তারা দমাভুনী পতিতপাবিনী বট মা তুমি

হরেন্দ্রে কর পুরাও কামনা। ২

নং ১০৪

এইবার নও আমার ভার আর ভার দিব না মা। ধুয়া

আমারে নেস্তার তারা এমণ কথা বৈলনা মা। চিতান।

তোমার ইৎসা (১) জা তাই হবে জগতে সে কথা রবে

আমার জা হবার হবে প্রপঞ্চনা (২) করো না মা। ১

ভবানীবিশয়

নং ১০৫

তুমি ভালবাশ বা না বাশ এহি দুরাত্মায়

আমি ভালবাসি জেন সদা কাল মা তোমায়। ধুয়া।

জখণ রাখ জে ভাবেতে শুখেতে কিম্বা দুখেতে

কিঞ্চিত চলিত চিত হয় জেণ না তারা তায়। ১

শ্রীহরেন্দ্র ভূপে ভণে অন্য আশা নাস্তিক (৩) মনে

এ দেহপতণে প্রাণ পাই জেণ ঐ রাঙ্গা পায়। ২

---

১ ইচ্ছা। ২ প্রবঞ্চনা ৩ নাইক

নং ১০৬

এইবার লও আমার ভার আর ভার দিব না মা। ধুয়া
কাল অবশাণপ্রায় তবু (১) দয়া হৈল না মা।
জন্ম মৃত্যু বারম্বার শোক দুঃখ অনেক্‌কার
প্রাণে মনে সহে না আর হয় ঘোর জাতনা মা। ১
শ্রীহরেন্দ্র কহে কালী কালে দিচ্ছে হাতাতালী (২)
কলঙ্ক তোমার ইথে হবে ভবে ঘোশনা মা। ২

কবি।

নং ১০৭

দেখ ভাই দমুজপুরে দমুজহরা বিরাজ করে।
সিদ্ধ মুণি ঋষী স্তুতি করিতেছেণ ব্রহ্মা হরে। ধুয়া।
সিংহবাহিনী দায়িনী ভক্তি মুক্তি পথ।
ওরূপ জে ভাবে তার পুর্ন্ন হয় মনোরথ।
বিপদগামি আমি সদা কামি ত্রঁতা কামে
হরেন্দ্রে কহে ফললাভ হবে স্বকর্ম্মের।

ভবানী বিশয়

নং ১০৮*

আমি দেখিতেছি অতি বিসম এই ভবার্ন্নব। ধুয়া।
তোমার তনয় হৈয়্যা কি মা পিরয়গামি হব। চিতান।

---

১ তবু ২ হাততালি
*এই গীতটি ২১ সংখ্যক গীতের পুনরাবৃত্তি মাত্র, কেবল শেষের দুই পংক্তি নূতন।

আমার যেমন মন করিব কি বিজ্ঞাপন
সকল জান না জান কি অধিক আর কি কব। ১
তব নাম তরনী সার শ্রীগুরু কাণ্ডারি তার
অনায়াশে হব পার ভূপে ভাসিতেছে ধ্রুব (১)। ২

নং ১০৯

তারা রক্ষা করে জারে কে তারে কি কৈরতে (২) পারে। ধুয়া।
দুষ্টগ্রহ মন্দদশা সমণ তার সঙ্গে নারে। চিং
কিবা দুখে কিবা শুখে তারা নাম নৈলে মুখে
শেল বাজে পাপের বুকে পাপে তাপে তারে ছাড়ে। ১
হরেন্দ্রে কহে উচিত আমায় হৈল বিপরিত
সকল দফার হৈল শেষ সমণে ডাইকাছে (৩) আমারে। ২

নং ১১০

মা দেখ প্রদোষ সময় হৈল উপগত। ধুয়া।
হৈলাম অথিতী তারা স্থিতি দেহি ও পদেত (৪)। চিতান।
আশৃত (৫) জনের সদা চতুর্ব্বর্গফলপ্রদা
বৈলাছিলেন (৬) শ্রীগুরু আমারে সেই আজ্ঞা-অনুসারে
উপস্থিত মা তব দ্বারে
প্রপঞ্চণা (৭) আমারে না টৈরন (৮) তারা সে কালেত।

---

১ ধ্রুব ২ করিতে ৩ ডাকিয়াছে
৪ ওই পদে ৫ আশ্রিত ৬ বলিয়াছিলেন ৭ প্রবঞ্চনা ৮ করিও।

মণের মানস পুর ভবভয় দূর কর দূর ওগো হর-উর-বিহারিনী।

অন্তিম তিমির জবে প্রাণ-রবি অস্তে লবে

শ্রীহরেন্দ্রে কহে তদা প্রিয় (৬) দেখা হৃদয়ত (৭)। ২০

পন্তো ভবানীবিশয়

নং ১১১

আমি কোন অপরাধের অপরাধি কও মা তারা।

মিথ্যা প্রপঞ্চনায় আমায় জন্মের মত কর্‌য়াছ (৮) শারা। ধুয়া।

বল্যাছেণ তবে (৯) জে মানবে ঐ নাম তোমার

জীবন্মুক্ত তিনী চতুর্ব্বর্গ জাইনবে (১০) করে তাহার

শিবের কথা মিথ্যা হৈল আমা প্রতি তারা

অতঃপর জাইনলাম (১১) আমি নাঞি (১২) নরাধম আমার বাড়া। ১

আমি অকৃতি শুকৃতি কিছু নাঞি (১২) মা আমার

আমা প্রতি কোন গুনেতে করুনা হবে মা তোমার

হরেন্দ্রে ভাসিছে হাসিছে সড়ঋপু (১৩) তারা।

পদাশৃতে (১৪) প্রপঞ্চনা এইটা কি তোর বাপের ধারা। ২

---

৬ প্রিয় ৭ হৃদয়েতে ৮ করিয়াছ ৯ শিব বলিয়াছেন ১০ চতুর্ব্বর্গ আত্মার কল্যাণে বলিয়া জানিত
১১ জানিলাম ১২ নাহি ১৩ ষড়রিপু ১৪ পদাশ্রিতে

বশন্তরাগে ভবানীবিশয়

নং ১১২

প্রচণ্ড দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে কাপে (১৬) রণ-ধরণী (১৭)
রনরঙ্গরঙ্গিনী কে রনে রমনী
অঞ্জণ-গঞ্জণ তনু কেমন রঞ্জণ হায়। চিতাল।
খঞ্জণনয়নী জিনী দামিনী সঞ্চার তায়। ধুয়া।

নলীত শুণিত (১) ধারা গলিত বদনে
দলিত চরণে ধরা চলিত সঘনে।
নীবিড় তিমির নীল-নিরদ-গঞ্জণ
বিমুক্ত কুন্তল-জালে ঠেক্যাছে রণধরায় (২)। ১

জিনিয়া কৃশানু ভানু রোহিনী-রমন (৩)
ঐ শ্যামা বামার সোভা করে ত্রিনয়ন।
ধর্য্যাছে (৪) চরণ হৃদে প্রভু পঞ্চানন
কে বটে রমনী এটা কালান্তক কাল-প্রায়। ২

ভক্তজন-নয়নের আনন্দকারিনী
অপরূপ কালীরূপ নিরয়বারিনী (৫)
শ্রীহরেন্দ্রে কহে ওহে ত্রিগুণধারিনী
অন্তিমে অন্তরে ঐরূপ ভাব্যা (৬) যেন এ প্রাণ জায়। ৩

নং ১১৩

আমি নহি কার কেও নহে আমার এ সংশারে
আমি ইহার তুমি আমার বলিব কারে। ১

---

১৬ কাপে ১৭ রণভূমি।

১ শোণিত ২ রণভূমিতে ৩ রোহিনীরমণ=চন্দ্র ৪ ধরিয়াছে ৫ নরক নিবারণকারিণী ৬ ভাবিয়া

সংশারিক (৭) ধর্ম্মমতে ওমা মিত্র শত্রু শতে শতে
স্ব স্ব কর্ম্মের ভোগে প্রতিনিধি নাখ্রি (৮) মা তার। ২

ভবানী বিশয়

নং ১১৪

চল ভাই দেখি আয়া মুক্তকেশী তার কপালেতে শীশু (৯) শশী। ধু:
পদতলে শিব শব দেখি ইকি (১০) অশম্ভব
দ্বিকরেতে অভয় বিতরে বাম করেতে মুণ্ড অশী (১১) ১
হরেন্দ্রে কয় এইরূপ ভালো দেইখ (১২) রণে কৈর‍্যাছে আলো
তাবে এ ভবের জঞ্জাল ঘরে বস্যা (১৩) পাব গঙ্গা কাশী।

নং ১১৫

বিশ্বাষ কৈর‍্যা (১) জিজ্ঞাসি মণ তোমার কাছে
কালী নামের বাড়া নাকি আর নাম আছে। ধুয়া।
নানাভাবে নানাকথায় ইন্দ্রিয় মণ অস্থির সদায় (২)
তুমি বল স্যারোদ্ধার ধার আমি তারি পাছে। ১
তার দিয়া তোমার পরে আমি শংপ্রতি রহিলাম ঘরে।
হরেন্দ্রে কয় বুঝির তোমার ভাব এইবার অন্তঃপরে। ২

৭ সাংসারিক ৮ নাহি ৯ শিশু ১০ একি ১১ অসি ১২ দেখ ১৩ বসিয়া
১ করিয়া ২ সদা

নং ১১৬

দয়ামৈয়ি হৈয়্যা (৩) এত নির্দ্দয় কেণ আমা প্রতি। ধুয়া।

বল গো করুনাময়ই (৪) কারণ ইহার ইকি (৫) তোমার রিতি (৬)। চিতান

ণহি ধর্ম্ম-প্রতিবাদি নহি কোণ অপরাধি

ফলে কিছু নাহি বিপর্য্যয় মা আমা হনে (৭)

তবে কেণ বিড়ম্বন মম কর্ম্মে অসুক্ষন

কহ মর্ম্ম ইহার সংপ্রতি। ১

তারা অশার সংশারে সার কৈয়্যাছি (৮) তোমারে

অনন্য-শরণ আমি অতি ঐ শ্রীচরণে

বাস কি না বাস ভাল দিতে হবে পরকাল

শ্রীহরেন্দ্রে দিয় (৯) পদে স্থিতি। ২

নং ১১৭

কোথা আছ আইস কালী আমার হৃদে বিরাজ কর

জণম মরণ দুঃখ (১০) অজ্ঞাণ-অঞ্জন হর। ধুয়া।

পাপ কলেবর আমার ণিবাসযোজ্ঞ (১১) নহে তোমার

শ্রীহরেন্দ্রে কহে আমায় যোগ্যপদে নিযোগ কর।

নং ১১৮

আমার অন্তর কেণ এমণ ধারা কও দেখি তারা। ধুয়া।

মম মানব তাৎব ভ্রমগুণে হৈলাম সারা। চিঃ

দুরাসা মিথ্যা চিন্তায় আজন্ম বিগতপ্রায়

অহিক (১২) পারত্রিক এবার উভয় হৈলাম হারা। ১

৩ হইয়া ৪ করুণাময়ী ৫ একি ৬ রীতি ৭ হইতে ৮ করিয়াছি
৯ দিও ১০ দুঃখ ১১ নিবাসযোগ্য ১২ ঐহিক।

আমি জেমন তার মত   হৈল উচিত বিধিমত

ভূপে ভাসিল হাসিল আমায় ডুবাইল জায়া। ২

আগমনী।

নং ১১৯

গত সম্বৎসর   ওহে গিরিবর   মনেতে না কর প্রান উমারে

ধন্য দেখি ইকি (১) তোমারে   তুমি কি শুখে আছ নাথ ঘরে

তারে মজাইয়া দুঃখ পারাবারে।   চিতান।

তুমি পাশাণ পাশান হৃদয় তোমায় এ তাপে তাপিতে কি পারে। ধুয়া।

জামাতার গুণ   শুন কি না শুন   খেপা সে দারুন   উলঙ্গ বেড়ায়

শ্মশানে বিহার   ভূত শঙ্গে তার   চিতা-ভষ্ম ফনী অভরণ (২) গায়

কি বুঝ্যা (৩) তাহারে   দিলে হে কন্যারে

দুখ্খার্নবে (৪) কেবল ডুবাইলে আমারে। ১

শ্রীহরেন্দ্রে কয়   রানী কি বিস্ময়   তিনী ব্রহ্মময় নিন্দিছ জারে

কন্যা বল জারে   চিন না কি তারে   আদ্যাশক্তি তিনী ব্রঁহ্মময়ি সে জে

অনন্ত মহিমা   কে দিবে তার সিমা   ব্রঁহ্মা বিষ্ণু হয়ে বুঝিতে না পারে। ২

ভবানীবিশয়।

নং ১২০

এ জন্মে রহিল খেদ (৫) জানিলাম না মা তোমারে। ধুয়া

জানিতাম জানিবার মত তুমি ভাড়াইলী (৬) আমারে। চিঃ

১ একি ২ আভরণ ৩ বুঝিয়া ৪ দুঃখার্ণবে ৫ খেদ ৬ প্রতারণা করিলি

হানি কি হৈকর‍্যাছি (৭) তব প্রতারনা অসম্ভব

কারে ভজ্যা (৮) মুক্ত হব দেখাইয়া দে মা আমারে। ১

শ্রীহরেন্দ্র কহে তারা এবার সকল হৈলাম হারা

কি লাভ হৈল তোমার ডুবাইলী কেণ আমারে। ২

নং ১২১

কি গুণে কহিব কালী করুনা কর মা আমায়। ধুয়া।

আমি অন্তাজণ হিন (১) ভজণ জানি না তোমায়। পরধুয়া।

তারা কবো কি কপাল কেমণ মোহমতি আমার এমন।

গত ইহকাল প্রায় কি করি উপায় জানিলাম না আমি তোমায়

তুমিও জাইণ্‌লে না (২) আমায় হৈলাম ইথে কমঠের পিষ্ঠে মক্ষিকা (৩) ন্যায়।

কর্ম্মমুল মোক্ষকথা তারে কে করে অন্যথা বাশনা সোচনা বৃথা,

কর্ম্ম কে এড়ায়।

সকল করিতে পার কপাল খণ্ডাইতে নার

শ্রীহরেন্দ্রে কহে কালী বল্যা (৪) জেণ প্রান এ জায়।

আগমনী।

নং ১২২

আজি সুপ্রভাত ওহে নগনাথ প্রসন্ন বিধি চিরদিনান্তরে

পাইলাম জেণ করে হারাবার নিধি সে ভবভাবিনী আইল ভবনে

আমার প্রাণে প্রান পাইল গেল দুন্য (৫) হৈলাম ধন্য আজি হণে (৬)। ধুয়া।

---

৭ করিয়াছি ৮ ভজিয়া।

১ হীন ২ জানিলে না ৩ কূর্ম্মের পৃষ্ঠে মক্ষিকা বসিলে কূর্ম্ম যেমন জানিতে পারে না ৪ বলিয়া–৫ দৈন্য ৬ হইতে

এই উমা লাগিয়া যোগ যাগ ক্রিয়া নারায়ণ প্রিতে (৭) করিলাম যত
হইল সফল সে কর্ম্ম সকল অবিচ্ছেদ ক্লেশ (৮) হইল গত
হের আঁখি ভরি চন্দ্রবদনে। ১
গগণে গীর্ব্বাণ (৯) উমা গুণগান করিছেণ আনন্দে শুন হে নাথ
পরম হরিশে কুসুম বরিশে বেদস্তুতি করে মুনীন্দ্র যত
শুমঙ্গল গাণ হরেন্দ্রে ভণে। ২

আগমনী।

নং ১২৩

ছিণ কাদম্বিণী রহিত দামিনী শরদ জামিনী দেখ হে গাথ
মম ত্রুখ হরা (১০) তিথির প্রবরা (১১) আজি শষ্টি(১২) তিথি গোধুলী গত
ঐ আইল উমা তব ভুবণে। চিতান
চিরদিনে হের গয়ণে জারে ভাব্যা (১৩) মর নয়নে সপণে (১৪)। ধুয়া
আগমে নিগমে শুনি অনুক্রমে আৎমা (১৫) মতিভ্রমে বুঝিতে নারি
সক্তি অগ্রগণ্যা ত্রিভুবণে ধন্যা এ জে মম কন্যা শুনহে গিরি।
আমরা ণা জাণি কি মোহ মণে। ১
যুগে যুগে ইণি পুরুষ রমনী হৈয়াছেণ হবেণ এমণ শুনী।
বিধি বিষ্ণু হর সুরাসুর নর না বুঝেন মহিমা যোগেন্দ্র মুণী
উমা গুণগান হরেন্দ্রে ভণে। ২

---

৭ প্রীতে ৮ ঘোর ৯ দেবতা ১০ দুঃখহরা ১১ তিথির মধ্যে শ্রেষ্ঠ ১২ ষষ্ঠী
১৩ যাহারে ভাবিয়া ১৪ স্বপনে ১৫ আত্মা।

কবি লক্ষ্মীবিশয়

১২৪ নং

দলিয়া দুরিত দন্য (১) করা (২) ধনা ধরনী মানবে
দেখ বিরাজে কমলা কোজাগর মহৎস্ববে (৩)
আজি পঞ্চদশী পুর্ন (৪) শশী মণমসী-বিভঞ্জণ (৫)। চিত্তান।
বিগত-ঘণা সরদ নিশী শুশোভনা। ধুয়া।
ত্রিলোক আরাধ্যা আদ্যা বিদ্যাস্বরূপিনী ইণি
ভক্তিমুক্তিদা শুবরদা ব্রহ্ম সণাতনী
অচিন্তরূপা অপরূপা ত্রিলোচণা
দেখ কমল করে কমল পরে কিবা রাকাচন্দ্রাননা। ১
সিদ্ধ মুনীন্দ্র ইন্দ্র দেববৃন্দ যক্ষ নাগে (৬)।
করিয়া স্তুতি নতি শুভক্তি বিভূতি মাগে
কবি ভাখিছে ভূপে মা এরূপে প্রবৃত্তি জন্মে মা
আমার মণের মতণ রূপ ধর্যা মা ঘুচাও মোর মনের শোচনা। ২

নং ১২৫

আমায় জদি সদয় আছ তবে হৃদয় হও মা উদয়। ধুয়া।
এই বাশণা প্রত্যয় নাহি জেণ হয়। চিত্তান।
কহিছে হরেন্দ্র রায় তারা দিণ বৈয়্যা জায়
বাঞ্চা (৭) এহি মনের বাশনা পূর্ন হয়।

ভবানীবিশয় প্রভাতি

নং ১২৬

মা জানি করুনাময়ি আমার প্রতি এমন হবে। ধুয়া
আমি পাপপথগামি আমার এ ভার কে আর সবে। চিঃ

---

১ দৈন্য ২ করিয়া ৩ মহোৎসবে ৪ পূর্ণ ৫ মসীরূপ মনের অন্ধকার তিনি দূর করেন ৬ নাগে ৭ বাঞ্ছা।

নং ১৩১

তারা আমায় কেমণ কৈলে এমোণ কে কথা কয়্যাছে কারে (১)। ধুয়া

দিলে দিবসে ডাকাতি সারা করিলে আমারে। চিতান

ছিল বড় আসা মনে হৈল না কার্য্য কারণে

ভাসাইলে আশৃত (২) জলে নিরাকুল (৩) পারাবারে। ১

আমার জা হবার হৈল তোমার কলঙ্ক রৈল

শ্রী হরেন্দ্র কহে কপাল কে কোথা এড়াইতে পারে। ২

নং ১৩২

মা আমায় এ ভাবেতে রাখ্যা (৪) লাভ কি তোমার তারা। ধুয়া

ব্যাধ মা মরমাজীব কপট আর কি ইহার বাড়া। চিতান।

হায় হৌক মা হবার মত না হয় খেতি (৫) নাক্রিক (৬) তাত

অধিক কি ফল দিতে পার আমার কর্ম্মলিপি ছাড়া। ১

আমায় নিড়ম্বিঁলে যত কৈয়্যা (৭) শিমা দিব কত

শ্রীহরেন্দ্রে কহে আমার দুখ্খে তনু হৈল শারা। ২

ভবানীবিশয়।

নং ১৩৩

রণরশরঙ্গে কে ত্রিভঙ্গে নাচে (৮) রমণী। ধুয়া।

অঞ্জণ ঘন গঞ্জণ মনরঞ্জণ রূপ অমনী। চিঃ

শুবিধুবদণে করে প্রকাষ ভৈরব রব অট্টহাশ

পুরি হে বিদিশ দীশ আকাষ (৯) কম্পিছে (১০) পগ ধরনী। ১

---

১ কে কোথায় কাহারে এমন করিয়াছে? ২ আশ্রিত। ৩ কূলহীন। ৪ রাখিয়া। ৫ ক্ষতি। ৬ নাইক। ৭ কহিয়া। ৮ নাচে। ৯ দিগ্বিদিক আকাশ। ১০ কাঁপিতেছে।

শূলেলীহান (১১) লম্ব্রমান (১২) ভীষনা রশনা ভীষণ ঠান

হেরি ভূপ রূপ করিছে ধ্যান প্রসীদ সমনদমনী। ২

নং ১৩৪

ও মণ কালে জখণ জিজ্ঞাশিবে তখণ তারে কি বলিবে।

কহ তার কি কর্ত্তব্য কাল আইল সন্নিধাণে। ধুয়া।

ও মণ কাম আদি ছয় জনে জারে বন্ধু মান্যা (১৩) মনে।

তার মত অবিরত আচর আপণে।

না জাণি তাদের রিত (১৪) তারা নহে তব হিত

বুঝি বা আমার কথা এই তনু অবশাণে। ১

ও মণ এই কথা দেড় (১) জান্যা (২) আমার কথা হিত মান্যা (৩)

সতর্ক সতত থাক্য রজনী দিনে

শ্রীহরেন্দ্রে কহে তবে তরিবা এই ভবার্ণবে

অন্তে অতি শুভ হবে পাবে বাঞ্ছিতার্থ স্থানে। ২

ভবানীবিশয়

নং ১৩৫

এবার তারা বৈলা (৪) সারা হও মন রাখ্যা (৫) ঘোশনা। ধুয়া

আবার এমন হবে না এ দিন রবে না অচিরে পঞ্চত্ব পাবে

সমন কাছে দেখিছ না। চিতান

কহিতেছি সার মর্ম্ম দেখ শরীরের ধর্ম্ম দিণ দিণ হৈচ্ছে হিণ দেখিয়া দেখ না

ও মন ভাবিয়া বুঝ অন্তরে জা হইবে ইহা পরে

অতঃপর সতর্ক হও তবে কিছু নাহি ভাবনা। ১

---

১১ সৃ-লেলিহান। ১২ লম্বমান ১৩ মানিয়া। ১৪ রীতি। ১ দৃঢ়। ২ জানিয়া। ৩ মানিয়া; ৪ বলিয়া ৫ রাখিয়া।

ক্ষীণপুণ্য দিণ আমি দিণদয়ামই (৮) তুমি
কেবল ভরসা আশা ঐ নাম এ ভবার্ণবে।
শ্রীহরেন্দ্রে নিবেদয় মা কি হবে বিপর্য্যয় হৈতে হৈল কি নিরাসা
দেড় (৯) কর‍্যা কও মা তবে।

ভবানীবিশয়

নং ১২৭

বল শুখে তারা মুখে জপ হৃদে কালী নাম। ধুয়া।
এহি সে পরম তপ য়ন্য (১) তপে কিবা কাম। চিতান।
এদিন কি এভাবে জাবে এ তনু পঞ্চত্ব পাবে
এ বিভব কোথা রবে মণ জাইতে (২) হবে যমধাম। ১
কহিছে হরেন্দ্র রায় সে বড় বিশম দায়
মন তাহে (৩) তরণ উপায় কালী ব্রঁহ্মময়ী নাম। ২

রামপ্রশাদি শুরে ভবানী বিশয়

নং ১২৮

চল মণ মুক্তিধামে মোক্ষকামে
ইহা আমায় লওাইতেছে আত্মারামে। ধুয়া।
জিবিতের কি আছে কথা ও মণ মরণ মঙ্গল যথা
ওর্ন্ন মন (৩) চল তথা কালী বল্যা কালীধামে। ১

---

৮ দীনদয়াময়ী ৯ দৃঢ়। ১ অন্য ২ যাইতে ৩ অন্যমন (=একাগ্রমন) 'তুর্ন' পাঠে অর্থ শীঘ্র।

হরেন্দ্রে কহে মনরে তবে   এ জন্মের শার্থক্য (৪)   হবে
না য়াশীবে (৫) আবার ভবে পাবে মুক্তি পরিনামে।   ২

ভবানীবিশয়

নং ১২৯

অনন্যশরণ আমি তোমারই আর কার নয়ি (৬)   ধুয়া।
আমার ভরসা আশা সমণে হইব জয়ি।   চিতান।
তাহে দেখি বিপরিত   প্রতারনা জথোচিত।
এই কি উচিত তোমার কও গো করুণামযি।   ১
দিণ (৭) দয়াময়ি নাম   সে বুঝি তামশ ধাম
শ্রীহরেন্দ্রে কহে বড় দুখ্যেত কটু কয়ি (৮)।   ২

নং ১৩০

কে মৃতাশনে (৯)   সমর অঙ্গনে   অনঙ্গমোহিনী অঙ্গনা।   ধুয়া।
নীল নীরধর   জিনি কলেবর   বিষম সমররঞ্জনা।   চিঃ
চলিতচরণে দলিত ধরা   সানন্দিতচিত নৃত্তেপরা (১০)
গলিত অধরে ললিত   শুনিত (১১) বিগলিতকেশী কে ললনা (১২)। ১
কহে হরেন্দ্র   হে দণুজেন্দ্র   ইন্দ্র—উপেন্দ্রবন্দিনী ইনি।
সমণদমনী   কৈবল্যদায়িনী।   ভক্তজণভয়ভঞ্জনা।   ২

---

৪ সার্থকতা ৫ না আসিবে ৬ নই ৭ দীন ৮ কহি ৯ শবরূপ আসনে ১০ নৃত্যে রতা ১১ শোণিত ১২ ললনা।

পরম আরাধ্যা আদ্যা বিদ্যা স্বয়ং রূপা ইনি
বেদজননী বিশ্বমাতা ব্রহ্ম সনাতনী
ত্রিগুনাত্মিকা তিন গুনেতে জার ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর
হরেন্দ্রে কহে ইহাকে কেমনে বুঝিতে পারে। ২

কবি পস্তো তাল।

নং ১৪০*

আমি কোন অপরাধে অপরাধি কওগো তারা
কেণ আমায় প্রপঞ্চনায় জন্মের মতে কৈরছ শারা। ধুয়া।
বল্যাছেণ ভবে জিণি হবে তব পদাশৃত
সে ব্যক্তি জীবন্মুক্ত আমার উক্তি নয় অন্যত (১)
বিপয্র্যয় আমায় হেন হৈল কেন কও মা তারা
অতঃপর ভাগ্যহত নাস্তি (২) নরাধম আমার বাড়া। ১
ভজণ পূজন ভক্তি যোগ ধারনা ইত্যাদি সব
বিহিন আমি পূন্য শুন্য অধম মানব
হরেন্দ্রে কহে মর্ম্ম দহে এ সব ভাব্যা তারা
কর পার ভবপারাবার ধর এবার মা আমার ত্বরা। ২

নং ১৪১

সমর জিণিল কার কামিনী রমনী। ধুয়া
ধূম্রলোচণ গেল কেহ নাহি ফিরে এল্যো
করে রণ কিবা দিবা রজনী

---

*এই গীতটির প্রথমাংশ ১১১ সংখ্যক গীতের অনুরূপ।
১ অন্যথা নহে ২ নাহি

হুঙ্কারে অশুর পরে সেণ্যাগণে অস্ত্র ছাড়ে

খাই খাই কর‍্যা (৯) ডাকে ডাকিনী যোগিনী। ১।

ভয়ঙ্করী আল্যোবেশ (১০) পদতলে ব্যোমকেশ

কটীতটে শোভে বামার নরকিঙ্কিনী। ২

কহিছে হরেন্দ্র রায় এ বামার রাঙ্গা পায়

মন জেণ মত্ত রয় কিবা দিবাজামিনী।

নং ১৪২

এমণ সময়ে তারা ডাকিতে সুননা (১) কেন মা

দুষ্খের (২) সময় তারা ডাকিতে সুননা কেন মা। ধুয়া।

অত্যজ্য অভাজন অনন্য শরন আমি অনুক্ষন জানা (৩) জাননা।

কপালে আমার এহি অবিচার ওহে ত্রিলোচনা কেন মা।

দুষখে তনু সারা হৈল আমার তারা

হৈলাম সকল হারা কিছু হৈল ণা

ভূপে ভাষে ক্ষেদ (৪) রৈল অবিৎস্বেদ (৫)

এত প্রপঞ্চনা (৬) আমা প্রতি কেন বলনা মা।

বশন্তরাগ ভবানীবিশয়।

নং ১৪৩

মা এইবার ভবকুপে তারিতে হবে

জেন তেন প্রকারে আমারে মা সমন ডরে তারিতে হবে। চিতান

তারিলে অকৃতি জনে তোমার সুকৃতি রবে

লুব্ধ শট কামি (৭) আমি মহাপাপপথগামি

ধর্ম্ম সুক্ষ্ম (৮) ন জানামি আমার কি হবে।

---

৯ করিয়া ১ শুননা ২ দুঃখের ৩ জানিয়া ৪ খেদ ৫ অবিচ্ছেদ ৬ প্রবঞ্চনা ৭ শঠ কামী ৮ সুক্ষ্ম।

কহিছে হরেন্দ্র রায় দেখিতেছি নিরূপায়

ব্রেঁথা দিন বৈয়্যা জায় হায় এই বড় শোচনা

ও মন মূড় মন না বুঝিলে আমায় মাত্র ডুবাইলে

আমার হৈয়া আমায় এমন করিবে মনে ছিল না। ২

নং ১৩৬*

এবার তারা বল্যা সারা হও মন রাখ্যা ঘোশনা। ধুয়া

আবার এমন হবে না এ দিন রবে না

অচিরে পঞ্চত্ব পাবে সমন কাছে দেখিছ না। চিতান

ভূতলে কৈবল্য ধাম নারায়ন ক্ষেত্র নাম

জাহ্নবীর জল স্থল মিলিত স্থলে

কালী ভাব্যা হৃদকমলে তনু কেন তেজিছ না। ১

আধ তনু গঙ্গাজলে আধ সেহি পুন্যস্থলে

কহিছে হরেন্দ্র রায় বলিলাম মন এই উপায়

ইথে জাবে যমদায় না রবে শোচনা

ও মন প্রান করিলে প্রয়ান পাবেকালী পদে স্থান

হইবে গতি নির্ব্বান জন্ম মৃত্যু আর হবে না। ২

নং ১৩৭

ভুবন ভুলাইলে কার কামিনী ঐ রমনী। ধুয়া।

বামার করে করাল শোভিছে ভাল করবাল জেণ দামিনী। চিঃ

সুনীল নীরদ জিনি শ্রীঅঙ্গ মাচিছে এভঙ্গে (১) তাল বিভঙ্গ।

বামার শীরে শিশু শশী ষোড়শী রূপসী শশীমুখি কাশীবাশীনী। ১

---

* এই গানের ধুয়া ও চিতান ১৩৫ সংখ্যক গানের ধুয়া ও চিতানের সহিত অভিন্ন।

১ ত্রিভঙ্গ

অট্ট অট্ট অট্ট হাশিছে মাভই (২) ভাশিছে দণুজ নাশিছে।
হরেন্দ্রে কহিছে হৃদে প্রকাশীছে তব রূপ ভবজননী। ২

নং ১৩৮

এবার মুদিলে আখি কার ফাকি কোথা রবে। ধুয়া
ধন পরিজণ বন্ধু তোমার সাথি কেউ না হবে। চিতান
পঞ্চভুত আৎমা এজে পঞ্চতে মিশাবে সে জে
শুকৃতি দুস্কৃতি দুজন কথারূপে রবে ভবে। ১
ইহা জান্যা (৩) এহিবার উপায় চিন্তনা তার
শ্রীহরেন্দ্রে কহে কালীনামে নিজধামে লবে। ২

কবি নারদ হিমালয় সংবাদ।

নং ১৩৯

সারদ নারদ মুণিবরে গীরিরাজের তরে কৈছে হাস্যা। (৪)
বলিছি গোপণ কিছু কথা আমি তোমায় ধন্যবাস্যা
সেই সতি আস্যা গৌরীরূপে জন্ম ধরে তোমার ঘরে। চিতান
গীরিরাজ কিমাশ্চর্য্য নন্দিনী পাইয়াছ তারে। ধুয়া।
হৈয়াছ জীবন্মুক্ত এমণ কে আছে সংশারে
ব্রহ্মা বিষ্ণু ইন্দ্র আদি অমরে আরাধে (৫) জারে। পরধুয়া।
দক্ষযজ্ঞেতে শিবনিন্দা শুন্যা দাক্ষায়নী
তনু তেজ্যাছে এই তোমার কন্যা অখণ জিনি
আদি প্রকৃতী বটেন ইনি গৌরী উমা বল্যা ডাইকাছ (৬) জারে
গোবিন্দ বন্দেন প্রতি যুগে প্রতি অবতারে।

---

২ মাভৈ ৩ জানিয়া ৪ হাসিয়া ৫ আরাধনা করে ৬ ডাকিয়াছে।

শ্রীহরেন্দ্র কহে তোমার নামে কি কলঙ্ক রবে
ভবের ভারতী (৯) তবে বল কি হায় মিথ্যা হবে।

বশন্ত রাগ ভবানী বিশয়

নং ১৪৪

কি হবে আমার তবে তারা না তারিবে জদি (১০)। ধুয়া।
শুদুস্তর (১১) ভয়ঙ্কর দেখিতেছি ভবনদী। চিং
অজ্ঞান গম্ভীর নিরে (১২) মায়ারূপেতে কুম্ভীরে
আকর্শন (১৩) করে মোরে রক্ষ জননী
বিপক্ষ আমার কর্ম্ম প্রতিবাদি। ১
বিজ্ঞানবিহিন (১৪) ক্ষিন (১৫) পুণ্য আমি পাপে লীন
তনু মন পরাধিন (১৬) হরেন্দ্রে ভনে।
আছে মা ইহার ভিন্ন (১৭) আর ষড় ঋপু আদি। ২

ভবানী বিশয়

নং ১৪৫

তারা আমার নয়নতারা আশ্রয় উদ্ধার ভূমী (১) ধুয়া।
আমার মনে দৃড় (২) এহি তোমার কথা জান তুমি। চিং
আমার সর্ব্বস্ব তুমি মহাপাপি তাপি আমি
মিথ্যা মায়া লিপ্ত মন কুপথগামি

---

৯ শিবের বাক্য ১০ যদি ১১ দুস্তর ১২ নীরে ১৩ আকর্ষণ ১৪ বিহীন ১৫ ক্ষীণ ১৬ পরাধীন ১৭ ভিন্ন। ১ ভূমি ২ দৃঢ়

চঞ্চল আমার মতি তব পদে নাহি রতি
দুরিত—পুরিত চিত কুশ্চিত (৩) কুসঙ্গি আমি। ১
মা বাল্য কুমার জুবতু (৪) ত্রিকাল হইল গত
বুঝিতে নারিছি (৫) কিবা ভাবে ভূল্যা ভ্রিমি (৬)
হরেন্দ্র ভুপের ভক্তি তব পদাশৃত (৭) ব্যক্তি
কোনরূপে লভেন মুক্তি নহেন নিরয়গামী। ২

নং ১৪৬

নিবৃর্ত্তী (৮) পথে চল জাই ও মন নিত্ত (৯) ধামে। ধুয়া।
কর শুভজাত্রা হেরা্যা (১০) শিবা শব কুম্ভ বামে। চিতান।
হইয়া বিগত—ত্রাশ (১১) দৃড় ভক্তি শুবিশ্বাষ
কর কালীপদাম্বুজে ভববন্ধ মুক্তকামে। ১
কহিছে হরেন্দ্র রায় তবে জাবে যমদায়
পাবে অনায়াসে ধ্রুবে (১২) ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষকামে। ২

নং ১৪৭

অনিত্য এ শংশারে মন কেন ভূল্যাছ (১৩) এ মিথ্যা মোহে। ধুয়া।
তুমি কার কে তোমার লিপ্ত হৈছ কিসের স্নেহে। চিং।
সতদল—দলস্থিত (১৪) জলপ্রায় প্রচলিত (১৫)
অস্থির জীবন মিথ্যা পঞ্চভুতময় দেহে। (১)
ইহা জান্যা (১৬) অবিশ্রাম ভজ কালী জপ নাম
পুর্ন (১৭) হবে মনস্কাম শ্রীহরেন্দ্র ভূপে কহে।

৩ কুৎসিত ৪ বাল্য, কৌমার ও যৌবন ৫ বুঝিতে পারি না ৬ ভুলিয়া ভ্রমণ করি ৭ পদাশ্রিত ৮ নিবৃত্তি ৯ নিত্য ১০ হেরিয়া ১১ ত্রাস ১২ ধ্রুবে-নিশ্চিতে ১৩ ভুলিয়াছ ১৪ পদ্মপত্রে স্থিত ১৫ চঞ্চল ১৬ জানিয়া ১৭ পূর্ণ।

ঢুট ভবানীবিশয়।

নং ১৪৮

তর ভাই তারা বল্যা (১) ভবার্ণবে ধুয়া।

দুরীত (২) দুর্দ্দিন দুখ্খ সকল দফার রফা হবে। চিতান।

এই বটে পরম যুক্তি আছে শিবের এমন উক্তি

তারা নাম নৈলে মুক্তি তার নাস্তি কিছু ভয় ভবে.

পদ ভনে হরেন্দ্রে পরমানন্দে ভজ শ্যামা কির্ত্তী রবে। ১

বিহাগ রাগিনী ভবানী বিশয়।

নং ১৪৯

নিবৃত্তি পথে চল আমার মন ওৎস্ক (৩) কর্য়া হায়

তাজ মায়া মোহ আশা আর আকুঞ্চন (৪) । ধুয়া

অনিত্য এ চিত্ত বিত্ত জীবন জোবন জেন মিথ্যাময় নিশীর সপন (৫)

ভব নিরালম্ব (৬) স্তম্ভ দম্ভ অহঙ্কার জান এ সকল নীরয়ের (৭) কারন ২

মজি ব্রহ্মানন্দে কালীপদদ্বন্দে মন কর নিজোজন ভূপের বচন। ৩

ভবানী বিশয়।

নং ১৫০

প্রবল দনুজদলে দলে (৯) কেরে অবলা। ধুয়া।

কে বটে ও কুলবালা অবলা কি সরলা। চিং

---

১ বলিয়া ২ দুরিত-পাপ ৩ ঔৎসুকা ৪ আকিঞ্চণ ৫ স্বপন. ৬ অবলম্বনবিহীন ৭ নিরয়-নরক ৮ নিয়োজন ৯ দৈত্যগণকে দলন করে

হইয়া সমরপথি নাশিছে সারথি রথি
গ্রাসিছে গজেন্দ্রে মদ—বিভুলা (১০)
মণ সমিরণ জিণি (১১) করে গতি নিতম্বিনী
নীল কাদম্বিনী মাজে রাজে জেন চপলা। ১

চান্দমুখে মৃদুহাশে মনের তিমির নাশে
জিনি নীল ঘন চারু কুন্তলা
অনঙ্গমোহিনী বামা কামান্তক (১২)—হৃদে শ্যামা
ভালে ভাল বিরাজিছে শিশু শশাঙ্ক কলা। ২

অপরূপ কালীরূপ হেরিয়া হরেন্দ্র ভূপ
বলিছে দনুজে বানী সরলা
এহি ব্রঁহ্ম সনাতনী ত্রিভূবন জননী ইনী
ব্রঁহ্মা হরে বাঞ্চা (১৩) করে ইহার শ্রীচরণধুলা। ৩

ভবানীবিশয় বিহাগ রাগ।

নং ১৫১

আমার মন ভীত ভবার্ন্নবে কর ভবভাবিনী ভাবনা। ধুয়া।
জনম মরণ ভবে স্মর না মনে কত জন্ত্রনা
মন তার নিস্কৃতির এহি সে মন্ত্রনা। ১
ভনয়তি পদ মিদং (১) শ্রীহরেন্দ্র নারায়ন শুদ্ধ (২)মনা
মন কর সড়ঋপু (৩) সমনে বঞ্চনা। ২

---

১০ বিহ্বলা ১১ মন ও বায়ু অপেক্ষাও বেগগামিনী ১২ শিব ১৩ বাঞ্ছা ১ এই পদ বলিতেছেন ২ শুদ্ধ
৩ ষড়রিপু

বিহাগ রাগিনী।

নং ১৫২

মিথ্যা কি মোহে মণ ভুল্যাছ (৪) তুমি বট কার কে তোমার। ধুয়া।

জে (৫) দেহ গেহেতে স্থিতি হৈয়াছে তোমার

আদি সেহি মিথ্যা জল বিম্বাকার। ১

মমেতি মম ত্ত (৬) মন কর পরিহার

তবে শুভ হবে তব এহি বারে বার। ২

অশার সংশারে কালী নাম মাত্র সার

ভূপে কহে জপ ভবে হবে পার। ৩

ভবানীবিশয়

নং ১৫৩

আমি অতেজ্য অনন্যসরন তুমি তারা তারা নিরাকারা বট। ধুয়া

তুমি শ্যামা শ্যাম রামকৃষ্ণ রাম পুরাও মম কাম তেজ্যা (৭) ১
মা কপট।

ভনিছে হরেন্দ্রে মজ্যা ব্রহ্মানন্দে

সমনের ভয় হৈল মা নিকট। ২

১৫৪

ভীম ভৈরব ভূতেশ্বর দয়া কর গঙ্গাধর দিগম্বর। ধুয়া।

ওহে জগদীশ ইশ হে গিরীশ নমস্তে গৌরীশ শশাঙ্ক শেখর। ১

কহিছে হরেন্দ্রে মজ্যা ব্রহ্মানন্দে জন্ম মৃত্যু জরা হর (৮) স্মরহর। ২

---

৪ ভুলিয়াছ ৫ যে ৬ মম ইতি মমতা; 'আমার' এই বোধ। ৭ ত্যাগ করিয়া ৮ জন্ম, মৃত্যু ও জরা নাশ কর।

কবি ভবানী বিশয়।

১৫৫

তারা মা একবার হেরা্যা (১) দেখ দেখি চরনতলে। ধুয়া।
হৃদে ধরা্যা (২) তোমার চরন কে বম্ বম্ বম্ বাজায় গালে। ১
ব্রহ্মাবরুন চন্দ্র ইন্দ্র দেববৃন্দ যত
চকিত চিত ভীত হৈয়াছেন শ্রুতিহত। ২
জয়িষ্ণু (৩) বিষ্ণু দেখ পুটকরে (৪) অগ্রে স্থিত
সর্ব্বেশ্বর এ রূপ হরেন্দ্রনারায়নে বলে। ৩

নলীত রাগিনী।

১৫৬

ভূল্যো না ভূল্যো না ওমন অনিত্য অশারে
ভুলিলে মজ্জিতে হবে এই ভবপারাবারে। ধুয়া।
মিথ্যা দেহ মিথ্যা গেহ দেখ নহে কার কেহ
কে তোমার তুমী কার হরেন্দ্রে পদ প্রচারে। ১

বসন্তরাগে ভবানীবিশয়।

১৫৭

কিবা দিবা বিভাবরী তারা ডাকিছি মা তোমারে
কৃতান্তদলনী হৈলে নিতান্ত নির্দ্দয় আমারে। ধুয়া।
রবে এই কথা ভবে অমুক নাম মাগবে কালীপদে শপিয়াছে ইহ পরকালে

---

১ হেরিয়া ২ ধরিয়া ৩ জিষ্ণু ৪ যোড়হাত

জাউক তার পরকাল ইহকালে না হৈল ভাল
শ্রীহরেন্দ্রে আপণ কথা আপণি প্রকাশ করে।

১৫৮

কর্য্যা (৬) অপরাধ মার্জ্জনা তারা আমা প্রতি সদয় হও। ধুয়া।
আমার বাঞ্ছিত জে শকল তাহা শিদ্ধি হৌক এই কথা কও। চিং
তারা তুমি আদ্যা শনাতনী বাঞ্ছিতার্থপ্রদায়িনী।
পাপী কদাচারী আমি এবার আমার এই ভার নও।
শ্রীহরেন্দ্রে কহে কালী এহি ভাবে দিন গওাইলী (৭)
অখন (৮) এই দুরাত্মা প্রতি কিঞ্চিত সদয় হও।

১৫৯

অনন্ত মহিমা তোমার ব্রহ্মা বিষ্ণু বুঝিতে নারে।
অনন্তে সহস্রবদনে গুণ কি কহিতে পারে।
তৃতা (১) যুগেতে সূর্য্যবংশে অবতীর্ন হৈয়্যা।
বিক্ষ্যাত (২) হৈয়াছে তোমার নাম শ্রীরাম নারায়ন বল্যা (৩)। ১
যুগে যুগেতে এইরূপেতে তুমি পুরুষ প্রকৃতি হৈয়্যা।
খণ্ডিছ ভুমীভার হরেন্দ্র এ পদ প্রচারে। ২

বশন্তরাগ ভবানীবিশয়।

নং ১৬০

মা এইবার ভবকূপে তারিতে হবে। ধু।
জেন তেন প্রকারে আমারে মা সমন ডরে তারিতে হবে। চি।
তারিলে অকৃতি জনে তোমার সুকৃতি রবে। মোঃ।

---

৬ করিয়া ৭ কাটাইলি ৮ এখন। ১ ত্রেতা ২ বিখ্যাত ৩ বলিয়া।

লুব্ধ শঠ কামি আমি মহাপাপপথগামি
ধর্ম্মসুক্ষ্ম ন জানামি আমার কি হবে। ১
শ্রীহরেন্দ্র কহে তোমার নামে কি কলঙ্ক রবে।
ভবের ভারতী তবে বল কি (হায়) মিথ্যা হবে।* ২

কবি।

নং ১৬১

শুন মন শুমন্ত্রণা যম যন্ত্রণা — এড়াইতে চাও জদি
জদি পার হৈতে আর চাহ ভবনদী
তবে তেজ্যা দম্ভে অবিলম্বেঁ বাঞ্চা কর বারানশী (৪)। চিং
চল মণ কাশী হও অবিরত কাশীবাশী। ধুয়া।
কাশী মহাশ্মশাণ (৫) জথা ইশাণ (৬) বিরাজমাণ সর্ব্বদা
অন্নপূর্ন্নারূপে জথা বিরাজেণ মুক্ষদা
চল এ মণ ধামে মন রে আমার মুক্তিকামে পাবে কীর্ত্তী অবিনাশী।
জাবে সকল দন্য (১) হবে ধন্য পাবে পূন্যরাশী।
তুমি আপনে তরিবে কূলকে তারিবে (২) কাটীবে কর্ম্মফাশী (৩)
কবি ভুপে ভাষে আয়ুর শেষে মুক্তি তোমার হবে দাশী। ২

প্রভাতি রাগিনী ভবানী বিশয়

নং ১৬২

নিন্দি নব ইন্দিবর তনু অতি অনুপমা
অনরশরঙ্গ তরঙ্গে ভাষে (৪) কে ও বামা। ধুয়া।

---

*এই গীত ১৪৩ সংখ্যক গীত হইতে অভিন্ন। ৪ বারাণসী ৫ শ্মশান ৬ ঈশান
১ দৈন্য ২ বংশকে উদ্ধার করিবে ৩ ফাঁসী ৪ ভাসে

করিছে অশন শুধা বশন তেজ্যাছে দুরে।
তেজিয়াছে লাজ শুবিরাজমান হর—উরে (৬)।
উভয় উলঙ্গ অঙ্গ অণঙ্গমোহিনী শ্যামা
জ্ঞান হয় ত্রিভুবনজননী এই গুনধামা। ১
দেখ বিধি বিষ্ণু আর যোগেন্দ্র মুনীন্দ্রগনে
করিছেণ সবে স্তুতি নতি সামবেদগানে।
শ্রীহরেন্দ্রে কহে শুম্ভ ত্যজ দম্ভ ভজ ক্ষমা (৭)
জুঝিবে মজাবে কুল কালরাত্রি এহি বামা। ২

টপ্পা শুরে ভবানীবিশয়

নং ১৬৩

কালে কি করিতে পারে জপ কর কালীনাম। ধুয়া।
নির্ভয় আনন্দে থাক মন আমার আত্মারাম। চিঃ
কালী পদাশৃত (৮) জিনি জীবন্মুক্ত বটেন তিনি
তার করতলে স্থিতি ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম। ১
শ্রীহরেন্দ্রে কহে সার এই ভবপারাবার
অনায়াশে হৈয়া পার অন্তে পাবে কাশীধাম। ২

দুর্গাপ্রশাদি ভবানীবিশয়।

নং ১৬৪

প্রদোষ সময়ে অতিথি ওগো তারা আমি। ধুয়া।
হেদে গো করুণাময়ি ক্ষেণ ও চরনে দেহি ময়ি স্থিতি। (৯) চিঃ।

৬ হরবক্ষে ৭ ক্ষমা প্রার্থনা কর ৮ পদাশ্রিত ৯ ক্ষণেক ও চরণে আমায় স্থান দাও।

জনম মরন পথে পুনঃ পুনঃ জাতায়াতে
সুজন কুজন কেউ নাঞি (১) সাথি
অনাথ আতুর আমি কৃপানাথদারা তুমি
কর কৃপা অসম্বল প্রিতি (২)। ১
এঁকে বয়োগত কাল তাহে বাদি ঋপুজাল (৩)
ভাবি ভয়ে চ্ছন্ন মতি
শ্রীদুর্গাপ্রসাদে (৪) কয় তারা জা উচিত হয়
কর তার বিধান সম্প্রতি। ২

ভবানী বিশয়।

নং ১৬৫

অনিত্য বিশয়ে তাত আক্ষেপ কুচিন্তা কেন। চিঃ।
অশার সংসার প্রান জল বুদবুদ জেন। ধুঃ
সার কৃষ্ণ কালী নাম শিব রাম শিব রাম
অন্য জত দেখ লেখা নিশির শপন হেন। ১
কহিছে হরেন্দ্র রায় জান্যা শূন্যা (৫) মিথ্যা দায়
দেখ আমার প্রান জায় ইথে ত্রান কে করেন। ২

তথা।

নং ১৬৬

অবিরত ওপদ আশৃত (৬) জনে তারা-ভবে তার মা। ধুয়া।
দূরীত (৭) পূরিত চিতঃ নাহি বুঝে হিতাহিত

---

১ নাই ২ প্রতি ৩ রিপুসমূহ ৪ এই গীতটি দুর্গাপ্রসাদের ভণিতাযুক্ত। ইহা মহারাজ হরেন্দ্র নারায়ণের রচিত নহে বলিয়াই মনে হয়। গীতটীর উপর "দুর্গাপ্রসাদী ভবানীবিষয়" এই মন্তব্যটুকুও এই কথা সমর্থন করে। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা ভূমিকায় দ্রষ্টব্য। ৫ জানিয়া শুনিয়া ৬ আশ্রিত ৭ পাপ।

দেখিতেছি কেহ নহে কার মা।　　১

সংসার সংযোগ মিথ্যা নদীস্রোতে তৃণ যথা

সংযোগ বিয়োগ ক্ষেনমাত্রে (৭) মা।　　২

নং ১৬৭

আমী নই অপরাধি আমায় কি তেজিতে চাও মা।　　ধুয়া।

তুমি তারা ধর্ম্মরূপা　ধর্ম্ম জান্যা (৮)　মর্ম্ম কও মা।　　চিঃ।

তব নাম উচ্চারনে　ধান (৯)　ধারনা মননে

বাদি হয় দুরাশয় ষড়্‌পু ছজনে।

বিশয় আবাল্যে তারা　তব নাম হৈতেছি হারা

শ্রীহরেন্দ্রে কহে কালী আমা প্রতি সদয় হও মা।　　১

নং ১৬৮

তারা আমার কর্ম্মে এত লিখ্যাছ (১) করুনাময়ি পদে পদে বিড়ম্বন। ধুয়া।

কেন তারা ঘটিতেছে এত বিঘটন।　　চিঃ।

মোক্ষার্থি সংকল্প কৃত হৈয়াছি ঐ পদাস্থত (২)

তাহে এত বীপরিত (৩) এ আর কেমন

কহোগো করুনাময়ী ইহার কারণ।　　১।

আছেমা শিবের উক্তি　তব পদাস্থত (২) ব্যক্তি

করে তার ভোগ মুক্তি　ধন্য সেহি জন।

তুপে ভাষে হৈল মিথ্যা ভবের ভাবন।　　২।

ভবানী বিশয় রাগিনী ঝিজট

নং ১৬৯

চলরে মন কালি বৈল্যে (৪) শুবাতাসে বাদাম তুল্যে (৫)　　ধুয়া

পড়িলে তুফানে তরি　তৈরে (৬) জাবে অবহেলে।　　চি।

---

৭ ক্ষণমাত্রে　৮ জানিয়া　৯ ধ্যান　১ লিখিয়াছ　২ পদাশ্রিত　৩ বিপরীত　৪ বলিয়া　৫ পাল তুলিয়া　৬ তরিয়া

সংসার কুহক নাশি তাহে রহিলে বশী (৭)।
জ্ঞানের শন্ধান (৮) ছেড়্যে অজ্ঞানে কি রৈলে ভুল্যে ১
ডুবু ডুবু হৈল ভরা চালাও তরি কৈরে ত্বরা (৯)।
কুজন ছজন (১০) জারা তাদের দেহ ভাড়ে ফেলে
আপনী কাণ্ডারে থাক দুর্গা দুর্গা বৈলে ডাক
জাগন্ত ঘরেতে চুরী হৈয়াছে কি কোন কালে। ২
হৃদ পদ্ম ছই ঘরে (১১) ব্রহ্মময়ী পরাত্‌ পরে।
স্থাপনা করহ তারে রাখহ মন কুতুহলে।
পঞ্চজন (১২) আছে জারা গুন টেনে জাউক তারা
অবস্য হইবে লাভ শ্রীদুর্গা প্রশাদে (১৩) বলে।

ললীত রাগিনী।

নং ১৭০ *

ভুল্যোনা ভুল্যোনা ওমন অনিত্য অশারে
ভুলিলে মজিতে হবে এই ভব পারাবারে। ধুয়া।
মিথ্যা দেহ মিথ্যা গেহ দেখ নহে কার কেহ
কারে করিতেছ স্নেহ অব্যয় বুঝ্যাছ (১৪) কারে। ১
শ্রীহরেন্দ্রে কহে কালী ভাল আমারে ভাড়ালী (১৫)
এবার তারিতে হবে এই পাপী কদাচারে। ২

---

৭ বসিয়া ৮ সন্ধান ৯ ত্বরা করিয়া ১০ ছয়জন রিপু ১১ নৌকার ছইস্বরূপ হৃৎপদ্মমধ্যে ১২ পঞ্চেন্দ্রিয় ১৩ এই সুন্দর গানটিও ১৬৪ সংখ্যক গীতের ন্যায় দুর্গাপ্রসাদের রচনা, মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের নহে। ১৪ বুঝিয়াছ ১৫ প্রতারণা করিলে।

* এই গীতটীর প্রথমাংশ ১৫৩ সংখ্যক গীতের প্রথমাংশের সহিত অভিন্ন।

ভবানীবিশয়

নং ১৭১

আনন্দে আনন্দময়ি অন্তরে বিরাজ আমার।　　ধুয়া।

ব্রঁহ্মা আর বিষ্ণু হরে মহিমা না জানে তোমার।　　চিতান।

শৃষ্টী স্থিতি প্রলয়ের　আদিভূত কারনের

কারণ কারণ বট কে বুঝে মাহত্ম্য (১) তোমার।　　১

জাগে ওরূপ অন্তরে জার　ভবার্ন্নবে ভয় কি তার

বলিতেছি সার সাস্ত্র করিয়া বিচার

ও পদ আশৃত (২) জন　এহি দেহে পঞ্চানন (৩)

শ্রীহরেন্দ্রে কহে কালী যথার্থ কর বিচার।　　২

কবি ভবানী বিশয়।

নং ১৭২*

অনন্ত মহিমা তোমার তাকি ব্রহ্মা বিষ্ণু বুঝিতে পারে।　　ধুয়া।

অনন্ত সহস্র বদনে গুণ কহিতে নারে।　　চিং।

তৃতা (৪) যুগেতে সূর্য্যবংশে অবতীর্ন্ন হৈলে

বিখ্যাত হইল তব নাম　শ্রীরাম নারায়ণ বল্যা (৫)

পামর অমরকণ্টক (৬) সেহি দশানন দুরাত্মারে

সংহারিলা　করি লীলা　উদ্ধারিলা জানকীরে।　　১

---

১ মাহাত্মা　২ আশ্রিত　৩ নর দেহেই সে শিবস্বরূপ　৪ ত্রেতা　৫ বলিয়া　৬ দেবতাদের কণ্টকস্বরূপ

* ১৫৯ সংখ্যক গানের ১ম চার পংক্তি ও ১৭২ সংখ্যক গানের ১ম চার পংক্তি এক। আবার ১৭৩ সংখ্যক গানের ৩—৬ পংক্তিও প্রায়ই ঠিক এই। ১৫৯ সংখ্যক গানের শেষ দুই পংক্তি ও ১৭২ সংখ্যক গানের শেষ দুই পংক্তি এক। প্রথম দুই পংক্তি ভিন্ন ১৭৩ সংখ্যক গান, ১৭২ সংখ্যক গানেরই পুনরুক্তি মাত্র।

দ্বাপরে শ্রীনন্দনন্দন হৈয়্যা বৃন্দাবনে

নাশিলে কংশাশুরে (৭) অন্য দুস্ট বহুজনে

যুগে যুগেতে এইরূপেতে তুমি পুরুষ প্রকৃতি হৈয়্যা

খণ্ডীছ ভুমিভার হরেন্দ্রে এ পদ প্রচারে। ২

নং ১৭৩*

তৃগুনাত্মীকা (৮) ত্রিলোকমাতা তুমি কালী ব্রঁহ্ম শনাতনী

বেদজননী বিশ্বরূপা মহামায়া নারায়নী।

অনাদি অচিন্ত (৯) তুমী তোমায় কে জানিতে পারে। ধুয়া।

অনন্ত মহিমা তোমার তাকি ব্রঁহ্মা বিষ্ণু বুঝিতে পারে। চিঃ।

তৃতা (১০) যুগেতে সূর্য্যবংশে অবতীর্ণ হৈলে

বিখ্যাত হৈছিল তোমার নাম তারা শ্রীরাম নারায়ণ বল্যে

পামর অমরকণ্ঠক সেহি দশানন দূরাত্মারে

সংহারিলা করি লীলা উদ্ধারিলা জানকীরে। ১

দ্বাপরে শ্রীনন্দননন্দন হৈয়্যা বৃঁন্দাবনে

নাশীলে কংশাশূরে (৭) অন্য দুষ্ট বহুজনে

যুগে যুগেতে এইরূপেতে তুমী পুরুষ প্রিকৃতি (১২) হৈয়া

খণ্ডিছ ভূমীভার হরেন্দ্রে এ পদ প্রচারে।

নং ১৭৪

দৃড় (৩) মনে রাখ্যা এবার ভাব দেখি তারা নামে

ভাবিলে ভাবে দ্বারা ভবার্ণবে হবে ত্রান।

নাহিক সংশয় ইথে শিব আজ্ঞা কি হয় মিত্থে (৪)

ভনিছে এই পদ শ্রীহরেন্দ্র হত মতি জ্ঞান।

৭কংসাসুরে ৮ ত্রিগুণাত্মিকা ৯ অচিন্ত্য ১০ ত্রেতা ১২ প্রকৃতি ৩ দৃঢ় ৪ মিথ্যা

নং ১৭৫

নিতান্ত আশ্রিত আমি কালী আমায় রক্ষা কর। ধুয়া

ইহ জন্ম জন্মান্তর কৃত পাপ তাপ হর। চিং

জ্ঞানে বা অজ্ঞানে আমি হৈয়্যা পাপপথগামি

তব পদে অপরাধ কর্য়্যাছি (৫) অপার তার! ১

সে পাপভঞ্জন ধাম কালী কালী কালী নাম

ময়ি দুরাত্মার (৬) প্রতি নামের সফল কর। ২

কবি ভবানী বিশয়

নং ১৭৬

কালী নাম বল বদনে দিবা নিশী সন্ধ্যা প্রাতেঃ। ধুয়া

তবে মন জান্‌বে ধ্রুবে (৭) তুমি ঠেকবে না কালের হাতে। চিং

চারু ভবনে শুখাশনে (৮) বশ্যা সান্তমনে

কর়পুটে জপ ঐ নাম রূপ ভাবনা কর মননে

ঐ নামের মহাত্ম্যা (৯) কেবল জানে মহাকালে

কালী নামে সকল সিদ্ধি কিছু সংসয় নাঞ্রিক (১০) তাতে।

ভক্তিমূল ভজনের বেদাগমে প্রকাশ আছে

দুরাত্মা আমি দুরাচার তারা নিবেদিছি চরন পাছে।

ত্রিগুণাত্মিকা তুমি তারা তারা তোমায় কে জানিতে পারে

হরেন্দ্রে সুখে দুঃখে কালী নামের গাথা গাথে।

---

৫ করিয়াছি ৬ আমি যে দুরাত্মা, তাহার ৭ নিশ্চিতে ৮ সুখাসনে ৯ মাহাত্ম্য ১০ নাহিক।

নং ১৭৭

শ্যামা পদে থাকে জেন মন জখন করিব গমন
অন্তকালে কালী বৈল্যা (১) ডাকীব তখন। ধুয়া।
ভাই বন্ধু আত্ম জত সকলি হইয়া রত
শোওাবে (২) জাহ্নবি—নিরে (৩) করিয়া জতন॥ ১
ভজন বিহিন আমী অগতির গতী তুমি
শ্রীহরেন্দ্র—ভূপের হৃদে দিও ঐ চরণ॥ ২

নং ১৭৮

তারা পদ অন্তে জেন পাই সদা শিবের দোহাই। ধুয়া
আমি গো অধমাধমা (৪) আমায় কৃপা কর শ্যামা
ঐ পাদ-পদ্য (৫) বিনে আর গতী নাই। ১
ভজন বিহিন আমি অগতীর গতী তুমি
শ্রীহরেন্দ্র ভূপ মনে সদা ভাবে তাই। ২

১ বলিয়া ২ শয়ন করাইবে ৩ গঙ্গাজলে ৪ অধমের অধম ৫ পাদপদ্ম